অমৃত-হরণ

বা

গরুড়ের স্বর্গ-বিজয়

গীতাভিনয়



জরৎ • শোন্ শোন্ পাপিষ্ঠা   আমি সন্ধ্যা না করলে সন্ধ্যার সাধ্য কি যে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

[অমৃত হরণ (৩য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক—৮৬ পৃষ্ঠা।

Lakshmibilas Press

অমৃত-হরণ

(জন্মেজয়ের নাগযজ্ঞ)

গীতাভিনয়

(গীতিনাট্যসমাজ ও বাণীনাট্যসমাজ কর্ত্তৃক
দক্ষতার সহিত অভিনীত)

অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল প্রণীত

কলিকাতা, ২৫ নং হেরিসন রোড হইতে
মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

INDIAN PATRIOT PRESS.
CALCUTTA
1907

মূল্য ১।০ মাত্র।

PUBLISHED BY MUKERJEE AND SONS
20 Amherst Street, Calcutta.

PRINTED BY N. C. PAL,
NO 70, BARANASI GHOSE'S STREET, CALCUTTA.

উপহার।

মদাশ্রয়দাতা, প্রতিপালক, পূজনীয়, পিতৃকল্প
শ্রীল শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
মহাশয়!

ভবদীয় কৃপাম্বুসিঞ্চনে এ শুষ্কতরু
সরস হইয়া আজ কুসুম প্রসব
করিয়াছে।

যৎকিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ভবদীয়
পবিত্র চরণে পরম ভক্তিসহকারে এ
কুসুম"—"প্রদান করিয়া কৃতার্থ
হইলাম।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ শর্ম্মা।

নিবেদন।

সুকবি ৺অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল মহাশয়ের "অমৃত-হরণ" নামক আর এক-খানি হৃদয়গ্রাহী গীতাভিনয় প্রকাশিত হইল অন্নদা বাবুর গীতাভিনয়ের নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না, তাঁহার গ্রন্থগুলি বঙ্গের ঘরে ঘরে পঠিত হয়—গ্রামে গ্রামে অভিনীত হয়—পড়িয়া, অভিনয় দেখিয়া বঙ্গের আবালবৃদ্ধ-বনিতা মোহিত—তাঁহার সকল গীতাভিনয় আদিরসের মধুচক্র, করুণরসের নির্ঝর, ভক্তিরসের প্লাবন, বীররসের আগ্নেয়-গিরি, শান্তিরসের সমুদ্র—নবরসের আকর

সুকবি অন্নদা বাবু ১৩০০ সালে "নাগযজ্ঞ" নামে একখানি ক্ষুদ্র দৃশ্যকাব্য প্রণয়ণ করেন; এবং তাহা রয়েল বেঙ্গল থিয়েটরে বিশেষ দক্ষতার সহিত অভিনীত হয়; তাহার পর উক্ত নাগযজ্ঞ বিষয়টী বাণীনাট্যসমাজের সভ্যবৃন্দ অভিনয় করিবার জন্য প্রস্তুত হন; কিন্তু থিয়েটরের ও যাত্রার পুস্তকে পরস্পর অনেক প্রভেদ আছে। সেই জন্য গ্রন্থকার যাত্রার অভিনয়োপযোগী করিয়া উক্ত বিষয় পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কবিবর ইহলোক ত্যাগ করেন। তাহার পর সুলেখক শ্রীযুক্ত কালিকিঙ্কর ঘশ মহাশয়, ইহার শেষ দৃশ্যটি লিখিয়া ও কয়েকটি গান রচনা করিয়া পুস্তকখানি সমাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। আমরা তাহাই এক্ষণে "অমৃত-হরণ" নাম দিয়া প্রকাশ করিলাম, এখন কবিবরের অন্যান্য গীতাভিনয়গুলির ন্যায় ইহা সকলের নিকটে সেইরূপ আদর ও যত্ন পাইলে আমাদের চেষ্টা ও আগ্রহ সার্থক হয়

প্রকাশকগণ।

অভিনয়োল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পাত্রগণ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু (কৃষ্ণ)

বৃহস্পতি	দেবগণের গুরু
ইন্দ্র	স্বর্গাধিপতি।
যম, পবন, হুতাশন, শনি ইত্যাদি	দেবগণ
জয়ন্ত ও জয়সেন	ইন্দ্রের পুত্র।
সনক	স্বনামখ্যাত মুনি।
জরৎকারু	ঋষি
আস্তিক	ঐ পুত্র।
রুরু	মুনিযুবক
উতঙ্ক	ব্রাহ্মণযুবক।
জন্মেজয়	হস্তিনার রাজা।
বাসুকি	নাগরাজ
তক্ষক	স্বনামখ্যাত নাগ।
সুপর্ণ	ঐ পুত্র
গরুড়	বিনতার পুত্র।
দেবল	জনৈক ভিক্ষুক
পুরঞ্জন	ঐ পুত্র

পরীক্ষিতের ছায়ামূর্ত্তি, মন্ত্রী, দেবদূত ঋত্বিকগণ ব্রাহ্মণগণ, সভাসদ্‌গণ, নাগগণ দ্বারীদ্বয়, বাদ্যকরগণ ব্যাধগণ ঘোষযন্ত্রবাদক ইত্যাদি।

পাত্রীগণ।

লক্ষ্মী রাধা।

শচী	ইন্দ্রের পত্নী।
কদ্রু	নাগ-জননী
বিনতা	কদ্রুর সপত্নী।
জরৎকারী	বাসুকির ভগিনী।

মূর্ত্তিমতী সন্ধ্যা, নিয়তি, কুমতি, ব্রাহ্মণী, নাগকন্যাগণ, ব্যাধপত্নীগণ প্রভৃতি

মঙ্গলাচরণ।

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ—চৌতাল।

নমঃ বিদুষাং জননী,

উপেন্দ্র মনোমোহিনী।

অজ্ঞান-তিমির-কলুষনাশিনী,

বেদবিদ্যাপ্রদায়িনী ॥

সাবিত্রী সর্ব্বাণী বাণী, ত্বংহি গায়ত্রী গীর্ব্বাণী।

বিষ্ণুমায়া বীণাপাণি, প্রণমামি নারায়ণী।

অমৃত-হরণ।

গীতাভিনয়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ক্ষীরোদ-পুলিন।

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা (স্বগত) আহা, লীলাময়ের লীলা কি বিচিত্র। লীলা ছলে কখন সাকার, কখনও নিরাকার, কখন সূক্ষ্ম, কখন স্থূল, কখন সগুণ, কখন নির্গুণ কখন প্রলয় আঁধারে, প্রলয় নীরে বটপত্রে ভাসমান কখন চক্রধারী মধু বধকারী দর্পহারীরূপে সমর ক্ষেত্রে বিরাজমান, আবার বিপিনবিহারী বংশী-বাদনকারী শিখিপুচ্ছধারীরূপে কদম্বমূলে অবস্থান বিশ্বস্রষ্টা হয়ে আবার কখন প্রণবরূপে নির্লিপ্তের ন্যায় নিশ্চিন্তচিত্তে উত্তাল-তরঙ্গসংকুল ফেনিল ক্ষীরোদ বক্ষে অনন্ত ক্রোড়ে, অনন্ত শয্যায়, অনন্ত নিদ্রায় নিমগ্ন। ধন্য ধন্য পরাৎপর! তুমি ওঁকার অনুপ সোঽহং, তুমি নিত্য সত্য সনাতন, তুমি অনাদি অনন্ত নিরঞ্জন তোমার সীমা নাই, শেষ নাই, তোমার আদি নাই, অন্ত নাই। হে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর! তোমার প্রতি কটাক্ষে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড বিঘূর্ণিত। ব্রহ্মাণ্ডের ধাতা পাতা স্রষ্টা ও নিয়ন্তা হয়ে নিশ্চিন্তে এরূপ যোগ-নিদ্রা কি তোমার সম্ভব? তুমি অংশরূপে যখন সর্ব্বভূতেই বিরাজমান,

তখন কারও অন্তরের ভাব ত তোমার অগোচর নাই দুর্জ্জয় বিষধরকুল স্বজন করে আমি যে বিষম লজ্জায় ও সঙ্কটে পড়েছি খল বিষধরকুলের তীব্র হলাহলে অকালে এ সাধের সৃষ্টি লয় হবার উপক্রম হয়েছে কমলাপতি হে। আমি স্বয়ং তাদিগে সৃষ্টি করেছি, সেইজন্য স্বয়ং তাদিগে সংহার করে সৃষ্টি রক্ষা করতে পারছি না, তাই বিপদে পড়ে তোমার অভয় পদে শরণ নিতে এসেছি ইচ্ছাময় হে! একবার কৃপা করে কপট নিদ্রা পরিত্যাগ করে, যাতে সৃষ্টি রক্ষা হয় তার উপায় বিধান করুন

গীত।

রাগিণী টোড়ী,—তাল একতালা

কর এই করুণা নিদান
যাতে ভব সৃষ্টি রক্ষা হয় কর সে বিধান॥
তুমি বিধি তুমি ভব,
তোমাতে সৃষ্টি সম্ভব, হে অযোনিসম্ভব।
বিপদে পড়িয়ে বিধি নিতেছি শরণ হে,—
বিষম বিষধরকুলে,
বিষম সে বিষানলে,
রাখ কৃপাদৃষ্টি বলে বিশ্ববাসীর প্রাণ

কৈ, ব্যথাহারীকে ত এত ডাক্‌লেম, এত মনের ব্যথা জানালেম, কৈ, অন্তর্য্যামী সব জেনে শুনেও ত কোন প্রতিবিধান কর্‌লেন ন তবে কি সৃষ্টি রক্ষা আর ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা নয় তা যদি হয়, তা হলে আমি আর কি করব। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার বিপরীত আচরণ করে কার সাধ্য

নেপথ্যে গীত।

রাগিণী বাগেশ্রী-বাহার—তাল আড়াঠেকা।

জয় জগদীশ্বর জগজ্জনপতি
বিপদ্‌ বান্ধব অগতির গতি
দীনজন তারণ, আশ্রিত শরণ,
করুণা নিদান হর ঘোর ভীতি

ব্রহ্মা ওকি? কারা ও বিপদে পড়ে বিপদের বান্ধব কমলাপতিকে

অমন করে করুণস্বরে মনোবেদনা নিবেদন কর্‌ছে দেবগণের কাতরকণ্ঠধ্বনি নয়? হাঁ, তাই ত বটে।

নেপথ্যে গীত

বিপদ ভঞ্জন, ভকত রঞ্জন,
কর সুবিধান ক্ষিতির গতি

ব্রহ্মা ঐ যে দেবগণও পরম দেবের কাছে মনোবেদনা নিবেদিত কর্‌তে আস্‌ছে তা ভালই হয়েছে আজ সকলে মিলে পরম দেবকে আর একবার মনবেদনা জানাবো দেখি, দয়াল দেবের দয়া হয় কি না।

(ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ।)

ইন্দ্র একি, এই যে পিতামহ পদ্মযোনিও আজ এখানে উপস্থিত। ত ভালই হয়েছে তবে আর আমাদের চিন্তা কি? হে পদ্মাসন! কাতর দেবগণ ■ পদে প্রণাম কর্‌ছে, করুণ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করুন। (ব্রহ্মাকে সকলে প্রণাম)

ব্রহ্মা শচীনাথ! সুরগণকে সঙ্গে করে, সুখদ বৈজয়ন্ত পরিত্যাগ করে এমন অসময়ে এ ক্ষীরোদপুলিনে আগমনের কারণ কি? দেবগণের কুশল ত? কোন দুর্ব্বৃত্ত দৈত্য আবার দেবত্ব অধিকার করে নাই ত? কোন দেবদ্বেষী দানব আবার দেবপীড়নে উদ্যত হয় নাই ত?

ইন্দ্র না স্বয়ম্ভু সম্প্রতি সেরূপ কোন উপদ্রব উপস্থিত হয় নাই আর কুশলের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন? সৃষ্টিকুশলাকুশল কবে আবার আপনার অবিদিত আছে বলুন যে, সৃষ্টীশ্বর হয়ে সুরাশ্বরকে আজ আবার তা জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন? প্রজাপতি হে! সব জেনে শুনেও প্রজা রক্ষায় উদাসীন হন, তা হলে আর সৃষ্টি রক্ষার উপায় কি বলুন

ব্রহ্মা কেন, দেবরাজ। হয়েছে কি? সৃষ্টির কি কোন অকুশল ঘটেছে?

ইন্দ্র কুশলই বা বলি কি করে। সব জেনে শুনেও যদি বার বার জিজ্ঞাসা করেন তা হলে বল্‌তে হ'ল,—বলি পিতামহ, বিষধরের জীববিষে সৃষ্টি-সংহারই কি আপনার অভিলাষ?

ব্রহ্মা দেবরাজ সৃষ্টি সংহার আমার অভিপ্রায় নয় সংহার ভার শঙ্করের আমার কার্য্য সৃজন, কিন্তু সৃজন, পালন, সংহার সমস্তই ইচ্ছাময়ের কটাক্ষে

ইন্দ্র তবে সৃষ্টি রক্ষার উপায় ?

ব্রহ্মা রক্ষা যাঁর কার্য্য, সেই রক্ষাকর্ত্তা যদি রক্ষা করেন

ইন্দ্র কহ শুনি পদ্মযোনি, বিষধর বিষে
কি উপায়ে রক্ষাকর্ত্তা রাখিবেন সংসার ?

ব্রহ্মা বলিতে পারেন তাহা সর্ব্বমূলাধার ।

পবন । তবে কেন মূলাধার না করেন বিধান ?

ব্রহ্মা অনন্ত শয়নে যোগনিদ্রা ভগবান

হুতাশন । কতদিনে যোগনিদ্রা ভঙ্গ হবে তাঁর ?

ব্রহ্মা তিনিই জানেন তাহা, বলে সাধ্য কার

ইন্দ্র । তবে কি অকালে সৃষ্টি হইবে সংহার ?

ব্রহ্মা ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা নইলে রাখে সাধ্য কার

ব্রহ্মা ত্রিদশ-ঈশ্বর, তুমি যে আজ আমাকে একথা জিজ্ঞাসা কর্‌বে বলে দেবদলকে সঙ্গে লয়ে এসেছ তা আমি পূর্ব্বেই বুঝেছি আমিও ঐ চিন্তাতে আকুল, তাই চিন্তামণির চরণে নিবেদন কর্‌তে এসেছি এক্ষণে এস, সকলে মিলে পরম দেবের চরণে আমাদের চিন্তার কারণ জানাই; দেখি, চিন্তামণি চিন্তা দূর কর্‌বার জন্য উপায় বিধান করেন কি না

ব্রহ্মা । জয় খগেন্দ্র বাহন, নাগেন্দ্র শায়ন,
নীরদনিন্দন নরকারী

দেবগণ জয় কমলারঞ্জন, কালিয় গঞ্জন,
নিত্য নিরঞ্জন ভয়হারী

ব্রহ্মা জয় জগত তারণ, জগত কারণ,
সৃজন পালন লয়কারী

দেবগণ । জয় সত্যসনাতন, দৈত্য নিসূদন,
বিঘ্নবিনাশন চক্রধারী

ব্রহ্মা জয় অম্বুজলোচন, কম্বুনিনাদন,
কৌস্তুভ ভূষণ, শুভকারী
দেবগণ জয় ভক্তবিনোদন আশ্রিত পালন,
দুর্গতিনাশন বনচারী
ব্রহ্মা জয় বিপদভঞ্জন, জলদগঞ্জন,
দুর্জ্জনদলন দর্পহারী
দেবগণ হর ঘোর ভয়, দেহি বরাভয়,
রক্ষ বিষভয়ে রক্ষাকারী
সকলে জয় জয় জগদীশ জগহিতকারী (প্রণাম।)

দৈববাণী

শুন শুন দেবগণ আমার বচন,
নিশ্চিন্ত অন্তরে সবে করহ গমন ,
বিষধর বিষে সৃষ্টি নাহি হবে নাশ ;
অচিরে পূরিবে জেনো সবাকার আশ ;
মাতৃশাপে সর্পকুল হইবে সংহার—
জন্মেজয় যজ্ঞানলে আহুতি সবার।

ব্রহ্মা। ঐ যে—বাঞ্ছাকল্পতরু আমাদের বাঞ্ছাপূর্ণ কর্‌বেন বোলে আশ্বাস দিলেন তবে আর ভয় কি ? স্বয়ং জগৎপতি যখন জগৎ রক্ষার ভার নিয়ে অভয় দিলেন, তখন আর জগৎ রক্ষার ভাবনা কি ? খল বিষধরকুলের তীব্র হলাহলে সৃষ্টি রক্ষা ভার হয়ে উঠেছে আমি স্বয়ং তাদিগে সৃষ্টি করেছি, সেইজন্য সংহার কর্‌তে অক্ষম ; তাই বিপদে পড়ে বিপদভঞ্জন মধুসূদনের অভয় পদে শরণ নিতে এসেছিলেম তিনি যখন নাগমাতাকে উপলক্ষ করে নাগবংশ ধ্বংসের সূচনা কর্‌বেন বলে অভয় দিলেন, তখন আর আমাদের চিন্তা কি ?

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী

কিবা চিন্তা কর আর এখন (ওহে ও দেবগণ)
জগতের চিন্তামণি অভয় দান দিলেন যখন
বড় শঙ্কা ছিল মনে,
খল সর্পের বিষাগুন পৃষ্ঠি রবে কেমনে—
দীনবন্ধু উপায় বিধানে চিন্তাভাব করলেন হরণ

ব্রহ্মা চল দেবগণ এক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে চল সকলে জগদীশ্বরের জয়-কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে নিজ স্থানে গমন করি

সকলে জয় জয় জগদীশ হরি—জয় জয় বাঞ্ছাপূর্ণকারী

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাতাল-পুরী।

(নিয়তি ও কুমতির প্রবেশ।)

নিয়তি আমার নাম নিয়তি চরাচরের ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ হতে দুর্দান্ত দানব মানব, যক্ষ রক্ষ সকলেই আমার অখণ্ড প্রতাপে বশীভূত আমি কখন কালফণীরূপে কারে দংশন করি, ব্যাঘ্ররূপে কারে গ্রাস করি, বজ্ররূপে কারও শিরে পড়ি, আবার কখন বা শক্ররূপে কারে জলমগ্ন করি চরাচরে জলে স্থলে, অনল অনিলে সকল স্থলেই আমার সদা অধিষ্ঠান আমিই জীবকে কাঁদাই, আমিই জীবকে মজাই। আমিই হাসাই, আমিই ভাসাই জীব হাসে, আমি কাঁদি, জীব কাঁদে, আমি হাসি চরাচরের যত কিছু ভাঙ্গা-গড়া সকলই আমার খেলা কার সাধ্য আমার প্রভাব অতিক্রম করে? মাতৃ-শাপে যজ্ঞানলে ভুজঙ্গকুলক্ষয় আমার সেই অখণ্ড প্রতাপের নিয়মাধীন

কুমতি নিয়তি দেবি এত ব্যস্তভাবে এ পাতাল-পুরে আস্‌বার

কারণ কি? আব আমাকেই বা অসময়ে স্মরণ কব্‌লেন কি জন্য? কারং ত কিছুই বুঝতে পাব্‌ছি না।

নিয়তি শুন কুমতি! মাতৃশাপে নাগবংশকে ধ্বংশ করা ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা আমাকেই সে কার্য্যের ভাব গ্রহণ কব্‌তে হয়েছে। আমায় কৌশলে নাগগণকে নাগমাতাব কোপে ফেল্‌তে হবে; সেজন্য তোমায় আমাকে কিছু সাহায্য কব্‌তে হবে তাই তোমায় অসময়ে স্মরণ কবেছি

কুমতি আচ্ছা, নিয়তি দেবী! বলুন দেখি, কি কৌশলে আপনি নাগগণকে নাগমাতার কোপে ফেল্‌ছেন?

নিয়তি। শোন কুমতি, নাগমাতা কদ্রু উচ্চৈঃশ্রবাব পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ বোলে সপত্নী বিনতার সঙ্গে পণ করেছে যে, যাব কথা মিথ্যা হবে, তাকে দাসী হয়ে থাকতে হবে। সেই পণ রক্ষাব জন্য এখনি কদ্রু নিজ পুত্রগণকে অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ কব্‌বার জন্য অনুরোধ কব্‌তে আস্‌বে আমি নাগগণকে আশ্রয় করে মাতৃ আজ্ঞা পালনে বিমুখ করিগে তুমি যাও, শীঘ্র নাগগণকে শাপগ্রস্ত কব্‌বার জন্য নাগমাতার রসনায় অবস্থান করগে; যেন জ্ঞানহারা হয়ে, স্নেহং মমতায় জলাঞ্জলি দিয়ে পুত্রগণকে কদ্রু একবারে প্রাণান্তকর শাপ দিয়ে বসে।

কুমতি. দেবি। উত্তম কৌশলই স্থির করেছেন তারপর?

নিয়তি। তারপর তোমায় আর একটি কাজ করতে হবে। বেদ মুনীর শিষ্য উতঙ্ক গুরুদক্ষিণা দেবার জন্য পোষ্যরাজ মহিষীর কুণ্ডল নিয়ে যাবে দুষ্ট তক্ষক যাতে সেই কুণ্ডল হরণ করে, তারি উপায় করতে হবে

কুমতি যে আজ্ঞা দেবী। তবে আমি আদেশ পালন করতে চল্লেম আপনি কোথায় থাকবেন?

নিয়তি আমি প্রথমে মহর্ষি স্থূলকেশের পালিত কন্যাকে সর্পরূপে দংশন করে প্রমতিকুমার রুরুকে কাঁদাতে যাব

কুমতি। তাবপর?

নিয়তি। তারপর মহারাজ জন্মেজয়ের যজ্ঞকুণ্ড অনলরূপে অবস্থান করতে হস্তিনায় যাব ঐ নাগমাতা কদ্রু এইদিকে আসছে এখন চল— শীঘ্র অন্তরালে যাই।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

(কদ্রুর প্রবেশ)

কদ্রু (স্বগত) হায়। আমি কি কল্লেম, অবোধিনীর মত আমি কি কল্লেম জ্ঞানহারা হয়ে বিনতার সঙ্গে কেন সহসা এরূপ সর্ব্বনেশে পণ করে এলেম উচ্চৈঃশ্রবা শ্বেতবর্ণ ত্রিভুবন বিদিত, জেনে শুনেও কেন আমি এমন কাজ কল্লেম এখন কি করি, কি উপায়ে বিষম পণ রক্ষা করি। প্রভাত হলেই ত সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে. তবে কি বিনতার কাছে পণভঙ্গের জন্য বিনয় করে বলব ? না না তা পারব না, প্রাণ থাকতে তা কখনই পারব না বিনতা আমার অন্য পর নয়, আমার সহোদরা ভগিনী সত্য ; কিন্তু তা হলে কি হয়, সে যে আমার সপত্নী এক স্বামী সোহাগে সোহাগিনী তার কাছে আমি এত হীনত কখনই স্বীকার করতে পারব না তবে কি হবে বিনতার দাসী সতীনের দাসী ! সে যে কখনই আমার প্রাণে সহ্য হবে না তার চেয়ে আগে এ প্রাণ ত্যাগ করাইত ভাল কিন্তু তাই বা করি কেমন করে ? সকল পাপের নিস্তার আছে কিন্তু আত্মহত্যা পাপে যে কিছুতেই নিস্তার নাই তবে কি হবে ; হায়, কেন আমি না বুঝে উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছকে কৃষ্ণবর্ণ বলে সতীনের সঙ্গে দারুণ পণ করে এলেম. কি কল্লেম কি কল্লেম ! এখন কি করি, কি উপায়ে পণ রক্ষা করি হাঁ, সেই ভাল, আমার সহস্র পুত্র আছে, আগে তাদিগে বলি, দেখি তারা এর কোন উপায় করতে পারে কি না (উচ্চৈঃস্বরে উদ্দেশে) পুত্রগণ

(বাসুকী, তক্ষক প্রভৃতি নাগগণের প্রবেশ)

সকলে কি আদেশ জননী ?

কদ্রু মাতৃবৎসল পুত্রগণ. বল দেখি—মাতৃবাক্য পালন করা পুত্রের কর্ত্তব্য কিনা ?

সকলে এ কথা কে অস্বীকার করবে, মা ?

কদ্রু তবে স্বীকার করছ আমি তোমাদিগে যা বল্‌ব এখনি সকলে তা পালন করবে ?

বাসুকী জননি। পুত্রের প্রতি আপনার এমন কি আদেশ, যে তা পালনের জন্য আজ আমাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করতে চাচ্ছেন ?

কদ্রু তবে শোন বলি—মহর্ষি দুর্ব্বাসার শাপে স্বর্গ ত্যাগ করে কমলা যখন ক্ষীরোদ সমুদ্রে প্রবেশ করেন, তখন দেবাসুর মিলে সেই ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করেছিল; সেই মন্থনে সমুদ্র হ'তে উচ্চৈঃশ্রবা নামে এক অশ্ব ওঠে দেবরাজ ইন্দ্র সেই অশ্বের অধিকারী হয়েছে

বাসুকী তা ত শুনেছি।

কদ্রু যাও, প্রভাতের পূর্ব্বে সহস্র ভায়ে গিয়ে পশ্চাৎ হতে সেই অশ্বের পুচ্ছ আবরণ করে থাকগে, যেন দূর হতে দেখ্‌লে কৃষ্ণবর্ণ বলে বোধহয়।

বাসুকী কেন জননী, উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ কর্‌লে কি হবে?

কদ্রু তোমাদের মঙ্গল হবে

তক্ষক মা, তোমার এ কথার মর্ম্ম যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা। উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ কর্‌লে, আমাদের কি মঙ্গল হবে, প্রকাশ করে বলুন

কদ্রু তাহ'লে তোমাদের বিমাতাকে আমার দাসী কর্‌তে পার্‌ব।

তক্ষক। সেকি কথা মা.

কদ্রু শোন তক্ষক, শোন বাসুকি। সেই অশ্বের বর্ণ সম্বন্ধে আজ তোমাদের বিমাতার সঙ্গে আমার ভয়ানক বিবাদ হয়েছে। আমি বলেছি, পুচ্ছ কৃষ্ণ, বিনতা বলেছে অশ্বের সর্ব্বাঙ্গ শ্বেত। অবশেষে এই পণ করে এসেছি, যে কাল সকালে দেখে যার কথা মিথ্যা হবে তাকে দাসী হয়ে কাল কাটাতে হবে এক্ষণে যাতে সেই অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে আমার পণ রক্ষা হয়, শীঘ্র সকলে তার উপায় কর

বাসুকী করেছেন কি জননী, একেবারে সর্ব্বনাশ করেছেন। উচ্চৈঃশ্রবার সর্ব্বাঙ্গ শ্বেত, এ ত ত্রিভুবনে কারও অবিদিত নাই; আপনি তার পুচ্ছ কৃষ্ণ বলে বিমাতার সঙ্গে কেন এরূপ সর্ব্বনেশে পণ করে এলেন?

কদ্রু কেন বৎস! ভয় কি? তোমরা মনে কর্‌লে কি না হয়? হলই বা উচ্চৈঃশ্রবা শ্বেত; তোমরা সকলে মিলে এই বেলা গিয়ে অশ্বের পুচ্ছদেশ আবরণ করে থাকগে, তা'হলেই আমি তোমাদের বিমাতাকে পণে পরাস্ত কর্‌তে পার্‌ব।

তক্ষক মা সন্তান অন্যায় কার্য্য কর্‌লে জনক জননী নিষেধ করে,

থাকে ; আপনি জননী হয়ে আজ সন্তানকে কেন এরূপ অন্যায় কার্য্য করতে অনুমতি করছেন।

কদ্রু সে সব বিচার পরে হবে এখন যাও—শীঘ্র আমার আদেশ পালন করে এস নইলে আমাকে তোমাদের বিমাতার দাসী হতে হবে

বাসুকী। মা আপনি আমাদের যেরূপ পূজনীয়া, বিনতা দেবীও যে আমাদের সেইরূপ পূজনীয়া তিনি আমাদের বিমাতা বটেন, কিন্তু তা বলে ত তিনি কখন আমাদের সঙ্গে বিমাতার ন্যায় ব্যবহার করেন না, কিংবা সপত্নী পুত্র বোলে বিমাতার চক্ষেও দেখেন না। সর্ব্বদাই আমাদিগকে আপনার পুত্রের মত স্নেহ যত্ন করেন। আমরা জানি আমাদের দুই মা আপনি আমাদিগে যেমন ভালবাসেন, বিনতা মাও আমাদিগে সেরূপ ভালবাসেন আমরা কেমন করে এরূপ অন্যায় আচরণে সেই স্নেহময়ী মার সর্ব্বনাশের আয়োজন করব বলুন ?

কদ্রু অবোধ পুত্র! বলছ—বিনতা তোমাদের ভালবাসে, হাঁরে নির্ব্বোধ। সেকি প্রাণের ভালবাসা ? লোকে যেমন মীনের প্রাণ নাশের জন্য প্রাণনাশক বস্তুটিকে লোভজনক চারে আবৃত করে মীনের সম্মুখে ধরে, বিনতার ভালবাসাও জানবে সেইরূপ থাক্—আর কথায় কথায় কাল কাটাবার প্রয়োজন নাই যাও, রাত না পোহাতে পোহাতে সমুদ্রতীরে গিয়ে অশ্বের পুচ্ছঃকৃষ্ণবর্ণ করে মায়ের পণ রক্ষা কর।

গীত

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালী।

পালরে মায়ের আদেশ অতি যতনে।
করো না বিলম্ব আর যাইতে এইক্ষণে।
বিচঞ্চল চিত্ত মম পণের কারণে।
কর তুর্ণ পণ পূর্ণ তোষহ জীবনে
সহস্র সন্তান যার তার কি অসম্ভব
সুধাকরে কার ধরে সে ইহাও সম্ভব
ভুলাতে নারিবে কভু কথার ছলনে।
কর হয পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ স্নেহ আবরণে

কদ্রু কৈ, এখন যাচ্ছনা যে? সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কি জন্য? তবে কি আমার আদেশ পালন কর্‌তে তোমাদের ইচ্ছা নাই?

সকলে জননি (নীরব)

কদ্রু নীরব হলে যে?

বাসুকী জননি। আপনি আমাদের সহস্র ভ্রাতার প্রত্যেককে অমন সহস্র আদেশ করুন, আমরা এখনি তা পালন কর্‌ছি। কিন্তু—

কদ্রু কিন্তু কি? এ আদেশ পালন করতে অক্ষম, কেমন? বলি কথা কচ্ছনা যে?

তক্ষক জননি! আপনি বিমাতাকে বোলে এ দারুণ পণ ভঙ্গ করুন আমরা জানি, তিনি তেমন নন; তাঁকে বল্লে তিনি কখনই কথা ঠেল্‌বেন না, নিশ্চয়ই কথা রাখ্‌বেন

বাসুকী। কিম্বা তাতে যদি আপনার লজ্জা বোধ হয়, আমাদিগে অনুমতি করুন, আমরা সকলে বিনতা মা'র শরণাগত হয়ে, চরণে ধোরে পণ ভঙ্গের জন্য অনুরোধ করি

কদ্রু বটে! এত অহঙ্কার! আমার বাক্য অগ্রাহ্য ক'রে বিনতার চরণে ধরে শরণাগত হতে যাবি? হাঁরে, তবে আমি কেউ নই? আমার আজ্ঞা লঙ্ঘনে তবে মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনের ভয় নাই? বলি, আমার বাক্য তবে নিতান্তই অগ্রাহ্য?

(পশ্চাৎ হইতে কুমতির প্রবেশ।)

কুমতি। কুমতি আমার নাম কুবুদ্ধিদায়িনী
কুবুদ্ধি সঞ্চারি ফিরি দিবসযামিনী
এই তোমা নাগমাতা করিনু আশ্রয়।
হের এবে, হের মম প্রভাবে কি হয়

(কদ্রুর পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া অন্তর্দ্ধান

কদ্রু। (সক্রোধে) আরে আরে কুলাঙ্গার পুত্র! বার বার মাতৃআজ্ঞা অবহেলা! বুঝলেম, আমি পুত্র প্রসব করিনি, সহস্র মাংসপিণ্ড গর্ভে ধরে ছিলেম দূর—দূর কুসন্তান তোরা যখন জননীর আজ্ঞা অবজ্ঞা করলি, তখন তোদের হতে এ কুলের আর কোন ফল নাই যা—তোরা পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয়ের যজ্ঞাগ্নিতে পুড়ে মর্

সকলে হা নিষ্ঠুরা জননি! করলে কি—করলে কি, কি বললে.

তক্ষক মা পুত্রস্নেহে জলাঞ্জলি দিয়ে এমন সর্ব্বনাশ কেন করলে? নির্দয় হয়ে পুত্রের মস্তকে কেমন করে এমন বজ্রাঘাত করলে? রক্ষা কর, রক্ষা কর, দারুণ ক্রোধ সংবরণ কর, ভীষণ শাপ পরিহার কর।

বাসুকী মাগো করলে কি! সপত্নীর সর্ব্বনাশ করতে গিয়ে শেষে আপনার পুত্রের সর্ব্বনাশ করে বসলে? হাঁ মা, সপত্নী দ্বেষ কি এতই প্রবল যে অনায়াসে পুত্র মমতায় বিসর্জ্জন দিলে? সন্তান সহস্র দোষে দোষী হলেও মায়ে ক্ষমা করে, এক দোষে আজ তোমার সহস্র সন্তানকে নষ্ট করলে? জননি। করলে কি—করলে কি?

গীত

রাগিণী বেহাগ থাম্বাজ—তাল একতালা

কি করিলে মা গো সন্তানে হয়ে নির্দয়
(কি কঠিন হৃদয় তোমার)
(দয়া নাই হৃদয়ে তোমার) (সর্পমাতা বলে)
থাকলে দয়া তব প্রাণে, দহিতে কি শাপ শুনে,
ছি, ছি, ছি, ছি এ কি মায়ের কাজ গো ধিক ধিক পাপী,—
(এই কি পুত্রস্নেহ তোমার) মা হয়ে পুত্রে বিনাশিলে)
(মা হয়ে তোমার কেমন ব্যাভার) ॥
গুরুদণ্ড লঘু পাপ, মরি মাগো মনস্তাপে,
মৃত্যু হাতে দিলে সঁপে আপন নন্দনে
এ কলঙ্ক রবে ভবে, যাবৎ ইন্দু ভানু রবে,,
কবে পুত্রমাতা সবে ■ কেমন গো সর্পমাতা কি কঠিনা,—
(পুত্র মায়া হীনা নিদারুণ) (তুচ্ছ দোষে পুত্র নাশ)

কদ্রু শোন কুলাঙ্গারগণ! এখনও যদি তোরা আমার কথা না শুনিস্—এখনও যদি—

সকলে। ক্ষান্ত হও জননি! আমরা এখনি আপনার কথা পালন কর্‌ছি।

[প্রস্থান।

কদ্রু বিনতা, দেখি এইবার তোর গর্ব্ব চূর্ণ করতে পারি কিনা? তুই আমার ভগিনী, কিন্তু যেদিন থেকে তুই আমার স্বামী প্রেমের অংশ ভাগীনী হয়েছিস, সেইদিন থেকে আমি ভগিনী প্রেম ভুলে গেছি আর আমি তোকে ভগিনীর চক্ষে দেখি না। এখন তুই আমার সপত্নী, আমি তোর শত্রু। রমণী সব সইতে পারে; ক্ষুধা তৃষ্ণা সইতে পারে, জ্বালা যন্ত্রণা সইতে পারে, শোক দুঃখ সইতে পারে, মলিন বাসে হাস্‌তে হাস্‌তে স্বামীর সঙ্গে বনবাসের ক্লেশ সইতে পারে, কিন্তু স্বামীর অনাদর সইতে পারে না স্বামীর মৃত্যু বরং সইতে পারে, কিন্তু স্বামীর সোহাগ কাকেও দিতে পারে না। তুই আমার সেই স্বামী সোহাগ কেড়ে নিয়ে আমার বুকে ঈর্ষার আগুন জ্বেলেছিস তোর রূপ যৌবনের জন্য স্বামী তোকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসেন, তা আমার প্রাণে সহ্য হয় না তাই এতদিন তোর সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ফির্‌ছিলেম; এতদিনে তার সুযোগ পেয়েছি। এইবার তোর সকল গর্ব্ব চূর্ণ কর্‌ব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিনতার কক্ষ।

বিনতা।

বিনতা (স্বগত) হায় আজ আমি দাসী! দয়াহীনা ভগিনীর কুটিল চক্রে হতভাগিনী বিনতা আজ সপত্নীর দাসী বিধাতঃ! আমার ভাগ্যে কি শেষে এই লিখতে হয়? বিধাতাকেই বা বৃথা দোষ দিই কেন? সকলই আমার কর্ম্মফল. আমি আমার কর্ম্মফলই ভোগ কর্‌ছি। ভগিনী কদ্রুও আমি এক পিতার আদরে আদরিনী, এক স্বামী সোহাগে সোহাগিনী। একদা স্বামী আমাদের উভয় ভগিনীর সেবা শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হয়ে উভয়কেই বর চাইতে বল্‌লেন। তা শুনে ভগিনী সহস্র পুত্রের প্রার্থনা কর্‌লে, কিন্তু আমি ভগিনীর পুত্র হ'তে অধিক বলবান দুইটি পুত্র প্রার্থনা কর্‌লাম স্বামীও তথাস্তু বলে উভয়কে বর দিলেন যথা সময়ে ভগিনীর সহস্র নন্দন অণ্ড ভেদ করে জননীর আনন্দ বর্দ্ধন কর্‌তে লাগ্‌লে, কিন্তু আমার প্রসূত অণ্ডদ্বয় অমনই রহিল, তাই দেখে অবোধিনীর মত ঈর্ষায় আমি একটা অণ্ড ভেঙ্গে ফেল্লেম সেই অণ্ড হতেই মহাবীর অরুণের জন্ম হল। অকালে ভঙ্গ হেতু বিকলাঙ্গ হওয়ায় রোষে আরক্তলোচনে তৎক্ষণাৎ সেই অরুণ আমায় এই বোলে অভিসম্পাত কর্‌লে যে, "যে সপত্নীর পুত্র দর্শনে ঈর্ষায় অকালে অণ্ডভঙ্গ করে আমায় বিকলাঙ্গ কর্‌লে, সেই সপত্নীর দাসী হয়ে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ কর।" হায়! তাই আজ আমি দাসী, পুত্র শাপে তাই আজ আমি সপত্নীর দাসী। কি হবে! কতদিনে এ দাসীত্ব মোচন হবে! চিরদিনই কি এইরূপে আমায় দাসী হয়ে থাক্‌তে হবে? তবে আর আমার জীবনে সুখ কি? যাক্—তবে এখনি

এ জীবন এ দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করে যাক্। আর আমার এক মুহূর্ত্তও বাঁচিবার বাসনা নাই।

গীত

রাগিণী সিন্ধু মোল্লার—তাল তেওড়া।

নাহিক বাসনা রাখিতে এ পাপজীবন
যাক্ যাক্ এ প্রাণ আমার প্রাণে আর নাহি প্রয়োজন।
উহু মরি কি যাতনা,
সহা যায় কি এ যাতনা
কারে জানাই এ বেদনা প্রাণের ভিতর আগুন জ্বলে,—
(সদা জ্বলে মরি জ্বলে মরি) (দিবস শর্ব্বরী),
(পরবশে নিজ কর্ম্ম দোষে)
কোথ হে অনাথবন্ধু দীনবন্ধু জগৎপালক,
(কৃপাবিন্দু কর বিতরণ) (যাতে যায়, এ পাপের বন্ধন)
তব পদে এ দাসীর এই নিবেদন

(গরুড়ের প্রবেশ)

গরুড়। মা, মা, ওমা! ভ্রাতৃগণের একি অন্যায় ব্যবহার? আমি এই সকলকে দেব সরোবর থেকে কাঁধে করে নিয়ে আসছি, আবার এখনি বলে কিনা, রম্যক্দ্বীপ বড় সুন্দর, আমাদিগকে সেইখানে নিয়ে চল। হ্যাঁ মা, তুমি না বলেছিলে, সর্পগণ আমার ভাই; তবে ভাই হয়ে, ভাইয়ের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করে কেন? প্রভু যেমন সেবককে আদেশ করে, ভাইয়েরাও যখন তখন আমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করে, এর কারণ কি মা? কৈ মা, কোনও উত্তর দিচ্ছ না যে? আমার সঙ্গে কি কথা কৈবে না? হ্যাঁ মা, আমি কি কিছু করেছি, তাই আজ আমার সঙ্গে কথা কচ্ছ না? মা, মা একি তোমার চোখে জল কেন মা? একি, তুমি কাঁদছ যে? হ্যাঁ মা, কি হয়েছে বল না আমাকে বল্লে যদি কোন উপকার হয়

বিনতা। বাছা! কি বলবো, কি শুনবি? পূর্ব্বজন্মে আমি কত পাপ করেছিলেম, তাই এ জন্মে তার ফলভোগ কর্‌ছি বিধাতার চক্রে, পড়ে

হেরে আমি তোর বিমাতার দাসী হয়েছি ; তুই হতভাগিনী দাসীর গর্ভে জন্মে, দাসীপুত্র হয়েছিস্ সর্পগণ সম্পর্কে তোর ভাই হলেও তারা তোর প্রভু। তাদের কথায় রাগ বা দুঃখ কর্‌লে চল্‌বে কেন বাপ ? তারা যা বল্‌বে, তাই শুন্‌তে হবে, তাই কর্‌তে হবে তুই যদি হতভাগিনী দাসীর গর্ভে না জন্মে আর কারো গর্ভে জন্মাতিস তা হলে আর তোকে এ মনস্তাপ সহ্য কর্‌তে হ'তো না। কেন বাবা, এ পোড়া কপালীর গর্ভে এসে জন্মেছিলি ?

গরুড়। হ্যাঁ মা, এর কি কোন প্রতিকার হয় না ? বিমাতাকে বল্‌লে কি বিমাতা দয়া করে তোমার দাসিত্ব মোচন কর্‌বেন না ? আমি বিমাতার পায়ে ধর্‌ব, বিনয় করে কেঁদে কেঁদে বল্‌ব, তা হলেও কি তাঁর মনে দয়া হবে না ?

বিনতা চুপ কর্ অবোধ ছেলে, চুপ কর্ ; ও কথা মুখে আনিস্ না। তোর মার মাথা খেতে তোর বিমাতার কাছে ও কথা কিছু বলিস্ না। তার হৃদয়ে দয়া-মায়া নাই, বাপ মিছে কেন বল্‌তে গিয়ে অপমান হবি ? একে অভাগিনীর গর্ভে জন্মে যাতনা পাচ্ছিস, আবার কেন যাতনার উপর যাতনা পাবি ?

গরুড় মা, সে যা হয় হবে ; আমি অপমান হই হব, যাতনা পাই পাব, তবু আমি বল্‌তে ছাড়ব না তিনিও ত আমার মা বটেন ; তাঁর কথায় আবার আমার অপমান কি দুঃখ কি ? আমি একবার বলে দেখবো। তুমি স্থির হও মা, আর কেঁদ না আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, যে প্রকারে হোক, তোমার দাসীগিরি ঘুঁচাবই ঘুঁচাব

(কদ্রুর প্রবেশ।)

কদ্রু। ওরে ও গরুড়। তোর আবার আজ কাল এত অহঙ্কার হয়েছে কেন ? তোর মা আমার দাসী তুই দাসিপুত্র—দাস দাসিপুত্রের আবার তেজ কি, অহঙ্কার কি ? আমার পুত্রেরা তোর প্রভু, তাকি তুই জানিস্‌নে ? তারা যখন তোকে যে আদেশ করবে, তখনই তোকে তা পালন করতে হবে। সেইজন্যই তুই জন্মেছিস। তা যদি না হবে, তা হলে তুই দাসিগর্ভে এসে জন্মাবি কেন ? আর হ্যাঁগো, হতচ্ছাড়ী হাড়হাবাতী দাসী বিনতা,

তোরই বা আক্কেল কি ? তুই বুঝি, তোর ছেলেকে শিখিয়ে দিতে পারিস্ না যে, আমার সোনার চাঁদেরা ওর কে ? তা না করে মায়ে পোয়ে যে বড় মজা করে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়ে রয়েছিস্ ? তুই বুঝি ওকে পরামর্শ দিয়ে আমার ছেলেদের কথা শুন্‌তে নিষেধ করেছিস ? আচ্ছা দাঁড়া, এখনই মজা দেখাচ্ছি ওমা, একি আবার, চোখে যে জল আর ধরে না ড্যাব্‌রাচোখীর চোখে দিবানিশি জল লেগেই আছে মনে করেছে, বুঝি এই রকম কর্‌লেই পার পেয়ে যাবে তা হচ্ছেনা লো—তা হচ্ছেনা আমার কাছে ও সব ন্যাকামী খাট্‌ছে না তুই আমার দাসী, তোকে যা বল্‌ব তাই শুন্‌তে হবে তোর আবার মান-অভিমান কি লা, গুমর গ্যাদা কি লা ? (বিনতার গণ্ডে ঠোনা মারণ)

গরুড় মা, মা ! আমি তোমার পায়ে ধরি, মিনতি করি, শান্ত হও যা বল্‌তে হয় আমাকে বল , আমার দুঃখিনী মাকে কিছু বলো না উনি আমাকে কিছু কর্‌তে ত নিষেধ করেন নি ; বরং যাতে আমি ভাইয়েদের কথা শুনি, উনি এইমাত্র আমায় সেই উপদেশই দিচ্ছিলেন ওঁর কোন দোষ নাই মা ; আমার বিলম্ব হয়েছে, এজন্য আমিই তোমার চরণে দোষী। দাস সম্মুখেই আছে, যা বলতে হয় এ দাসকেই বলুন , পুত্রের সম্মুখে মায়ের ওরূপ দুর্গতি করে পুত্রের প্রাণে ব্যথা আর দিও না

গীত।

রাগিণী সাহানা—তাল জলদ তেতালা

দিও না দিও না ব্যথা, মার মনে গো জননী।
বলি গো বিনয় করে ধরি ম চরণ দুখানি॥
ম আমার বড় দুখিনী তব দাসী কাঙ্গালিনী।
দেখে মার মুখখানি, কাঁদে না কি তব প্রাণ
দোষী আমি ও চরণে, যাতনা দাও আমার প্রাণে।
(আমার মাকে কিছু বলে ন ম)
(মার চোখের জল য য় না দেখ)
(দেখ দেখ মায়ের জলময় আঁখি)
বিষমাখা বাক্যবাণে নাশ গো এ প্রাণ এখনি॥

কদ্রু আচ্ছা গরুড়, তুই যখন নিজের দোষ স্বীকার কর্ছিস, তখন তোকে আর কিছু বলবো না। এখন যা, আমার পুত্রগণ যেখানে নিয়ে যেতে বলে শীঘ্র সেখানে নিয়ে যা সেখান থেকে যদি আর কোথাও যেতে চায়, সেখানেও নিয়ে যাবি সাবধান যেন আদেশ পালনে বিলম্ব হয় না।

গরুড় মা—মা—(নীরব)

কদ্রু কি হলো? যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না বুঝি, বলি আমার কথা গ্রাহ্য হলো না বুঝি?

গরুড় না মা, তা নয় মা, মা। আমি তোমার পুত্র; তাও যদি না মনে কর, আমি তোমার দাসিপুত্র দাস ভিক্ষায় অধিকার দাসেরও ত আছে আমি কখন তোমার কাছে কোন ভিক্ষা চাই নাই, আজ আমি তোমার কাছে একটী ভিক্ষা চাই মা, দয়াময়ী মাগো তোমার পায়ে ধরি, দয়া করে তোমার দাস গরুড়কে আজ একটী ভিক্ষা দাও

কদ্রু নাও, কি কথায় কি উত্তর দেখ আমি বল্‌তে এলেম, আমার ছেলেরা যেখানে যেতে চায় নিয়ে যেতে, নাও এলো আমার কাছে ভিক্ষা চাইতে হ্যাঁ দেখ গরুড়, বলি আমি ত আর সকাল বেলা তোর জন্য ভিক্ষার ছালা আঁচলে বেঁধে আনি নাই, যে ভিক্ষা দেব এখন যা বল্লেম, তাই কর্

গরুড় মা, মা, পুত্রের কথা রাখুন, দাসের কথা রাখুন, একটী বার দাঁড়ান, একটী বার দয়া করে দাসিপুত্রের কথা শুনুন—

কদ্রু আঃ। এ ত ভাল আব্‌দার দেখ্‌ছি

গরুড়। মা, মায়ের কাছে নইলে ছেলে কার কাছে আবদার কর্‌বে?

কদ্রু। নে, কি ভিক্ষা বল্ শুনি; যদি দেবার মত হয় ত দিব।

গরুড় মা, মা, কি কর্‌লে আমার মার দাসিত্ব মোচন হয়? বল মা, দাসিপুত্রকে বলে দাও আমি পুত্র হয়ে মায়ের এ দুর্দ্দশা যে আর চোখে দেখ্‌তে পারি না বল মা, তোমার পায়ে ধরি বলে দাও, তোমার কোন্ কার্য্য কর্‌লে, তুমি সন্তুষ্ট হয়ে আমার মাকে দাসিত্ব হতে মুক্তি দেবে। এর জন্য তুমি আমাকে যা কর্‌তে বল্‌বে, আমি তাই করবো স্বীকার করছি।

কদ্রু গরুড়, কি বল্লি? হ্যাঁরে, তুই তোর মায়ের দাসীগিরী ঘোঁচাতে চাস্? আর কি বল্লি? এর জন্য আমি তোকে যা বল্‌ব, তাই কর্‌বি?

রোস্, বড শক্ত ভিক্ষা, আচ্ছা দাঁড়া, আমি একটু ভাবি। (স্বগত) গরুড় কথাটা তুলেছে বড় মন্দ নয় রাগের বশে হঠাৎ পুত্রগণকে শাপ দিয়ে ফেলে সর্ব্বদাই ভাব্‌ছি, কি করে তাদের জীবন রক্ষা করি শুনেছি, চন্দ্র-লোকে সুধা আছে, সেই সুধা খেলে জীব অমর হয় আমি যদি কোনরূপে গরুড়ের দ্বারা সেই সুধা আনিয়ে পুত্রগণকে খাওয়াতে পারি, তা হলে আতঙ্ক দূর হয় বেশ সুযোগ হয়েছে, গরুড়কে বলে দেখি গরুড় যখন বলেছে, ওর মা'র দাসিত্ব মোচনের জন্য আমি ওকে য বল্‌ব, ও তাই কর্‌বে, তখন ওকে সেই সুধা এনে দিতেই বলি। ওর অসাধ্য কিছুই নাই। ও যদি চন্দ্রলোক থেকে সুধা এনে দিতে পারে, না হয় কর্‌লুমই বা বিনতার দাসিত্ব মোচন। দেখি, গরুড় কি বলে (প্রকাশ্যে) দেখ্ গরুড়। আমি তোকে যা বল্‌ব, তুই যদি তা কর্‌তে পারিস্ তা হলে তোর মার দাসিত্ব মোচন হয়।

গরু কি বল মা তুমি আমাকে যা বলবে, দুষ্কর হলেও আমি তা কর্‌বো, স্বীকার কর্‌ছি।

কদ্রু দেখ্ গরুড়, তেমন শক্ত কাজ আমি তোকে বল্‌ছি না আর তা বলেই বা তুই ছেলে মানুষ পার্‌বি কেন? কাজ খুব সহজ; এই একবার চন্দ্রলোকে যাওয়া, আর আসা।

গরুড় কেন মা, চন্দ্রলোকে কেন?

কদ্রু চন্দ্রলোকে সুধা আছে; তুই যদি আমার পুত্রগণের জন্য কোন রূপে চন্দ্রলোক থেকে সেই সুধা এনে দিতে পারিস্ তাহলে আমিও স্বীকার কর্‌ছি, তোর মার দাসিত্ব মোচন কর্‌ব

গরুড় এই কথা? এ আর শক্ত কি মা? আমি এখনই যাচ্ছি আগে ভায়েদের রম্যক্‌দ্বীপে রেখে পরে চক্ষের নিমিষে চন্দ্রলোক থেকে সুধা এনে দেব কিন্তু দেখো মা, তাহলে আমার মা'র যেন দাসিত্ব মোচন হয়

কদ্রু তা হবে আর তোকে রম্যক্‌দ্বীপে যেতে হবে না, তুই আগে সুধাটাই এনে দে তুই সুধা আন্‌তে পার্‌লে, আর তোকে ছেলেদের আজ্ঞা পালন করতে হবে না

গরুড়। যে আজ্ঞা জননী। তবে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন নির্ব্বিঘ্নে আমি ভায়েদের জন্য সুধা আন্‌তে পারি

কদ্রু গরুড় আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তুই শীঘ্র সিদ্ধমনোরথ হয়ে ফিরে আয়

[কদ্রুর প্রস্থান

গরুড় মা, দুঃখিনী মা আমার! আর তোমার দুঃখ কি মা? আর তুমি কাঁদ্‌ছ কেন মা? আর তোমায় কাঁদ্‌তে হবে না। আমি নিশ্চয়ই তোমার দুঃখ দূর কর্‌ব। এখন আমায় একবার আশীর্ব্বাদ কর মা. আমি যেন নির্ব্বিঘ্নে চন্দ্রলোক থেকে সুধা এনে বিমাতাকে সন্তুষ্ট কর্‌তে পারি।

বিনতা বাপ্ গরুড়! তুই ওঁর ওরূপ কথা কি সাহসে স্বীকার কর্‌লি বল্ দেখি? হ্যাঁরে অবোধ সন্তান। চন্দ্রলোক কি এখানে? সেখানে কি কেউ যেতে পাবে? তুই কি করে সেখানে যাবি? তাও যদি যাস্, তা হলেই কি সুধা পাবি? শুনেছি, দেবগণ সশস্ত্রে সর্ব্বদা সুধার চতুর্দ্দিকে ঘিরে থাকেন; তাঁরা কি সহজে তোকে সুধা আন্‌তে দেবেন? তাঁদের সঙ্গে কত যুদ্ধ কর্‌তে হবে। তুই কি একা দেবগণের সহিত পেরে উঠ্‌বি? তাও যদি পারিস্—তা হলেই বা সুধা পাবার সম্ভাবনা কৈ বাপ্? শুনেছি, সুধাকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে অগ্নিকুণ্ড আছে, তার পাশে এক ক্ষুরধার চক্র দিবানিশি ঘুর্‌ছে, মক্ষিকাও তার মধ্যে প্রবেশ কর্‌তে পাবে না তুই কেমন করে সে চক্র পার হয়ে সুধা গ্রহণ কর্‌বি? অভাগিনীর সন্তান। আমার দাসিত্ব মোচন কর্‌তে হবে না বাপ্? অদৃষ্টে ছিল, দাসী হয়েছি তাতে আর দুঃখ কি? আমি যে তোর্ চাঁদমুখ দেখে সকল দুঃখ ভুলে আছি। সুধা আন্‌তে গিয়ে বিপাকে পড়ে আর কেন এ দুঃখিনীর দুঃখের উপর দুঃখ বাড়াবি? বারণ করি, তোর্ সুধা আন্‌তে গিয়ে কাজ নাই বাপ্।

গীত।

রাগিনী মুলতান—তাল খয়রা

দিব না যাইতে রে বাপ তোমা ধনে প্রাণ থাকিতে
একে আমার কপাল মন্দ, তাইতে [redacted] হয় মনেতে
তুইরে আমার নয়ন তারা,
চোখে চোখে হইরে হারা,
কেন নয়নেতে ধারা বহাবি দুঃখিনী জননীর—

(সেত সহজ নয় সহজ নয়) (সুধা অ ন)
(দেবদল বিজয়ী হয়ে) (দেবের আদরের সুধা)
(হরি চক্রে রক্ষ করেন যার) (সে সুধা পায় কি নাগ নরে ?)
তাইতে মান করি যাইতে

গরুড় ম, কেন তুমি ভয় পাচ্ছ ? চন্দ্রলোক থেকে সুধা এনে দেব, এ ত তুচ্ছ কথা বিমাতা যদি এর চেয়েও আমাকে কিছু কঠিন কাজ কর্‌তে বল্‌তেন, আমি তাও তোমার জন্যে কর্‌তে স্বীকার কর্‌তেম বল্‌ছ চন্দ্রলোক অনেক দূর, আমি সেখানে কি করে যাব ? হ্যাঁ মা, কেন, আমার বিক্রম কি তুমি জান না ? বল্‌ছ সেখানে গেলে দেবগণের সহিত যুদ্ধ কর্‌তে হবে ; তা হলোই বা, তাতে ভয় কি ? তোমার চরণধুলা যে আমার রক্ষা-কবজ। তোমার চরণে ভক্তি থাক্‌লে দেবগণ কি মা। ত্রিভুবনের লোক এক হলেও আমার একটি পক্ষ উৎপাটন কর্‌তে সক্ষম হবে না। আর বল্‌ছ চন্দ্রলোকে চক্র আছে, আমি কিরূপে সে চক্র পার হব ? হ্যাঁ মা চক্রধারী চক্রীর চরণে যার চিত্ত নিবিষ্ট, সামান্য চক্র পার হওয়া কি তার পক্ষে অসম্ভব ? সে যে অনায়াসে এ ভবচক্র পার হতে পারে মা সামান্য চক্র তা আবার ভয় কি ? তুমি নির্ভয়ে আমায় অনুমতি দাও, ভয়হারী ভগবানই এ ভক্তের সকল ভয় দূর কর্‌বেন

বিনতা বাপ, তোর কথা শুনে আর তোকে আমার নিবারণ কর্‌তে ইচ্ছা হয় না। তবে দেখিস্ বাপ, অভাগিনী মাকে অকূলে ফেলে শেষে যেন আকুল করে কাঁদাস্‌নে আশীর্ব্বাদ করি, বিপদহারী মধুসূদন নামের মাহাত্ম্য রক্ষা করেন।

গরুড় মা, তবে তোমার আশীর্ব্বাদ শিরে ধরে সুধা আন্‌তে চল্লেম

বিনতা দেখিস্ বাপ, সাবধানে যাস্ অকারণে কারও সঙ্গে বিবাদ করিস্‌নে ক্ষুধা পেলে আর যা করিস, যেন ব্রাহ্মণের অপমান করিস্ না ব্রাহ্মণ ত্রিজগতের গুরু ; বরং অনলে গরলে নিস্তার আছে, তথাপি ব্রহ্মকোপানলে কারও নিস্তার নাই দেখিস্ বাপ্ ! যেন কিছুতে সেই ত্রিজগৎপূজ্য ব্রহ্মকোপে পড়িস্‌নে। আর দেবগণ সম্পর্কে তোর ভাই হয়, দেবরাজ ইন্দ্র তোর দাদা, দেখিস্ যেন অকারণে তাদের সহিত দ্বন্দ্ব

করিস্ না আর বিপদে আপদে বিপদের কাণ্ডারী সেই দীনবন্ধু হরিকে যেন কিছুতেই বিস্মৃত হস্‌নে।

শিবানী রাখুন শির, ভাল যত দেব;
শ্রীকণ্ঠ রাখুন কণ্ঠ, বক্ষঃ চক্ষু গ্রীব;
সযতনে পঞ্চানন রাখুন আনন;
ভুজ, উরু, কটী রাখুন মরালবাহন;
অনন্ত রাখুন অধঃ; উর্দ্ধ সুদর্শন;
বসুমতী, রক্ষা করুন, কোমল চরণ;
ডাকিনী-যোগিনী ভয়ে রাখুন মাধব;
চতুর্দ্দিকে রক্ষা করি নাশুন অশিব।

গরুড়। যে আজ্ঞে জননী! তোমার আজ্ঞা শিরে ধরে তবে চল্লেম। তুমি আর ভেব না, আর কেঁদ না, আমি এখনই সেই সুধামাখা হরিনামের বলে সুধা নিয়ে ফিরে আস্‌ব তোমার আশীর্ব্বাদ আমার দেহ রক্ষী, তোমার পদধূলি আমার অক্ষয় কবচ, আর সুধামাখা হরিনাম আমার অমোঘ অস্ত্র; কার সাধ্য আর আমার অনিষ্টসাধন করে? হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল

[প্রস্থান

বিনতা। হে বিপদের কাণ্ডারী বিপদহারী মধুসূদন! তোমার অভয় চরণ বিনা এ দুঃখিনী বিনতার যে অন্য ভরসা আর কিছুই নাই আজ তোমার ভরসাতেই নয়নতারা গরুড়কে সুধা আন্‌তে স্বর্গে পাঠালেম দেখো দয়াময়! বিপদ্‌কালে তোমার ভক্ত গরুড়কে দয়া করে, তোমার অভয় চরণ-তরণীর আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করো আমার আর কি আছে ঠাকুর! কেবল নয়নজলই যে এ কাঙ্গালিনীর সম্বল; আজ উদ্দেশে তোমার চরণ-কমলে সেই নয়নজল ঢেলেই মিনতি কর্‌ছি, দেখো—যেন এ কাঙ্গালিনীর সর্ব্বস্বধনকে কাঙ্গালিনীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে, অকূলে ফেলে কাঙ্গালিনীকে আকুল কোরে কাঁদিও না

গীত

রাগিণী খাম্বাজ মিশ্র　তাল একতালা।

হরি দেখো, দেখে হে বিপদে দুঃখিনীর ধনে
তব অভয় চরণে, হৃদয় রতনে করিনু অর্পণ হরষিত মনে
তুমি হে বিপদের বন্ধু দীনবন্ধু হরি,
তাইতে চাই কৃপাকণা করযোড় করি,
(কৃপণ হও না হও না) (কৃপাকণা বিতরণে)
(কাঙ্গালিনীর সন্তানে) (বিপদ কালে বিপদসখা)
আমি তব চরণ ভরসা করি, (হে কাণ্ডারী)
(বিপদ সাগর জলে) (দিও সেই সময়ে পদতরী)
(যখন অমরে হইবে অরি)
দেখো দেবরণে হৃদয় নন্দনে
ভয় করি হে মুরারী সেই দেবরাজে,
বজ্র ধরি আসবে যখন সমর সাজে,
(শত্রু নাশিতে রণেতে) (সুধা হরণকারী অরি বলে)
(কঠিন বজ্র বর্ষণেতে)
(দিও সেই কালেতে চরণকমল)
(বজ্র ক্ষেপণ কালে হৃদয় মূলে)
(জ্বালা জুড়াবে জুড়াবে) (বজ্র অনলের জ্বালা)
(শীতলা ভাগিরথী যে পদতলে)
ব্যথা যেন যেন না লাগে প্রাণে

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্বর্গ।

ইন্দ্র ও বৃহস্পতির প্রবেশ

ইন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতি! আজ স্বর্গে সহসা এত অমঙ্গল উপস্থিত হলো কেন বলুন দেখি? অমর নগরী যেন থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে; চারিধার যেন টল্‌মল্ কর্‌ছে। এ কি! উনপঞ্চাশ পবন গর্জ্জন সদৃশ ভৈরব আরাবে যে কর্ণকুহর বধির হয়ে উঠ্‌ল! একি একি দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে ঘোর অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে গেল! এ আবার কি, উল্কাবৃষ্টি! ওকি অবর্ত্ত সম্বর্ত্ত মেঘ হতে অবিরল রুধির বৃষ্টি হতে লাগ্‌লে! কি হলো! অকালে কি মহাপ্রলয় উপস্থিত হলো, না কোন দুর্ব্বৃত্ত দৈত্য বলদর্পে দর্পিত হয়ে স্বর্গ জয় কর্‌তে আগমন কর্‌ছে? তা হয় ত বলুন, আমি এখনই এই অশনি প্রহারে তাকে বৃত্রপাশে প্রেরণ করি

বৃহ। দেবরাজ, দেখ্‌ছ কি? সর্ব্বনাশ উপস্থিত, বিনতানন্দন গরুড় মার দাসিত্ব মোচন কর্‌বার জন্য চন্দ্রলোক হতে সুধা নিতে আস্‌ছে। কার সাধ্য ওকে নিবারণ করে, মঙ্গল বাঞ্ছা কর ত শীঘ্র এ স্থান হতে প্রস্থান কর। নতুবা কিছুতেই তোমার নিস্তার নাই।

ইন্দ্র। কি! সুধা নিয়ে যাবে? কার সাধ্য চন্দ্রলোক হতে সুধা নিয়ে যায়? বজ্র কি নিস্তেজ হয়েছে, কালদণ্ড কি চূর্ণ হয়েছে, পাশাস্ত্র কি অকর্ম্মণ্য, শক্তি কি শক্তিহীন, সুদর্শন কি নিদ্রিত? যে-সে যদি সুধার অধিকারী হয়, তবে নর আর অমরে প্রভেদ কি? যজ্ঞ হবি যদি সারমেয় গ্রহণ করে তা হলে যজ্ঞেশ্বরের প্রয়োজন কেন? আমি এখনি এই কুলিশাঘাতে দুর্ব্বৃত্ত বৈনতেয়ের সুধার আশা পূর্ণ কর্‌ছি।

বৃহ। ক্ষান্ত হও সুরেশ্বর! গরুড় যে সে নয়, সামান্য জ্ঞানে তার সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে আপন অমঙ্গলকে আহ্বান করো না। মনে পড়ে না কি দেবরাজ, তোমার গর্ব্ব চূর্ণ কর্‌বার জন্যই যে গরুড়ের জন্ম? দেবপিতা কশ্যপ যজ্ঞ করেছিলেন, তুমি যজ্ঞের কাষ্ঠ আহরণে গিয়েছিলে। পথে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বালখিল্য মুনিগণকে গোষ্পদ পারে চিন্তিত দেখে অহঙ্কারে উপহাস করেছিলে। সেই ক্রোধে বালখিল্যগণ তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় ইন্দ্র সৃষ্টি কর্‌বার জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করেছিল। শেষে কশ্যপের কথায় ক্রোধ শান্ত করে, তারা এই পক্ষীন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। তোমার দর্প চূর্ণ কর্‌বার জন্যই পক্ষীন্দ্র গরুড়ের জন্ম, তা কি এখনও বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? দেবরাজ! আমি তোমার মঙ্গলের জন্য বার বার নিষেধ কর্‌ছি, তুমি বিনতানন্দন গরুড়ের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ো না।

গীত

রাগিণী জংলা—তাল একতালা

(দেবরাজ) করো না কখন রণ
আমি তব হিতকারী, নহি তব অরি, বার বার করি নিবারণ।
জান না, জান না—বোঝ না, বোঝ না—
এ কাল সমরে পাইবে লাঞ্ছনা,
কর না স্মরণ পূর্ব্ব আচরণ,
যবে বালখিল্যগণ পাইল বেদন—
দিলে মনস্তাপ তপস্বী প্রাণে,
সেই তাপ প্রবল হবে দিনে দিনে,
গরুড় রূপেতে, তোমারে দহিতে এসেছে অমর ভুবন
ছল মাত্র সুধা অপহরণ,
ইন্দ্রে শাস্তি দান মূল সে কারণ,
করো না রণ, ছাড় দৃঢ়পণ গুরুবাণী করো না হেলন।

ইন্দ্র। গুরুদেব! আমি আপনার কথায় নিবৃত্ত হতে পার্‌ছি না। এতে আমায় গুরুবাক্য লঙ্ঘনের পাপে পতিত হতে হয়, হ'ক্‌। আমার দর্প চূর্ণ কর্‌বার জন্যই যদি গরুড়ের জন্ম হয়ে থাকে, সম্মুখ যুদ্ধেই তা সম্পন্ন হ'ক্‌

আগে হতে পলায়ন করে, সে দর্প বিসর্জ্জন দিই কেন? আর পলায়ন করলেই বা দর্প অক্ষুণ্ণ থাকে কই? বলি তাতেও কি দর্প যাচ্ছে না? তবে সে যাওয়ার আর এ যাওয়ায় অনেক প্রভেদ আর এক কথা, গরুড় আমার দর্প চূর্ণ করবার জন্য জন্মেছে আমি যদি গরুড় আসছে শুনে, ভয়ে কাপুরুষের মত পালিয়ে সে দর্প রক্ষা করি, তা হলে সে তেজস্বী বালখিল্লগণের বাক্যই বা রক্ষা হয় কি করে? গুরুদেব। আপনি আর আমায় নিষেধ করবেন না আমার দর্প চূর্ণ করাই যদি অথও বিধিলিপি হয়, তা হলে কার সাধ্য কে তা খণ্ডন করবে?

বৃহ। দেবেন্দ্র। তবে তুমি তোমার কর্ম্মফল ভোগ কর; আমি এখান থেকে চল্লেম।

[প্রস্থান।

বেগে জনৈক দেবদূতের প্রবেশ।

দেবদূত। দেবরাজ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত! কোথা হ'তে এক ভৈরবাকার বিহঙ্গমূর্ত্তি সহসা স্বর্গদ্বারে উপনীত; তার ভয়ে অমরপুরী কম্পিত, তেজে অমরগণ শঙ্কিত রবে অমর-শিশু স্তম্ভিত! তার নিশ্বাস—উনপঞ্চাশ পবন গর্জ্জন, হুহুঙ্কার কোটী বজ্র বিদারণ, মূর্ত্তি কালান্তক কাল অপেক্ষাও ভীষণ স্বর্গ তোরণ নখাঘাতে চূর্ণ, বীর হৃদয় মহারাবে দীর্ণ, দেবদল সংগ্রামে ছিন্নভিন্ন। আর রক্ষা নাই,—আর রক্ষা নাই অনেক বীরকে স্বর্গ জয় করতে আসতে দেখেছি, কিন্তু এরূপ অসহ্য তেজ কারও কখন দেখিনি বোধ হয়, পাখসাটে স্বর্গপাট উড়িয়ে অকালে মহাপ্রলয় উপস্থিত করবার জন্যই পক্ষীরূপে স্বর্গে উপস্থিত হয়েছে, কি হবে—কি হবে! ঐ দেখুন—ঐ দেখুন, দেবদল দলে দলে পরাস্ত হয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করছে ঐ দেখুন—পশ্চাতে ঐ সেই তেজপুঞ্জ কলেবর মহাকায় বিহঙ্গ দেবগণকে তাড়িত করে নিয়ে আসছে ঐ এল—ঐ এল দেবরাজ. পলায়ন করুন,—পলায়ন করুন, শীঘ্র এ স্থান হতে পলায়ন করুন

[বেগে প্রস্থান।

বেগে পবনের প্রবেশ।

পবন। রক্ষা কর, রক্ষা কর দেব সুরীশ্বর,
দেবের দেবত্ব বুঝি যায় রসাতলে।
মহাশক্তি-ধর অরি শক্তিধর হতে,
আচম্বিতে উপনীত ত্রিদিব তোরণে;
দেবদর্প খর্ব্বকারী পক্ষী অবতার,
অসম্ভব বীর্য্য তার দেবে না সম্ভবে।
দুর্জ্জয় আহবে, অসংখ্য দানব সহ,
যুঝিয়াছি কতবার প্রচণ্ড বিক্রমে;
শুম্ভ, দম্ভ চণ্ড, মুণ্ড, শঙ্খ সুদুর্জ্জয়,
ত্রিপুর, তারক, বৃত্র, নিবাত কবচ
হিরণ্যাক্ষ, দেবত্রাস—হিরণ্যকশিপু,
এসবার সহ রণ করেছি বিস্তর,
(কিন্তু) এ হেন অসহ্য তেজ হেরি না কাহার।
সপ্তস্বর্গ টলমল পদভরে তার,
হুহুঙ্কার কোটী বজ্র গর্জ্জন জিনিয়া—
জ্ঞান হয়, সপ্তস্বর্গ উপড়িয়া বলে,
রসাতলে দিতে বীর করিয়াছে স্থির
যা হয়, তা কর ত্বরা দেবের ঈশ্বর,
নহে স্বর্গ মজে বুঝি আজি চিরতরে

বেগে হুতাশনের প্রবেশ

হুতা। কি দেখ দাঁড়ায়ে বৃথা আর দেবরাজ!
মজিল অমর নাম, মজিল অমর ধাম,
অমরের অমরত্ব গেল বুঝি আজ
টলমল চারিধার হয় স্বর্গ ছারখার,
দেবের গৌরব বুঝি, নাহি রহে আর।
মহাশক্তি-ধর অরি, সমাগত দেবপুরী

জ্ঞান হয়, তেজ হেরি রুদ্র অবতার।
কে রাখিবে স্বর্গ আর নাহি শক্তি দেহে আর,
পরাভূত দেবদল রণে সপ্তবার
করহ উপায় ত্বরা, রাখ ত্বরা এ অমরা,
নহে হে অমরনাথ ত্যজিয়া অমরা,
ভিখারীর বেশ ধরে, চল যাই স্থানান্তরে,
অমরায় অমরের নাহিক নিস্তার

বেগে যমের প্রবেশ।

অমরায় অমরের নাহিক নিস্তার।
কেন সবে দাঁড়াইয়া হেথা বৃথা আর ?
এল এল মূর্তিমান বীরত্ব-আধার,
কে হইবে আগুয়ান ? আছে শক্তি কার ?
পালাও, পালাও সবে, পালাও সত্বর ;
পালাও হে বৈশ্বানর, পালাও পবন,
পালাও, পালাও ত্বরা দেব আখণ্ডল।
এল এল দেবদর্পখর্ব্বকারী বীর,
এল এল মূর্তিমান শক্তির আধার

ইন্দ্র মাভৈঃ মাভৈঃ সবে, না পালাও কেহ,
সমরে অমর কবে ক্লান্ত প্রাণ ভয়ে ?
দেবদর্প কোথা আজি হ'ল অন্তর্হিত ?
দেববীর্য্য কিহেতু নিস্তেজ আজি এত ?
দুর্ম্মদ দানবে দমি দুর্জ্জয় আহবে,
সামান্য পতঙ্গে হেরি কি হেতু আতঙ্ক ?
কি হেতু লেপিতে সাধ এ কলঙ্ক ভালে,
বিরত কি রণমদে, দানব বিজয়ী—
অদিতি নন্দন আজি তির্য্যক্ সমরে ?
দেব অস্ত্রে নাহি কি সে পূর্ব্বের তীক্ষ্ণতা—

বরুণের পাশাস্ত্র কি শুধু শোভা তার,
কৃতান্তের কালদণ্ড কোথায় এখন ?
বিদ্যুদ্দাম শোভিত এ ভীম বজ্রদণ্ডে,
ইরম্মদ উদ্দীপনে নাহি কি শকতি ?
বাসবের ভীমবাহু এত কি অবশ,
স্বেচ্ছায় দেবত্ব দিব বিসর্জ্জন আজি ?
সাজ সাজ, চল সবে, ধর প্রহরণ,
প্রহার, প্রহার ত্বরা বিনতানন্দনে ।
অমরের গর্ব্ব রাখ, সমর জিনিয়া,
চল ত্বরা, অমরের কিবা ভয় প্রাণে ?

গীত ।

রাগিণী জংলা সারঙ্গ —তাল তিওট ।

চল চল চল হে বীরমদে মাতি যত সুরগণ ।
বিষম সমরে পশি মথি রিপু নাশি বরি পণ ॥
ঘন বীর হুঙ্কারে, কোদণ্ডের টঙ্কারে,
কাঁপাও বিশ্বসংসারে, ত্রাসিত হবে বিনতানন্দন
মার মার শোর রবে, পশ আহবে সবে,
পলকে পরাজয় হবে, কতক্ষণ করিবে সে রণ ।
পাখীতে হরে সুধা বলে,
থাকিতে জীবন দিব কি ব'লে,
অমরা মরে যাহার বলে, তায় দিব ধরিয়া জীবন ।

পবন । ক্ষান্ত হও, দেবরাজ,
যুদ্ধ আশা কর পরিত্যাগ,
সামান্য সে শিশু নহে কহিনু তোমায়
দেব গর্ব্ব খর্ব্ব আশে,
আসে বুঝি রুদ্র অবতার ;
অপরূপ বীর্য্য তার কহা নাহি যায়
নাহি শক্তি দেব ভুজে আর

অব অর দেহ সবাকার।
ধনু মুষ্টি ধরিবার নাহি সাধ্য আর

বরুণ। দেবাসুরে বহুবার হয়েছে সংগ্রাম,
কিন্তু হে হেন অদ্ভুত বীর্য্য হেরিনি কাহার।
স্বর্গের তোরণ, মুষ্ট্যাঘাতে ভাঙ্গিল মুহূর্ত্তে;
নাগপাশ, অগ্নি অস্ত্র, ব্যর্থ তার পাশে।
শেল শূল, জাঠা জুঠা, মুষল মুদ্গর,
তোমর ভোমর শর, পটিশ নারাচ,
অনায়াসে গ্রাসে সব বদন মেলিয়া
শরশূন্য হের তূণ গুণহীন ধনু,
কি দিয়ে যুঝিব আর কহ দেবরাজ?

যম। মায়াবী এ বৈনতেয় কহিনু নিশ্চয়।
এই আসে, এই যায়—কোথায় লুকায়,
কোথা হতে আসে পুনঃ দেখিতে না পাই;
মুখে মাত্র হরিধ্বনি হয় চারিধারে
কালদণ্ড ব্যর্থ মম শিশুরে হেরিয়া;
দেব অস্ত্র, শিশু দেহ না পারে ভেদিতে
কি করিব, কহ তবে আর দেবরাজ,
দেখে শুনে হতবুদ্ধি হইয়াছি আমি।

পবন। হের হের, হের পুনঃ—
দেবদল ঘিরেছে বালকে।
ঐ শুন, ঐ শুন, কোদণ্ড টঙ্কার,
ভৈরব হুঙ্কার ঘন, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা
লম্ফে ঝম্ফে কম্পমান অমরানগরী।

হুতা ওকি—ওকি! হের হের—
পলক না পালটিতে
পলাইছে পৃষ্ঠ দিয়
পালে পালে যত দেব পাল!

হের হের—
পলাইল উত্তরে কুবের, ওই বসু অষ্টজন,
পশ্চিমেতে অশ্বিনিকুমার,
অরুণ বরুণ ওই পলায় দক্ষিণে
শক্তিধর সহ পূর্ব্বে জয়ন্ত আপনি
কি হবে, কি হবে বজ্রপাণী ?
এ আহবে অমরের মঙ্গল না হেরি।

ইন্দ্র। চল সবে, চল ত্বরা, বেড়িব বালকে ;
বজ্রঘায় গুঁড়াইব বিহঙ্গ শরীর

যম। ক্ষান্ত হও, আসে শিশু পবনগতিতে।

বেগে গরুড়ের প্রবেশ।

গরুড়। যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ!
কর আক্রমণ। কর আক্রমণ।

ইন্দ্র আরে রে নির্ব্বোধ!
সামান্য বিহঙ্গজাতি
কি জানিস যুদ্ধনীতি ?
কতটুকু শকতি বল তব কলেবরে ?

গরুড় হে অসুরারি!
যতটুকু শক্তি থাক্ গরুড়হৃদয়ে,
যুদ্ধে হবে পরিচয় তার,
কর রণ পণ

ইন্দ্র আরে রে বাতুল,
হাসি পায় শুনে তোর কথা
রণ পণ কদাচন সম্ভব কি হয় ?
মাতঙ্গ যেমতি
পথবাহী পিপীলিকায় উপেক্ষায়—
নাহি হেরে নয়নের কোণে,

তেমতি রে অল্পমতি—
সমযোগ্য যোদ্ধা বলি নাহি হয় জ্ঞান,
প্রাণ চায় হেয়জ্ঞানে রণে দিতে ক্ষমা

গরুড়। সুরচূড়ামণি, তুমি হে সুরমণি,
করিয়াছ, উত্তম সংকল্প মনে—
মম সহ রণ—নহে বিহিত কদাচন !
তুমি বীরচূড়ামণি—হীনবীর্য্য আমি—
মোর সঙ্গে রণরঙ্গে হবে অপযশ ;
ছি ছি—কাজ নাই হেন হেয় কাজে,
এনে দাও চুপে চুপে সুধার কলস—
চুপে চুপে লয়ে আমি করি পলায়ন।

ইন্দ্র। তার চেয়ে মোর শরানলে হারায়ে জীবন,
ধীরে ধীরে যাও চলি শমন ভবন।

গরুড়। পারিলে এ কাজ মানি বীর বলি দেবরাজ—
এ ব্রহ্মাণ্ডে উড়িবে তব
যশের নিশান পত পত রবে
গাবে স্বর্গ, মর্ত্ত পাতাল ত্রিভুবন একতানে—
সম্মুখ সংগ্রামে,
দেবেন্দ্র জিনিল—পক্ষীন্দ্র হারিল।
ধর অস্ত্র যোদ্ধৃবর—
বিলম্বিতে নারি আর,
সুধার আশায়—
আশাপথ লক্ষ্য করি আছয়ে বিমাত মোর

ইন্দ্র বিকার ঘোর ঘিরেছে নিশ্চিত তোরে,
আরে রে বর্ব্বর
দেবদুর্ল্লভ সুধা লভে কি অপরে ?
যজ্ঞ হবিঃ পায় কি কভু ভক্ষিতে কুক্কুরে ?
দুরাশা—দুরাশার বশে,

সুধা আশে আসিয়া পামর,
অকালে হারাবি প্রাণ।

দেবগণ। অরিকুল-কাল হে বীরবৃন্দবৃন্দ
হান অস্ত্র হান অস্ত্র সরোষে সকলে

গরুড়। যত শক্তি দেহে করহ প্রকাশ,
সম্ভ্রিব দেবসঙ্গে মহারঙ্গে আজ

পবন। মহারঙ্গ রোদনেতে হবে পরিণত,
পবনের বেগ সহ্য কর দুরাচার

গরুড়। প্রভঞ্জন! গরুড় আমার নাম,
দেবদর্প চূর্ণ হেতু জনম আমার,
বলিয়ান্ আমি ব্রাহ্মণের বরে
কোটী কোটী প্রভঞ্জন
মোর চক্ষে অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকাশ্রেণী সম।
জানি আমি বীরত্ব তোমার,
ভাঙ্গ সদর্পে গৃহ, ভাঙ্গ তরুরাজী,
উড়াও জলদকুল অম্বর প্রদেশে—
কিন্তু আজি হতমান—হতদর্প হবে মম ঠাঁই
প্রভঞ্জন!
যদ্যপি গরুড়ে পার, টলাইতে একটি চরণ,
তা হলে বুঝিব শকতি—বুঝিব বিক্রম

গীত।

রাগিণী পরজ মিশ্র—তাল ঝাঁপতাল

বুঝিব বিক্রম, তব প্রভঞ্জন যুঝিব সমরে আজ
কত শক্তি ধর দেখাও ত্বরায়, করো না কালব্যাজ
লোক মুখে করেছি শ্রবণ,
তোমার বিক্রমে দেব প্রভঞ্জন,
হয় নাকি ধ্বংস মহীরুহগণ, সহিত বাসভবন,—

চরাচর কাঁপে ডরে থর থরে,
কাঁপাও দেখি আজ গরুড় অন্তরে,
বুঝিব শকতি, তব আশুগতি নতুবা পাইবে বড় লাজ॥

যম। যদ্যপি পবন হয়, রণে পরাভব,
আমি আছি বিদ্যমান,
কৃতান্ত আমার নাম শুন রে অজ্ঞান
আমি অরি যার—
এ ভবে নিস্তার কোথায় তার?

গরুড়। কৃতান্ত তুমি!
কাজ ফুরাইলে জীব যায় যার পুরে,
সেইজন অরিরূপে আসিয়াছে গরুড় সম্মুখে?
ভাল ভাল—উপজিল বড় সুখ মনে,
সম্মুখ রণে—জিনিয়া তোমায় কাল
নখাঘাতে ছিঁড়ি মুণ্ড—কালপুরে করিব প্রেরণ;
কৃতান্তের অন্তদিন আজি সুনিশ্চয়।
দেখিবে জগৎ,
দেখাইব এ বিশ্ব সংসারে—
নরামর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব কিন্নরে,
কালের কাল আছে এক জন।
স্থাপিব অতুল কীর্ত্তি ভবে—
রবে জলন্ত অক্ষরে লেখা ত্রিলোক ভিতরে,
"কৃতান্তের জীবনান্ত নহে অঘটনা।'

ইন্দ্র। বাতুল—বাতুল তুই বুঝিনু নিশ্চয়,
নতুবা—
এ হেন সাহস কার কবে হয়?

গরুড় সহস্রলোচন
থাকিতে তব সহস্র লোচন
তথাপিও হেন দৃষ্টিভ্রম?

দেখিতে কি পাইলে না শচীনাথ—
শক্তিধর ষডানন,
শক্তি পরীক্ষিতে আসি—
গরুড় সমরে লভিলা কি গতি ?
তপন, কুবের, বরুণ, হুতাশন আদি দেবগণ,
ক্ষণেক যুঝিয়া মানি পরাজয় রণে—
প্রাণপণে করিয়াছে পলায়ন
কেন হারাইবে মান প্রাণের সংহতি ?
দেবকুলপতি ! না হতে দুর্গতি
আশুগতি পলাও অন্তরে

ইন্দ্র বটে বটে,
অমরে মরিবে গরুড় সমরে,
জীবে নিরাপদে মরজীব বৈনতেয় ভবে ?
আত্মরক্ষা কর দুরাচার, ঘুচাইব অহঙ্কার
পবন ! শমন ! এককালে হান শর ।

গরুড় । যুদ্ধ যুদ্ধ ! যুদ্ধ !
কর আক্রমণ ! কর আক্রমণ ।

[ইন্দ্র, যম ও পবন সহ গরুড়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ।

বেগে জনৈক দেবদূতের গাযিতে গায়িতে প্রবেশ ।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়াখেমটা

আরে বাহবা
সাবাস্ সাবাস্ সাবাস্ বাঃ
দেখেছি লড়াই ঢের, এমন ত দেখি না,
পাখীর গায়ে এত শক্তি কোথা শুনি না
বরুণ, তপন শমন, পবন হয়েছে নাজেহাল,
ছুটেছে বড়ে, লড়াই ছেড়ে দেবতা পালে পাল,
কি কাল এলো পাখী হয়ে কালের প্রাণে দিচ্ছে ঘা ।

দেবদূত। ছি ছি, একি কম কথা! পাখীর রণে দেবতাগুলোর হেঁট মাথা। আরে বাপরে তাও বলি—সেটা কি একটা যে সে পাখী! পাখীর চেহারা দেখ্‌লেই প্রাণপাখী খাঁচা ছাড়া হয়! বাপ্‌ মুখের হাঁ দেখ্‌লেই রক্ত শুকিয়ে ওঠে ঐ ঐ—আবার বেধেছে এবার ত দেখ্‌ছি স্বর্গের দেবতাগুলো সব একদিক হয়ে লেগেছে। যাই দেখি এবার কি হয়।

[দেবদূতের প্রস্থান।

বেগে ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র ছি ছি ধিক্‌ ইন্দ্রে, ধিক্‌ ইন্দ্রের বাহুবলে! হা বিধাতঃ! কেন অমরত্ব লাভের জন্য সুধাপান কর্‌তে আদেশ দিয়েছিলেন? পুনঃপুনঃ এ মর্ম্মান্তিক লাঞ্ছনা ভোগ করা অপেক্ষা যে মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়ঃ। আমরা অমর হয়ে মনে ভেবেছিলাম, জগতে আমাদের উগ্রবীর্য্য সকলের পক্ষে অসহনীয় হবে কই তা হল, আমরা অমর হয়েছি সত্য—কিন্তু যার তার হস্তে পুনঃপুনঃ পরাস্ত হয়ে মৃত্যু যাতনাপেক্ষাও অধিক যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হচ্ছি। বুঝেছি, সুধাপানে দীর্ঘজীবীই হওয়া যায়, কিন্তু তাতে বলবৃদ্ধি হয় না। তা যদি না হলো তবে সুধাপানে দীর্ঘজীবী হবারই বা ফল কি? যে সকল গুণের ভিতর শীলতা গুণ নাই, সে সকল গুণ যেমন বিফল মাত্র; যে রূপে মোহকারিতা শক্তি নাই, সে রূপ যেমন রূপই নয়; যে নয়নে দর্শনশক্তি নাই, সে নয়ন যেমন নয়ন নামের অযোগ্য; যে কর্ম্মে কৃষ্ণ সেবা নাই, সে কর্ম্মই যেমন বিফল, তদ্রূপ যে অমরতায় বিজয়ী শক্তি নাই, সে অমরতা কোন প্রয়োজনে আসে না। এখন উপায় কি? কি উপায়ে মান রক্ষা হয়—অমৃত রক্ষা হয়। হায়! দেবের উপার্জ্জিত সুধা অবশেষে পাতালবাসী হেয় সর্পকুল পান্‌ করবে?

শনির প্রবেশ।

শনি। ত্রাহি মধুসূদন! ত্রাহি মধুসূদন! ও কে ও কে? দেবরাজ নয়? হাঁ, সমর পরাজিত সেই অমরপতি বাসবই বটেন বলি দেবরাজ! আর নতমুখে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে হবে কি? আসুন, বিদেশী সাজে সুসজ্জিত হওয়া যাক্‌! স্বর্গে এবার ইন্দ্রের পরিবর্ত্তে পক্ষীন্দ্র রাজা। প্রজা সেজে থাকার চেয়ে দেশ-বিদেশে ছদ্মবেশে বেড়ান ভাল

ইন্দ্র হায় হায়। মোহমদে মত্ত হয়ে কি কুকর্ম্মই করেছিলাম। জীবের কর্ম্মদোষেই প্রমাদ, আমি যদি ক্ষুদ্রাকৃতি বালখিল্য বিপ্রগণকে উপহাস না কর্‌তেম, তা হলে অকস্মাৎ এ বিপৎপাত ঘট্‌বে কেন? আমার অহঙ্কারের পরিচয় পেয়েই—দুর্জ্জনদলনকারী দ্বিজসন্তানগণ গরুড়ের উৎপত্তি হেতু যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন। সেই গরুড় আজ সুধাহরণ উপলক্ষ করে আমার অন্তরে অপার যাতনা দিতে এসেছে যেমন কর্ম্ম করেছি, তদনুযায়ী ফলভোগ করি।

গীত।

রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

আর দোষ দিব কার,
আমি নিজবুদ্ধি দোষে, পড়েছি বিপাকে, কে রাখে এখন আর।
সে হমদে মজে যে কর্ম্ম করেছি,
তার প্রতিফল এখন পেতেছি,
হইল বা কি, আর কি বাকী—দুর্গতি হইল অপার।
ছি ছি এখন অনুতাপানলে
উহু মরি মরি প্রাণ যায় যে জ্বলে,
জুড়াবে না এ জ্বাল—জলে কি অনলে—রণ নলে হইল কি তাই প্রতীকার

শনি। আপনি ত নয় অন্যায় করেছেন, তার ফলও পাচ্ছেন; কিন্তু দেবরাজ আমরা ত কোনরূপ অন্যায় কর্ম্ম করি নাই—আমাদের তবে এ দুর্গতিটা কেন?

ইন্দ্র। গ্রহদেব! সেটা জান্‌বে সংশ্রব দোষের ধর্ম্ম—আমি তোমাদের রাজা বলে তোমাদেরও শাস্তি ও যন্ত্রণা পেতে হয়েছে।

শনি। তা বেশ, এখন কর্ত্তব্য কি?

ইন্দ্র। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পরমপুরুষ শ্রীকান্তের নিকট তিনি যেরূপ স্থির করে রেখেছেন, সেইরূপ ঘট্‌বে

শনি। আর ঘট্‌বে কি, যা ঘট্‌বার তা ত ঘটেছে।

ইন্দ্র। এর চেয়েও কি দেবদুর্গতি ঘট্‌তে পারে না?

শনি। ঢের, ঢের—এখনও কারাবন্দী, বক্ষে প্রস্তর চাপান, অঙ্গে বেত্রাঘাত—কত প্রকার—কত মত

ইন্দ্র তবে কেন বল্‌ছ আর বাকী কি?

শনি এই সময় যদি পলায়নের বন্দোবস্তটা করা হয়, তা হলে শেষ পর্য্যন্ত দায়গুলার হাত হতে ত রক্ষা পাওয়া যেতে পারে

ইন্দ্র কখন না বিজয়ী বীরের যদি অভিলায় জন্মে পরাজিত শত্রুকে বিশেষরূপে লাঞ্ছিত করব, তা হলে পলায়ন করে" নিস্তার লাভের উপায় কোথায়? জান ত গ্রহদেব, বৃত্রের সমরে পরাস্ত হয়ে সূর্য্যলোকে লুক্কায়িত হলেম, শক্রশাসনকারী বৃত্র অনুসন্ধান করে সূর্য্যলোক হতে ধৃত করে লয়ে এসে কারাগারে নিঃক্ষেপ করে। তাইতে বল্‌ছি, যে পাপ করেছি, তার সম্যকরূপ ফলভোগ যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ নিস্তার লাভের কোনরূপ উপায় হবে না।

শনি। দেবরাজ! তবে কি পক্ষিরাজ গরুড়ের করে ধীরে ধীরে বন্দী হওয়া যাবে?

ইন্দ্র দেখ্‌ব—আর একবার যুদ্ধ কর্‌ব পরিণাম ফল যেথা গিয়ে দাঁড়ায়, দাঁড়াক

শনি। আমার মতে পলায়নটা হলেই যেন বেশ সুবিধাজনক কাজ হত।

গরুড়ের প্রবেশ।

গরুড়। আরে ছিছি—বীর হয়ে অবীরের ন্যায় কাজটা কি ভাল দেখায়? যুদ্ধ কর—ধর অস্ত্র।

শনি। আরে না না, এদিকে এগিয়ো না, আমি হলেম দুর্ব্বল শত্রু, সাম্‌নে অমন সবল অরাতি দণ্ডায়মান, ওঁর সঙ্গে আগেভাগে, পরে তখন যা হয় হবে

গরুড়। গ্রহদেব। শত্রু কি আর দুর্ব্বল সবল আছে! শত্রু সকলই সমান আগুন লাগ্‌তে পেলেই সব ছারখার করে ফেলে। আমার চক্ষে তুমিও যেমন অরি, দেবরাজ ইন্দ্রও সেই প্রকার। ধর, অস্ত্র ধর, পুনর্যুদ্ধে অগ্রসর-হও

শনি ও দেবরাজ! এ যে আবার উল্টো পেঁচ ধরেছে আপনাকে ছেড়ে আমাকে ধরেছে

গরুড় দেবরাজের আর সমরাভিলাষ নাই। দেবরাজ গরুড়ের সঙ্গে সমরে নিজের যত শক্তি তা প্রকাশ করতে কৃপণতা করেন নাই। এখন অসাধ্যবোধে ওরূপ শান্তভাব অবলম্বন করেছেন বলি, অমরপ্রধান, এখন সুধা রক্ষার উপায় কি?

ইন্দ্র ওরে মূর্খ, তুই কি তাই ভাব্‌লি যে, নিরাপদ হয়ে স্বচ্ছন্দে সুধা লয়ে যাবি?

গরুড়। হাঁ, ভেবেছি ত তাই। দুর্ব্বল দেবদল মহাবলী গরুড়ের রণে সম্পূর্ণরূপে অবসন্ন—অচৈতন্য এবং ছিন্নভিন্ন এখন এ ধারণা ত হতেই পারে যে, সুধা-কলস লয়ে স্বচ্ছন্দে নাগপুরে গমন কর্‌ব।

ইন্দ্র ওরে রণানভিজ্ঞ বৈনতেয় এই ত সমরের সূচনা হয়েছে মাত্র এখন কতদিন কত বর্ষ গত হবে, তবে রণযজ্ঞে তোমায় পূর্ণাহুতি দিয়া রণ পরিসমাপ্তি হবে

গরুড় দেবরাজ! লাজ কি, নাহিক তোমার?
কোন মুখে উচ্চারিলে হেন কথা?
বার বার সম্মুখ সংগ্রামে
দিয়া জলাঞ্জলি,
পলাইলে চোরসম লয়ে ঘৃণিত জীবন;
পলাইল তব সাথী মহারথীগণ—
তপন, পবন, যম, হুতাশন আদি,
পলাইল শক্তিপুত্র ষড়ানন ভূমে ফেলি ধনুর্ব্বাণ;
তজ দিগ আদিত্য একাদশ, গ্রহ নয় জন,
সমরেতে নাহি পারি দেব জলেশ্বর
অতল সাগর তলে করিল প্রবেশ।
হে সুরেশ!
আরও আশা সমরের গরুড় সংহতি?
ভাল ভাল, তুষ্ট বই রুষ্ট নহি ইথে

কর রণ, মাগি রণ দেহ রণ ত্বরা।
এবার বাসব,
উপযুক্ত শাস্তি পাবে মোর কাছে।

ইন্দ্র। বৃথা গর্ব্ব পাপিষ্ঠ পামর ?
এই বজ্রধায় দিব যমালয়।
উপেক্ষায় করিনু রণ তোমার সংহতি,
তেঁই জিনিবারে ধরিলে শকতি,
নতুবা এই কুলীশাঘাতে
এতক্ষণ কারাগারে করিতে প্রবেশ।

গরুড়। ধর বজ্র, বজ্র ধর।
বজ্রে না হইবে অপকার,
উপকার আশা করি বজ্রের আঘাতে।
বজ্র আমি এক দ্রব্য,
ব্রাহ্মণ অস্থিতে হয় বজ্রের নির্ম্মাণ
ব্রহ্মতেজে উৎপত্তি আমার
তেঁই কহি—
বজ্র হতে ঘটিবে না কভু অপকার।

ইন্দ্র। ভাল, লইব পরীক্ষা তার।
চূর্ণিয়াছি বৃত্রাসুর শিব,
ছিল সে দানব মহাশৈব।
শৈবপ্রাণান্তকারী কুলীশ আমার
বাহুড়িবে তোর সম
কামরূপী পাতকীর প্রাণ না বিনাশি।
ভাব রে অবোধ এ আসন্ন কালে
পিতৃমাতৃ পাদপদ্ম,
স্মর নারায়ণ—অন্তক ভয়বারণকারী,
ভবখেলা সাঙ্গ হ'ল তোর—
ভাব না এখন ভবের ভাবনা হরিনাম।

গীত।

রাগিণী ললিত—তাল চৌতাল

ভাব না ভাব ন এখন ভবের ভাবনা হরিন ম,
অন্তকালে হৃদ্‌কমলে জপ না সে মধুর নাম
সম্মুখে ভবজলধি, গরজিছে নিরবধি,
হতে পার সে জলনিধি, বল ন নাম অবিরাম।
৭ দুরাশার বশে আসি, অকালেতে রে প পসতি,
হারালি প্রাণ নই নিষ্কৃতি যাও না চলি কৃত সুধাম

গরুড় — কি বলিলে হরিনাম?
আহা কি মধুর নাম বে!
নামে প্রাণ পুলকে ভরিল
হরি! হরি
ত্রিভঙ্গিম ঠাম নবজলধর শ্যাম,
পাতকী-তারণ, শ্রীরাধারঞ্জন—নামধন তাঁব
হৃদয়ের মূলে দ্বিপিব যতনে
অহো, কি সৌভাগ্য মোর
হে বাসব! পরমারি তুমি মম,
কিন্তু আজি কবিলে যেবা মিত্রোচিত কাজ,
এ কার্য্যের প্রতিদান কি দিব তোমায়?
এ ধরায়—এ বিশ্ব সংসারে নাহি হেন ধন,
যাহা প্রতিদান যোগ্য তব করে
রহিল অন্তরে এ কামনা—এ ধারণা,
একদিন এ ঋণ তোমার শুধিব নিশ্চয়
আহা হরিনাম শান্তিধাম
অবিরাম জপরে রসনা,
রবে না যাতনা, পীড়িবে না রণক্লেশ,
নববল উদিবে হৃদয়ে নামসুধাপানে
বল হরিবোল! বল হরিবোল!

হান বজ্র দেবরাজ,
হরিনাম মহামন্ত্র করিয়ে সম্বল হৃদে
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহি,
বজ্রানলে প্রাণ কভু না হবে দহন।

ইন্দ্র। নিশ্চিত উন্মাদ তুই অবোধ বিহঙ্গ
কোটী কোটী যুগ তপস্যা সাগরে হয়ে নিমগন,
যোগীজন যে চরণ না পায় দেখিতে স্বপ্ন নয়নেতে,
আজন্ম সন্ন্যাসী আদিদেব উমাপতি
যাঁর কৃপাবল লভিবার আশে,
কি বলে কি সাহসে রে সাহসী
এ সাহস আজি বাঁধিয়াছিস বুকে?
হরিভক্তি মর্ম্ম তুই কিরূপে বুঝিবি?
ভক্ত বলি কেন করিস অসার বড়াই?

গরুড়। বুঝিয়াছি দেবরাজ, হরিভক্ত তুমি—
হরিনামে তব পূর্ণ অধিকার,
আমি অভক্ত দুরাচার—
হরিনামে নাহি মোর কিছু অধিকার
ভাল ভাল—পরীক্ষায় হইবে নির্ণয়
কর পণ, সহস্রলোচন হরিপদে রাখিয়া বিশ্বাস,
থাকে যদি হরিপদে মতি, সুরপতি,
তবে প্রাণ মোর হবে না বিকল বজ্রাঘাতে তব;
নতুবা জগতে, দেখিবে সকলে
হরিভক্তি বলে জিনিল পক্ষীন্দ্র,
ইন্দ্র সহ যতেক অমরদলে
হান দেবরাজ হান বজ্রশক্তি

ইন্দ্র। ভাল কথা, হই যদি হরির সেবক,
হরিপদে রহে যদি মম মতি বাঁধা,
অবশ্য তবে এই বজ্রাঘাতে লব তব প্রাণ

গরুড়। আমারও প্রতিজ্ঞা, বাসবের তরে যদি
শুদ্ধচিত্তে করে থাকি হরিনাম,
তবে সে নামের বলে
পক্ষাঘাতে ফিরাইব অমোঘ তব বজ্রবাণ

ইন্দ্র হও, প্রস্তুত এখন,
জয় শ্রীহরি (বজ্রক্ষেপণ)

গরুড়। জয় শ্রীহরি।

দৈববাণী

শুন শুন বৈনতেয়, শুন ভক্ত মতিমান,
কর না কদাচ ব্রাহ্মণের অপমান
ব্রাহ্মণ অস্থিতে হয় বজ্রের নির্মাণ,
এক পক্ষ দিয়া রাখ বজ্রের সম্মান

গরুড় শিরোধার্য্য দৈবাদেশ। (একপক্ষ প্রদান)

ইন্দ্র। একি হ'ল। গরুড়ের প্রাণনাশ না হইল কুলিশাঘাতে।
ছি ছি ভক্ত বলি বৃথা দর্প করি

গরুড় কই পুরন্দর, কই বজ্রধর,
হরির শপথ করি কহিলে যে পণ,
কই হ'ল সে পণ পূরণ?

ইন্দ্র। (স্বগতঃ) বুঝিলাম, প্রতিকূল এবে বাসবে মুরারি।
আর কেন তবে,
পরিহরি স্বর্গ সিংহাসন,
যাই চলি নিবিড় কাননে

গরুড় কিবা চিন্তা কর পুরন্দর,
সমর-আকাঙ্ক্ষা জাগে কি আর হৃদি মাঝে?

ইন্দ্র দৈববলে বলীয়ান্ তুমি খগবর,
দেব কৃপা পূর্ণরূপে তোমার উপর,
সমরের সাধ নাহি আর তব সনে

বাসনা মনে, স্বরগ আসনে হরষিত মনে
লয়ে দেবগণে বৈস মতিমান।
স্থান আর নাহি হেথা মোর,
পর্ব্বত গহ্বরে কিম্বা সাগর ভিতরে
অথবা দুর্ভেদ্য তিমির মাঝারে করিগে প্রবেশ
দ্বেষ নাই তব সাথে আর,
প্রণয়ের হার উপহার দিনু তব গলে
যাই এবে, যাই চলে ভাবী স্বর্গপতি।

গরুড় কেন এ বিষাদ সুররাজ ?
নাহি চাহি তব স্বর্গসিংহাসন,
নাহি চাহি তব রম্য নন্দনকানন,
অমর বিভবে, মোর কোন্ প্রয়োজন ?
আসি নাই দেবদলে দলিয়া সমরে,
দূর দূরান্তরে করিবারে বিতাড়িত।
আসি নাই দেবকুলপতি ইন্দ্রে
শান্তিবারে হেথা
মম আগমন কথা করেছি ত নিবেদন
জননী আমার, পণপাশে হইযা বন্দিনী,
দিবস-যামিনী ভাসিছেন অশ্রুজলে,
মার নেত্রজলে নাগপুরী জলময়
তনয় আমি থাকিতে তাঁহার,
এ যাতনা ভার জননীর ভালে !
কাঁদিল অন্তর, কাঁদিল হৃদয়,
করিনু পণ আপন মনেতে,
ঘুচাতে মায়ের ব্যথা
বিমাতা কদ্রু ভুজঙ্গ জননী,
পা দুখানি তাঁর ধরিয়া যতনে,
কাতর বচনে চাহিনু ভিক্ষা,

হে মাতঃ। কর মোর দাসিত্বমোচন
শুনিয়া বচন বিমাতার মন—ভাসিল আনন্দ নীরে,
কহিলেন মোরে, রে বাছনি।
শুন কথা মন দিয়ে;
"চন্দ্রলোকে অমর রক্ষিত সুধা'
হয়ে অমর বিজয়ী
আনিয়া যদ্যপি কর মোরে দান,
তবে সে জননী তব লভিবেক ত্রাণ
তেই আসা সুরপুরে
রাজ্য-আশে আসি নাই দেবরাজ,
সুধার আশায় আসিয়াছি হেথা
কর রাজ্যভোগ নিরাপদে,
যাই চন্দ্রলোকে সুধা লইবারে।

শনি। চলে যাও চলে যাও ত্বরা,
আর কেহ নাহি দিবে বাধা

ইন্দ্র যাহা ইচ্ছা কর খগবর,
করেছি সমর বিস্তর,
কর্ত্তব্য আমার যাহা করিয়াছি তাহা।
এস গ্রহদেব

[ইন্দ্র ও শনির প্রস্থান

গরুড়। অপার আনন্দে পূরিল হৃদয়
জয় শ্রীহরি। (গমনোদ্যোগ)

গদা ও চক্রহস্তে রণবেশে বিষ্ণুর প্রবেশ

বিষ্ণু কোথা যাও রে গরুড় ?

গরুড় (বিস্ময়ে) এ কি ! একি মূর্ত্তি হেরি।
প্রাণময়—জ্ঞানময়—জ্যোতির্ম্ময় যোগীজন ধেয়
রাসবিহারী সম্মুখে উদয়

কি সৌভাগ্য আজি—কিবা শুভোদয়,
শুভময়—সত্যময়—সত্য-সনাতন পরমেশ,
পরম রতন নিজগুণে দিলেন দরশন
হে হরি হে ত্রিভঙ্গিম ঠাম নবজলধর শ্যাম !
দীন আমি হীনমতি অবোধ অজ্ঞান,
নাহি জানি হেন ভাষা,
যে ভাষায় করি তব স্তুতি।
লক্ষ্মীপতি !
প্রণতি করিছে ওপদে এ দাস গরুড় (প্রণাম)

বিষ্ণু জয়শ্রী লভহ ধীমান্

গরুড়। নারায়ণ !
এ কেমন আশীর্ব্বাদ বুঝিতে না পারি—
ও পদ প্রসাদে অজেয় জগতে এ দাস।
জিনিয়াছি, ভীম ভুজবলে দুর্জ্জয় অমরদলে,
আর কারে করিব বিজয় ?
জয়শ্রী লভিবার আছে আর কার কাছে বাকী ?
তবে হে গোবিন্দ, হতেছে সন্দেহ মনে,
শান্তভাব তব ভক্তের সদনে চিরদিন ;
আজ সে ভাবে অভাব কেন হরি ?
মধুময় শান্তভাব ভুলে, শান্তি বেশ ফেলে
শ্রীকরকমলে গদা চক্র হেরি ?
এ কি প্রভু ভকত ভুলান বেশ ?
এ বেশে কি ভক্ত প্রাণ ভুলে ?

(স্তব ।)

শিরে শিখীপাখা, রাধানাম লেখা
বাঁকা বাঁকা তনুখানি,
করেতে বাঁশরী, ডাকিবে কিশোরী
পরাণ জুড়াবে শুনি।

গলে বনমালা,　　　　　　ভুবন উজ্জ্বলা
কটীতটে পীতধড়া,
চরণে নূপুর,　　　　　　বাজিছে মধুর
মুনিজন মনোহরা
হরি। হরি
এ বেশে আসি কেন দিলে দেখা ?
কোমলেতে বীরলীলা—একি কৃষ্ণ, সেজেছে সুন্দর?
ত্যজ ও বেশ বিপিনবিহারী

বিষ্ণু　　গরুড়,
বীরভক্ত তুমি রে আমার,
বীর আচরণে তাই তুষিতে তোমার মন,
বীরবেশে রণবেশ করেছি ধারণ

গরুড়।　　অহো বুঝেছি শ্রীনাথ
বুঝেছি হে শ্রীগোবিন্দ তব অভিপ্রায়।
দেবরাজ রণে লজ্জা পেয়ে
সভয়ে চাহিল স্মরণ ও চরণ যুগে,
তাই ইন্দ্রপক্ষ হয়ে,
আসিয়াছ দমিবারে অভক্ত এ দুরাচারে।
কর দমন নিরদবরণ
হান গদা শির লক্ষ্য করি,
অথবা হান চক্র গলদেশে মোর।

বিষ্ণু।　　ভক্তরাজ। বাসনা আমার—
ভক্তি পরীক্ষায় তুষিয়াছ মোরে,
তোষ এইবার দেখায়ে বীরত্ব

গরুড়।　　হে নারায়ণ। হে অখিলতারণ
তব সহ রণ একি বিহিত বচন ?
কবে কোথায় শ্রীপদকিঙ্কর,
হয়ে কঠিন অন্তর

প্রভু পাণে দিয়াছে বেদন ?
ওহে বংশীধর ওহে পরাৎপর !
কমলা কমলকরে
যে অঙ্গে সানন্দে চন্দন মাখায়,
যে চরণে কুসুমদানে ভকতে সাজায়,
আমি হায় অধম পাতকী,
সে কোমল গায়ে, সে কোমল পায়ে,
করিব হরি বজ্রসম চঞ্চু নখাঘাত ?
কেন এ মনন নারায়ণ ?
ত্যজ দেব রণপণ।

বিষ্ণু বুঝিলাম কাপুরুষ অতি তুমি—
বিশ্ববিজয়ী শক্তি তোমাতে না সম্ভবে।
আহবে যে জন ডরে,
তারে কি কভু বীর বলা যায় ?

গরুড় পরম পুরুষ ! তুমি বল বৈনতেয় দুর্ব্বল, অবীর
এই ত কথা ?
এ কথায় মোর যত ক্ষতি হয় হক হরি।
নাহি ডরি তায়,
ভয় পায় শুধু দয়াময়
সমরিতে তব সঙ্গে।
কি জানি কি ছলে ভুলায়ে
ফেলিবে কোন গভীর নরকে।

বিষ্ণু ধিক্ ধিক্ হীনবীর্য্য বিনতানন্দন
ব্রাহ্মণের তেজে যজ্ঞফলে তব বৃথা রে জনম।

গরুড় ওহো অসহ্য অসহ্য এ বাক্যবাণ।
প্রাণ যায় যাক্,
থাক্ কীর্ত্তি ভুবন ব্যাপিয়া,
দিব রণ নারায়ণ সনে।

হে কৃষ্ণ ! হে বিষ্ণো !
করো না ভবে ও চরণে দোষী ;
হরিদ্বেষী নহি আমি দুরাচার
কি ব্যাভার করিবে মোর সনে
বুঝিনে তা কিছু ; তবে হরি,
তোমার দাস, তোমার আজ্ঞা করিবে পালন।
হে ব্রহ্মাণ্ড
দেখ আজি মিলিয়া নয়ন,
ভক্ত সহ ভগবানের বাজিয়াছে রণ

বিষ্ণু। গরুড় ! সতর্কে করহ সমর,
অরিভাবে কর মোরে আক্রমণ ;
অরিভাবে আমি আক্রমি তোমারে

গরুড়। কর আক্রমণ নারায়ণ,
মহারণ আজি তব সনে
দেখিবে জগৎ
তব বলে বলীয়ান্ হয়ে গরুত্মান্,
তোমারেই দিবে সমুচিত শাস্তি।
ভেব না শ্রীহরি,
যাইবে ফিরি, বৈকুণ্ঠে আবার।
ভক্তিযুদ্ধে পরাভবি তোমারে পরেশ,
পূতপ্রেম ডোরে বান্ধিয়া চরণ
হৃদি কারাগারে করিব বন্ধ।
এস হে শ্রীহরি ! শ্রীহরি বলি প্রবেশি সংগ্রামে

গীত

রাগিণী হাম্বীর—তাল চিমেতেতালা

এস হরি, হরি বলে করি তবে সনে রণ
হরি বলে হরি তোমায় সমরে করিব দলন।

ভেব না মনেতে কভু, সমরে কিঙ্করে প্রভু,
নারিবে জিনিতে বিভু সত্যসনাতন।
এ সমরে মানক্ষয় হইবে হে সুনিশ্চয়,
হবে তব ভক্তের জয় নিশ্চিত কহি এ বচন

বিষ্ণু হও আগুয়ান রণে,
প্রাণপণে করহ সমর।

গরুড়। জয় শ্রীহরি
(উভয়ের যুদ্ধ ক্ষণপরে বিষ্ণুর পরাস্ত হওন।)

গরুড়। নারায়ণ আর কি করিবে রণ?
মোর মতে পলায়ন ব্যবস্থা এখন।
যাও—পলাও হে শ্রীনিবাস,
রণবেশে রণস্থলে কেন বৃথা আর?
কর্ণধার। তরী-কর্ণ করগে ধারণ,
নাবিকগুন হেথা কেন অবস্থান?
ভবঘাটে তরী ছাড়ি,
কেন আসিয়াছ কাণ্ডারী?
যাও কর পলায়ন, দিতেছি অভয় তোমার।

বিষ্ণু এত দর্প কেন দর্পী বিনতানন্দন?
দৈবক্রমে রণে জিনেছ এবার!
অহঙ্কার ছাড় দুরাচার,
চক্রধারে ছেদিব তোমায় তিল তিল করি;
লইলাম করে এই তীক্ষ্ণ সুদর্শন।

গরুড় ধর সুদর্শন সুদর্শনধারী,
ভক্ত-অরি ডরে কিহে তব চক্রে?
হরিনাম অক্ষয়কবচ বুকে,
মুখে অবিরাম হরিনাম,
সাধ্য কিবা হরি, হরিচক্র স্পর্শে মোরে?

তবে যদি করে পরশন,
অরিভাবে নয়, মিত্রভাবে দিবে আলিঙ্গন

বিষ্ণু।　ভাল দেখা যাক　সুদর্শন! সুদর্শন.
কর অরাতির শিরশ্ছেদ

গরুড়।　একি! একি!
কেন হেন ভাবান্তর ঘটিল সহসা,
কেন হেরি আয়ুপথে কালিমার রেখা।
মৃত্যুদেখা দিবে কি সম্ভবে?
হরিচক্রধারে যাবে কি জীবন?
হরি! হরি! নারায়ণ!
এ জীবন হোক হে নিধন,
কিন্তু দুঃখহারী শ্রীমধুসূদন,
এক দুঃখ রহিল যে বুকে,
মাকে আমার নারিনু হে উদ্ধারিতে।
হায়! জনম দুঃখিনী জননী আমার
সতীনীর দাসী হয়ে আজীবন যাপিবেন কাল

গীত

রাগিণী বারোঁয়াপিলু—তাল একতালা।

দীনবন্ধু হে দীনবন্ধু এ দীনে কেন হেন নিদয়,
সাধে বাদ কেন সাধ দয়াময়
দুঃখভারে মলিন জননী আমার
নয়নেতে জল বহে শত অশ্রুধার,
ঘুচাতে মা'র দারুণ শোকভার,
　　সুধা নিতে স্বর্গে আসি দয়াময়
জিনিলাম রণে যত দেবগণে,
দেবর্ষি রোমাঞ্চি হরি হরিনাম গুণে,
সঙ্কটে পড়িনু তব সহ রণে,
　　ভক্ত দীন নামে বুঝি কলঙ্ক হয়

বিষ্ণু। গরুড়, আমার অন্তরে তুমি বড় যাতনা দিয়েছ, তোমার বিদ্রূপাত্মক কথায় আমি বিশেষ লজ্জিত এবং মর্ম্মাহত হয়ে অবশেষে এই সুদর্শন ধরেছি—আজ তোমার শেষ দিন।

গরুড়। হরি, তোমার হস্তে মরি তাতে দুঃখ কি? প্রাণান্তে ত ওই পদপ্রান্তে মোক্ষলাভ করব। কিন্তু কৃষ্ণ, মনের ভিতর এই কষ্ট, মার আমার দাসিত্ব মোচন হলো না। তিনি আমার বিমাতার কাছে চির দিনের জন্য পরাধীনতা-ডোরে আবদ্ধ হয়ে থাকলেন। আমি পুত্র হয়ে মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারলেম না। এই দুঃখ, এই ক্লেশ শেল হয়ে আমার বুকে বসল। গোবিন্দ হে, আমার একটী বিনয়-ভিক্ষা শোন, আমি সুধা নিয়ে গিয়ে নাগমাতাকে অর্পণ করে আমার কাঙ্গালিনী মাকে দাসিত্ব হতে বিমুক্ত করে আসি, তুমি কৃপা করে কিয়ৎক্ষণ রণস্থলে বিশ্রাম কর। আমি শীঘ্রই প্রত্যাগত হব, তোমার চক্রে প্রাণ দিয়ে ভবচক্রহতে নিস্তার লাভ করব। দাঁড়াও, ক্ষণেক দাঁড়াও হরি।

গীত

রাগিণী সিন্ধুকাফি—তাল দাদ্‌রা

দাঁড়াও হে ক্ষণেক দাঁড়াও হে দীনবন্ধু হরি,
আসিব গো ফিরি ত্বরা করি।
আশাপথ চেয়ে আছেন জননী আমার,
সুধা নিয়ে আসলে আমার হৃদয় আধার, (দেবজয়ী হয়ে)
(আমার নয়নের নিধি) (এখনি ডাকিবে ভাবিবে)
(সুধাধরে সুধা এনেছি মা বলে)
মায়ের পুরাও আশা এই শ্রীহরি, (আমি সুধা নিয়ে যাই ত্বরা করি)
(মা আছেন হইয়ে কিঙ্করী) (মুক্ত করি তাঁরে বংশীধারী)
(তনয় আসি যে তাঁহার শ্রীহরি)
ক্ষণেক অবসর দাও মিনতি করি
ফিরিয়া আসিয়া রণ করিব তব সনে,
তখন প্রহার চক্র লইতে জীবন (আমি অকাতরে
দিব গো জীবন) (তাহে নাহি দুঃখ মধুসূদন) (আমার

নিত্য জীবন বাসবিহারী (আমি যাব ভবসাগর তরি)
(এ হতে কি সুখ আছে) (যাবে তোমার জীবন,
তোমার বাছে,)
আমি প্রাণের মায়া নাহিক করি

বিষ্ণু উন্মাদ হয়েছ গরুড়, প্রাণভয়ে তাই অর্থহীন ভাষা প্রয়োগ কর্‌ছ বুঝি ?

গরুড়। অন্তর্যামিন্ অন্তরের ভাব সবই ত জান্‌তে পার্‌ছ, তবে কেন কঠিন কথায় গরুড়ের হৃদয়ে এ যাতনা দিচ্ছ ? প্রাণময় ! কার প্রাণ—কে প্রাণকে মায়া কর্‌বে ? তোমার প্রাণ তোমার পদে উৎসর্গীকৃত হবে, এর চেয়ে আর কি সুখ আছে হরি ? ভাল যাক্, আর আমি মার দুঃখ বিমোচন কর্‌তে ইচ্ছা করি না ইচ্ছাময় তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্—চক্রত্যাগ কর

বিষ্ণু তুমি সাধ্যমত আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হও।

গরুড়। সাধ্যমত আত্মরক্ষায় আর এখন যত্নবান হব কি হরি, এখন যে সম্পূর্ণ অসাধ্য বোধ হয়ে উঠেছে আরাধ্যদেব ! তুমি যখন প্রাণ নিতে বাধ্য হয়েছ, তখন সাধ্য কি যে, আত্মরক্ষায় কৃতকার্য্য হতে পারি ? তবে তোমার নাম কখনও ভুল্‌ব না তুমি চক্র ধরেছ এখনও বল্‌ছি হরিবোল যখন চক্র ত্যাগ কর্‌বে, তখনও বল্‌ব হরিবোল। তোমার শাণিত চক্র দেখে হরিনাম ভুল্‌ব না, হরি

বিষ্ণু গরুড়, তোমার কথার ভাবে বোধ হচ্ছে তুমি প্রাণভয়ে একান্ত ভীত হয়ে আমার শরণাগত হচ্ছ ভাল, তোমার জীবন বিনাশে আর আমার অভিলাষ নাই, তুমি সুধার আশা ত্যাগ করে স্বস্থানে গমন কর।

গরুড় চক্রধর ! আমার প্রাণ যাবে—আমি প্রাণ দিব প্রতিজ্ঞা করেছি, অমৃত এনে নাগমাতাকে প্রদান করে জননীকে পণমুক্ত কর্‌ব, সে প্রতিজ্ঞা কেমন করে ভঙ্গ কর্‌ব ? প্রাণ যাবে—প্রতিজ্ঞা পালনে কদাচ অন্যথা কর্‌ব না।

বিষ্ণু। আমার প্রতিজ্ঞা, কোন ক্রমে তোমায় সুধা নিয়ে যেতে দিব না গরুড়, প্রাণ দিতে প্রস্তুত হও এই আমি চক্রত্যাগ করলাম। (চক্রত্যাগ)

গরুড় (সভয়ে) অহো কি ভীষণ. উল্কাবেগে অন্তরীক্ষ পথে চক্র ধাবমান হল গরুড়ের নাম এতদিনে নষ্ট হল হরি! হরি! হরিবোল! হরিবোল. হরিবোল

রণরঙ্গিণীবেশে লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী সাবাসী হে রমেশ ভক্তাধীন নামে তব!
ভালকীর্ত্তি রাখিবারে ইচ্ছিয়াছ কীর্ত্তিমান!
ভক্তপ্রাণ বধিয়া স্বকরে,
রাখিবে অতুল কীর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
ছি ছি—বিন্দুমাত্র লাজ নাহি কি তোমার?
কোন্ মুখে আছ দাঁড়াইয়ে রণস্থলে?
হে মুরারি অরি তব কোন্ জন?
কে দিয়াছে তব প্রাণে ব্যথা?
কেবা নিল হরি—হরি-রাজ্য সবলে কাড়িয়া?
কে সে? এই বিনতানন্দন?
ছি ছি—কোন্ গুণে তুমি,
এ ব্রহ্মাণ্ডে পূজিত হে কেশব?
কোন্ গুণে সর্ব্বপূজ্য হয়েছ এ বিশ্বে?
কোন্ অজ্ঞ দেব, নর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর—
অথবা যক্ষ, রক্ষ কে দিয়েছে নাম তব
"ভক্তপ্রাণধন"
ধিক্ হরি! ধিক্ কঠিন হৃদয় কেশব!
এ সব নীতি কে শিখালে তোমা?

গীত

রাগিণী ভীমপলাশী—তাল যৎ

ছি ছি হরি বংশীধারী এই কি তোমারি দয়া।
তুমি অতি কঠিন, নাই তব প্রাণে মায়া

যে জন হরি হরি বলে,
হরিনামে [redacted] গলে,
ছি ছি ছি ছি এই কি দয়া তারে দেখালে ?
(তারে নাশিতে চাও হে কঠিন হৃদয়)
(ভক্তাধীন হয়ে ভক্তধনে)
তুমি নামে দয়াময়, তোমার নাহি দয়া মায়া
সুদর্শন চক্র দিয়ে,
ভক্তে বধিবার আশয়ে,
করেছ মনন, নিরদয়বর ধিক্ হে
(ধিক কপট কঠিন ও নিরদয়)
(তোমার দয়াময় নামেতে ধিক্)
তোমার নামটি কোমল কঠিন তব কায়া

বিষ্ণু। লক্ষ্মি !
কেন চাও সাধ করি হতে অপমান ?
পত্নী তুমি,
পতির সম্মান নাহি রাখি'
রণবেশে কি কারণে আসিয়াছ হেথা ?

লক্ষ্মী। আসিয়াছে রমা—
রমাপতির সাধিবারে হিত।
ভ্রমঘোরে আচ্ছন্ন কেশব—
ভক্তহন্তা নাম কিনিবারে চাহে এ সংসারে,
তাই সে দোষ খণ্ডাবার তরে,
চঞ্চলা চঞ্চলা হয়ে আসিয়াছে হেথা।

বিষ্ণু। ভ্রমপূর্ণ কি এমন কাজ করিনু কমলে ?

লক্ষ্মী। কমললোচন ?
ভ্রমপূর্ণ কি কাজ করিলে ?
ভক্তপ্রাণে কেন তাপ দিলে ?
নভোস্থলে হরি-চক্র কেন হে উজলে ?
সম্পূর্ণ ভ্রমের এ কি নহে পরিচয় ?

বিষ্ণু এই কাজ ধর্মের পরিচয় ?
ভক্ত ইন্দ্র ডেকেছে আমায়
ভক্তের দায়ে ঘটিয়াছে এই মহারণ

লক্ষ্মী ভক্ত ইন্দ্র তার দায়ে কাঁদিল পরাণ,
আর অভক্ত পক্ষীন্দ্র গরুড়,
তাই বুঝি নাশিতে বাসনা গরুড়ের প্রাণ ?
হে মুরারি নারী আমি,
কিছুই বুঝিতে নারি।
কাহারে সদয়—কারে বা নিদয়,
কোন্ জন ভক্ত তব, অভক্ত কোন জন ?
হরিনাম ধ্যান জ্ঞান বিনতার সদা,
পূজে বিনতানন্দন দিবানিশি তোমা,
মাতা পুত্রের সে ভকতি না লাগিল ভাল ?
গুরুমানহারী,
গুরুপত্নী সতীত্বনাশকারী,
অধর্ম্মাচারী বাসব আজি ভকত প্রধান ?
করুণানিদান !
এ বিধান কোথায় পাইলে—কে শিখালে ?

বিষ্ণু। দূরে যাও ইন্দিরা,
প্রবলা প্রখরা তুমি চিরদিন—
জানি তাহা আমি।
শুনিব না তব কথা,
দুর্ব্বৃত্ত গরুড় বড় ক্লেশ দিয়েছে আমায়,
প্রতিশোধ লইব তাহার—
সংহার করিব চক্রে ওরে

লক্ষ্মী। সংহার করিবে চক্রে বিনতানন্দনে ?

বিষ্ণু নিশ্চিত সঙ্কল্প মোর গরুড় নিধনে।

লক্ষ্মী যদি তাহা নাহি পাব কমললোচন ?

বিষ্ণু	আদিদেব বিষ্ণু নাম তবে কি কারণ ?
লক্ষ্মী	বিষ্ণু শক্তি হতে শক্তি নাহি কিছে আর ?
বিষ্ণু	হীন শক্তি হ্লাদিনী অতি তুচ্ছ ছার
লক্ষ্মী	হ্লাদিণী শক্তি আগে তব শক্তি ক্ষীণ
বিষ্ণু	হ্লাদিনী শক্তি মম শক্তির অধীন
লক্ষ্মী	আমি সেই হ্লাদিনী শক্তির ঈশ্বরী
বিষ্ণু	তোমারে কমলে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি।
লক্ষ্মী।	পরীক্ষা হউক তবে আজি রণস্থলে
বিষ্ণু	প্রস্তুত রয়েছি আমি এস না কমলে।
লক্ষ্মী।	দেহ আজ্ঞা সুদর্শনে নাশিতে গরুড়ে
	দাঁড়ালাম বাম পাশে এই অসি করে।
বিষ্ণু।	হতমান হবে লক্ষ্মী আহবে নিশ্চয়
লক্ষ্মী	দেখাও সংগ্রামে আজি তার পরিচয়
বিষ্ণু।	সুদর্শন সুদর্শন।
	শূন্য পথে কেন স্থিরভাবে ?
	প্রচণ্ডবেগে আক্রম অরাতিদ্বয়ে।
লক্ষ্মী	রমানাথ! রমার শকতি জানে সুদর্শন
	হের ওই দম্ভী জনার্দ্দন,
	সুদর্শন চক্র তব অম্বরে নিশ্চল
বিষ্ণু।	(স্বগত) বিস্ময়ে পূরিল হৃদয়,
	মম চক্র ম্রিয়মাণ ভবে
	আর কি উপায় ? (চিন্তা)
লক্ষ্মী	কিবা চিন্তা চিন্তামণি ?
	তোষ, গরুড়ে কহি সুমধুর বাণী

বিষ্ণু লক্ষ্মি আমি বড় অন্যায় করেছি—ভক্তপ্রবর গরুড়ের অন্তরে যাতনা দিয়ে এখন লজ্জিত এবং দুঃখিত হচ্ছি। গরুড় তুমি আমার পরম ভক্ত—আমি তোমায় কষ্ট দিলাম এর জন্য ক্ষুণ্ণ হয়ো না আমি পূর্ব্বেই তোমায় বলেছিলাম, তোমার ভক্তি পরীক্ষা করেছি, এক্ষণে বলের পরীক্ষা

গ্রহণ কর্‌ব বল পরীক্ষা কর্‌তে আমার বড় কৌতূহল জন্মায়। তার কারণ, দশ সহস্র উগ্রতপা ব্রাহ্মণ তাঁদের উগ্র তপোবল দান করতঃ আমার নিকট তোমার উৎপত্তি কামনা করেন; আমি তাঁদের যজ্ঞস্থলে উপনীত হয়ে "তথাস্তু" বলে তাঁদের সন্তুষ্ট করি। তুমি সেই দশ সহস্র ব্রাহ্মণের দুর্নিবার তেজোরাশির স্বরূপ, তাই পরীক্ষা নিতে বড় সাধ হলো। পরীক্ষায় জান্‌লেম এ বিশ্বে তোমার ন্যায় বলসম্পন্ন আর কেহ নাই বৈনতেয়! এক্ষণে আমার নিকট অভিলষিত বর গ্রহণ কর।

গরুড়। ভক্তবৎসল, তুমি ত বৈরতা ছেড়ে কল্পতরু হয়ে উঠ্‌লে সত্য, কিন্তু আমি যে তেমন কিছু অভাব দেখ্‌তে পাচ্ছি না; কি বর গ্রহণ কর্‌ব ঠাকুর? তবে দাঁড়াও, আমার পরম হিতৈষিণী জননী কমলাকে জিজ্ঞাসা করি—তোমার নিকট কি বর গ্রহণ কর্‌ব মা, বরদাতা বনমালীর নিকট আমার কি কোন বর প্রার্থনার প্রয়োজন আছে?

লক্ষ্মী। আছে বই কি, বৎস! তুমি ওই কৃপাসিন্ধু হরির কাছে এই বর প্রার্থনা কর, উনি যেন তোমায় নিজাসন হতে উচ্চাসনে স্থান দান করেন।

গরুড়। বেশ আজ্ঞা করেছেন মা—এ অতি মনোমত বর। দীনবন্ধু হরি! আমি মার অনুমতি মত তোমার নিকট এই বর ভিক্ষা কর্‌ছি, তুমি আমাকে আপনার আসনাপেক্ষা উচ্চাসনে স্থান প্রদান কর।

বিষ্ণু। (নীরব)

লক্ষ্মী। ওকি দয়াময়! নীরব হলে যে? গরুড়ের প্রার্থিত বরদানে কি সম্মত হতে পার্‌ছ না? ওটা কি হরি, মানহানিকর কার্য্য বলে মনে হচ্ছে?

বিষ্ণু। কমলে!

লক্ষ্মী। বুঝেছি, ওহে ভক্তাধীন! তুমি যে ভক্ত ধ্রুবকে বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে স্থান দিয়েও তৃপ্ত হতে পার নাই—নিজের মান পদে বিদলিত করে ভক্তের মান যে চিরকালই বৃদ্ধি করে আস্‌ছ কান্ত! ভক্তের বাসনা পূর্ণ কর, নতুবা ভক্ত মনে ব্যথা পাবে।

বিষ্ণু। লক্ষ্মি, তোমার কথা অবহেলার নয়। গরুড়, তুমি যে বর প্রার্থনা করেছ, আমি প্রফুল্লমনে তোমাকে সেই বর দান কর্‌লেম। আজ হতে সকলে আমায় "গরুড়ধ্বজ" বলে সম্বোধন কর্‌বে।

গরুড। দীন দয়াময়! তবে চন্দ্রলোকে সুধা আনয়নার্থ এ অধমকে যেতে অনুমতি দান করা হোক্; অধিক বিলম্ব হেতু আমার মাতা ও বিমাতা উভয়েই বিশেষ উদ্বিগ্ন হচ্ছেন।

বিষ্ণু। গরুড স্বচ্ছন্দেই যেতে পার, আর কেহ কোন প্রকার বাধা প্রদান কর্‌বে না। তবে একটী কথা তোমায় বলে রাখি, সুধা নিয়ে নাগপুরে যাও, গিয়ে নাগমাতা কদ্রুকে দেখাও সুধা এনেছি। সুধা পেয়ে আনন্দিত হয়ে কদ্রু তোমার মাতার দাসিত্ব মোচন কর্‌বে। পরে ইন্দ্র সেই সুধাকুম্ভ হরণ করে লয়ে আস্‌বে। পথে ইন্দ্রের সহিত তোমার সাক্ষাত হবে।

গরুড। জগন্নাথ! এরূপ ছলনার তাৎপর্য্য কি?

বিষ্ণু। বৎস! তুমি অবগত আছ, নাগগণের প্রতি নাগমাতা কদ্রুর অভিশাপ আছে, তারা জন্মেজয়ের যজ্ঞানলে নিধনপ্রাপ্ত হবে। সুধাপানে যদি সর্পকুল অমরত্ব লাভ করে, তাহলে মাতৃশাপ কি প্রকারে সফল হয়? সুতরাং এই ছল অবলম্বন করা বিশেষ আবশ্যক। তাহলে তোমার জননীর পরাধীনতা পাশও মুক্ত হবে, আর কদ্রুর অভিশাপ বাক্যও সফল হবে। তদ্ব্যতীত ভুজঙ্গকুলের সঙ্গে তোমার বড় দ্বেষভাব, তারা সুধা পান কর্‌লে বলবান হবে, সুতরাং তোমারও বিশেষ অনিষ্ট কর্‌বে। তোমার হিতার্থে আমি এ উপদেশ দিলাম। গরুড, আজ তোমাকে আমি আরও একটী বর দিলাম, তুমি আজ হতে পন্নগগণকে আপনার অতি সুখাদ্য বলে ভোজন কর্‌বে, তাতে বিষধরগণের বিষে তোমার কোন অপকার হবে না।

গরুড। দয়াময়, বাস্তবিকই তুমি দয়াময়। আজ এ দীনহীন গরুড়কে তোমার দয়ার সাগরে ভাসিয়ে দিলে।

বিষ্ণু। এক্ষণে আমরা চল্‌লেম। তুমিও চন্দ্রলোকে গমন কর।

গরুড। হরি, ক্ষণেক অপেক্ষা কর—আমার একটী বড় সাধ হয়েছে, সে সাধ পূর্ণ কর।

বিষ্ণু। আরও কি সাধ পূর্ণ কর্‌তে হবে গরুড়?

গরুড়। দেখ ঠাকুর, তুমি ত যাকে-তাকে বর দাও, আজ আমি তোমাকে বর দিব। এ বিশাল মহীমণ্ডলে একটা মহান্ কীর্ত্তি রাখ্‌ব। বরদাতা! তুমি আমার নিকট বর চাও।

বিষ্ণু। গরুড়! তুমি আমায় বর দেবে? আচ্ছা, আমি তোমার নিকটে এই বর চাই, যে আজ হতে তুমি আমার বাহন হও; লোকে আজ হতে আমাকে "গরুড়বাহন" বলে ডাকুক

গরুড়। বেশ ঠাকুর, তাই দিলাম; কিন্তু ঠাকুর তুমি যে আমাকে তোমার চেয়ে উচ্চ স্থানে বস্‌বার বর দিলে, আমি যদি তোমার বাহন হই, তাহলে আমাকে ত তোমার নীচে বস্‌তে হবে তাহলে আর আমাকে বর দেওয়া হ'ল কি?

বিষ্ণু। শুন গরুড়! আমি তোমাকে উচ্চস্থানেই বসাব। আমি আমার রথের উপরে তোমাকে স্থান দেব গরুড়বাহন নামের সঙ্গে সঙ্গে আজ হতে আমার আর একটী নাম হ'ক, "গরুড় ধ্বজ।'

গরুড় জয় হরি দয়াময়—জয় হরি দয়াময়!

বিষ্ণু তবে আমি এখন যাই গরুড়?

গরুড় এস ঠাকুর। গরুড়ের প্রণাম গ্রহণ কর; চিরকাল যেন দাসের প্রতি এইরূপ কৃপা থাকে

[বিষ্ণুর প্রস্থান।

অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। মা হয় ত এতক্ষণ কত ভাবছেন আর না, এইবার সুধা নিয়ে মার শুষ্ক মুখে হাসি দেখিগে।

ইন্দ্রের প্রবেশ।

কি ইন্দ্র দাদা! কি মনে করে? আবার যে ঘুরে এলে! আবার যুদ্ধ কর্‌বে নাকি?

ইন্দ্র না গরুড় আর আমার যুদ্ধের সাধ নাই তোমার বিক্রমে বড় সন্তুষ্ট হয়েছি, তাই তোমার সহিত সখ্যতা কর্‌তে এসেছি সখে! আমি তোমাকে একটী বর দিতে ইচ্ছা করি, তুমি বর চাও।

গরুড় ঈস্! আজ যে একেবারে বরের ছড়াছড়ি এই খানিক আগে বজ্র তুলে গরুড়ের অঙ্গ গুঁড় কর্‌তে উদ্যত হয়েছিলে, আবার এরি মধ্যে সেই গরুড়কে সখা বলে ডেকে একবারে বর দিতে উদ্যত ব্যাপার কি সখ্যতা কর্‌লে এই ঢের, আবার বর কেন সখা? বিষ্ণু ত এই বর

দিয়ে গরুড়কে ধ্বজ, বাহন কত কি করে ফেল্লেন আবার তোমার মনে কি আছে তা ত বল্‌তে পারি না আমি আর বাহন-টাহন হতে পারব না, সখা

ইন্দ্র। না সখা, তোমায় বাহন হতে বল্‌ছি না—তোমার যে বর ইচ্ছা হয়, চাও

গরুড় তবে একান্তই বর না দিয়ে ছাড়বে না সখা। আমি আর অন্য কি বর চাইব, তবে দুষ্ট সর্পগণ আমাকে বড় দুঃখ দিয়েছে; তুমি এই বর দাও সখা, সর্পগণ আমার ভক্ষ্য হউক

ইন্দ্র তথাস্তু তথাস্তু—তথাস্তু সখা! অতি উত্তম বরই প্রার্থনা করেছ এ বরে শুধু তোমার নয়, সমস্ত সৃষ্টির মঙ্গল সাধিত হল এক্ষণে বল দেখি সখা, এ সুধা নিয়ে যাও, কি জন্য?

গরুড় সখা! সে কথা ত পূর্ব্বেই বলেছি। জননী আমার বিমাতার নিকট দাসীপণে আবদ্ধ। আমি বিমাতাকে এই সুধার বিনিময়ে জননীকে সেই দাসীপণে মুক্ত কর্‌ব, তাই সুধা নিয়ে যাচ্ছি

ইন্দ্র তোমার বিমাতা এ সুধা নিয়ে কি কর্‌বেন?

গরুড় বিমাতা তাঁর পুত্র সর্পগণকে এ সুধা খেতে দেবেন

ইন্দ্র সর্ব্বনাশ। বল কি সখা? সর্পগণকে সুধা খেতে দেবে? বল কি? একেই সর্পগণের অত্যাচারে সৃষ্টিরক্ষা ভার হয়ে উঠেছে, তার উপর সুধা খেলে কি আর রক্ষা থাক্‌বে? না না সখে! এমন কাজ কর না, সর্পগণকে সুধা খেতে দিয়ো না তুমি সর্পভক্ষক হবে বলে এই আমার নিকট বর নিলে; সুধা দিলে সে বাক্যই বা রক্ষা হবে কি করে? ক্ষমা কর সখে, মিনতি রাখ, সর্পগণকে সুধা খেতে দিয়ো না

গীত

রাগিণী মালকোষ—তাল পঞ্চসোওয়ারী

দিও না খাইতে সুধা খল বিষধরগণে।
করিলে তারা সুধাপান প্রাণীপ্রাণ রবে কেমনে
একে তীক্ষ্ণ বিষধর,
তাহে যদি হয় অমর,
সরাসরে কিরূপে পাঠাবে কৃতান্তভবনে॥

সখা তুমি রাখ কথা,
সখারে দিও না ব্যথা।
বলি তোমায় আর এক কথা, শুন কথা মন দিয়ে।
বলী হলে সুধাপানে,
ধরিয়ে তাদের জীবনে
আশা পূরাবে কেমনে রক্ত মাংস ভক্ষণে॥

গরুড় সখে আমি যে সুধা নিয়ে যাবার প্রতিজ্ঞা করে বিষম দায়ে পড়েছি এখন কি করি বল দেখি? আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়, অথচ সর্পগণ যাতে সুধা খেতে না পায়, এমন কোন উপায় কর

ইন্দ্র। আমি আর কি কর্‌ব? যা কর্‌তে হয়, তুমিই কর।

গরুড় তবে শোন সখে আমি এ সুধা নিয়ে বিমাতাকে দিয়ে মার দাসিত্ব মোচন করে নিই তার পর সর্পগণ এ সুধা খেতে-না-খেতে, তুমি কোন রকমে সুধা হরণ করে নিয়ে এস

ইন্দ্র উত্তম যুক্তি বটে। কিন্তু সখে ভয় হয়, পাছে তুমি সে সময়ে সখ্যতা ভুলে আমার সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হও

গরুড় না সখে, সে ভয় করো না আমি তোমাদের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হই নাই তোমরাই আমার সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলে এখন স্বচ্ছন্দে ছদ্মবেশে নির্ভয়ে আমার সঙ্গে এস

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাতালপুরী।

বিনতার প্রবেশ

বিনতা কি হল! এত বেলা হল, এখনও গরুড় আমার ফিরে আস্‌ছে না কেন. এখনো কি, সে সুধা পায় নাই? বাছা কি চন্দ্রলোকের অগ্নিকুণ্ড পার হয়ে সে চক্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সুধা আন্‌তে পার্‌বে? দেবগণ কি বাছাকে সুধা দেবে? সুধা আন্‌তে গিয়ে বাছা কোন বিপদেই বা পড়্‌ল! দেবগণের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে বাছা আমার প্রাণই বা হারাল, তাও ত বল্‌তে পারি না বিধাতার মনে কি আছে, কেমন করেই বা জান্‌ব? হায়। আমি যে চিরহতভাগিনী। কেন আমি সপত্নীর কথা শুনে, না বুঝে বাছাকে এ দুষ্কর কার্য্যে পাঠালেম হা নির্দ্দয় সপত্নি! আমাকে দাসী করে, আমার পুত্রকে দাসীপুত্রের মত সেবা করিয়েও কি তোমার সাধ মিট্‌ল না শেষে আমার পুত্রের প্রাণনাশ করে আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বার জন্য কি এই কৌশল কর্‌তে হয়? হে অনাথের নাথ বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদন! এ অনাথের পুত্র যে তোমার বড় ভক্ত ভক্তের গতি কি কর্‌লে, ঠাকুর আমি যে তোমার ভরসাতেই তাকে অকূলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি কূল দাও গোকুলচাঁদ! এ অনাথার সর্ব্বস্বধন হৃদয়-নিধিকে অনাথার কোলে ফিরিয়ে দিয়ে, তোমার ভক্তাধীন দয়াল নামের মহিমা রক্ষা কর

সুধাভাণ্ডহস্তে গরুড়ের প্রবেশ

গরুড় মা—মা—ওমা, মাগো! এই আমি তোমার আশীর্ব্বাদে সুধা নিয়ে ফিরে এসেছি। আর কাঁদিস্‌নে মা, একবার তোর শুক্‌নো মুখে হাসি ফুটুক, আমি দেখে চক্ষু জুড়াই

বিনতা কেরে আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব গরুড় এলি? আয় বাপ্ বুকে আয় এই আমি তোর জন্য এতক্ষণ কত ভাব্‌ছিলেম এত বিলম্ব হল কেন বাপ্? পথে কোন বিপদে পড়িস্ নাই ত?

গরুড় মা! তোর আশীর্ব্বাদ যার অক্ষয় কবচ, বিপদ ভঞ্জন মধুসূদনের মধুমাখা নাম যার সম্বল, তার কি কখন বিপদ সম্ভব? বিপদই বরং আমায় দেখে বিপদে পড়েছিল

বিনতা হাঁ বাপ্ দূর চন্দ্রলোক থেকে কেমন করে সুধা নিয়ে এলি? দেবগণ কি তোকে কিছু বল্‌লে না।

গরুড় হাঁ মা, তাও কি সম্ভব দেবগণ কি সহজে কাকেও এ দেবভোগ্য সুধা আন্‌তে দেয়?

বিনতা। তবে তুই কেমন করে নিয়ে এলি, বাপ্?

গরুড় যুদ্ধে দেবগণকে পরাস্ত করে

বিনতা সর্ব্বনাশ বলিস্ কি হাঁরে, তুই একা দেবগণকে কেমন করে যুদ্ধে পরাস্ত কর্‌লি?

গরুড়। কেন মা, হরিনামাস্ত্র যে আমার সম্বল আমি সেই অস্ত্র বলেই দেবগণকে পরাস্ত কর্‌তে পেরেছি শুধু তাই নয়, হরি আবার আমাকে তাঁর রথের উপর বস্‌তে বলেছেন, আমি আবার তাঁর বাহন হয়েছি। দেবরাজ দাদা আবার আমার সখা হয়েছেন, সব ঐ হরিনাম অস্ত্রের বলে মা। নইলে আমার কি সাধ্য মা, যে আমি দেবদল দলন করে দেবলোক থেকে এ দেবভোগ্য সুধা নিয়ে আসি

কদ্রুর প্রবেশ

কদ্রু কৈ গরুড়, সুধা কৈ

গরুড় এই যে মা, এই যে সুধা মা, সুধা নাও আমার মাকে মুক্তি দাও

কদ্রু (সুধাপাত্র দৃষ্টে স্বগত) ওমা, তাই ত গো সত্যিই যে সুধা। গরুড়টা কর্‌লে কি আমি মনে করেছিলেম, গরুড় কখনই সুধা আন্‌তে পার্‌বে না গরুড় ত সাধারণ নয় (প্রকাশ্যে) গরুড় ধন্য তুই, ধন্য তোর বিক্রম, আর ধন্য তোর মাকে, যে এমন পুত্র গর্ভে ধরেছিল

গরুড় মা, আমি তোমার আজ্ঞা পালন করেছি, এইবার তুমি তোমার কথা রক্ষা কর; আমার মাকে মুক্তি দাও বল মা আর আমার মা তোমার দাসী নয়, আর আমি তোমার দাসিপুত্র নই

কদ্রু না গরুড়, আর তোর মা আমার দাসী নয় আর তোকে আমি দাসিপুত্র মনে করব না—আজ হতে তোদের অব্যাহতি দিলাম ধন্য তুই পুত্র জন্মেছিলি। তোর গুণে, তোর মা আজ হতে চিরদাসিত্বে মুক্ত হল। লোকে যেন জন্ম জন্ম তোর মত সুপুত্র লাভ করে যা বিনতা, পুত্র নিয়ে আজ হতে স্বাধীনভাবে কালযাপন কর্‌গে যা

গরুড় (বিনতার প্রতি) মা, বিষাদিনী মা আমার! বড় ক্ষুধা পেয়েছে, এইবার হাসিমুখে গরুড়কে কোলে বসিয়ে কিছু খেতে দেবে চল মা

[বিনতা ও গরুড়ের প্রস্থান।

কদ্রু (স্বগত) আর ভয় কি, চিন্তাই বা কি? পুত্রগণকে এইবার সুধাপান করিয়ে অমর করব দেখি, কেমন কোরে তারা জন্মেজয়ের যজ্ঞে জীবন হারায় যাই, সুধাপাত্র এই কুশের উপর রেখে, পুত্রগণকে ডেকে আনি পুত্রগণ স্নান কোরে শুচি হোয়ে এসে এ সুধাপান কোরে আমার শঙ্কা দূর করুক।

[সুধাভাণ্ড রাখিয়া প্রস্থান।

অলক্ষিতভাবে ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। অখণ্ড বিধির লিপি কে পারে খণ্ডিতে?
আদ্যাশক্তি জগদ্ধাত্রী পরমা প্রকৃতি,
পুত্র তার গণপতি—গজেন্দ্রবদন,
পিতা দক্ষ প্রজাপতি—অজমুণ্ডধারী,
আমি ইন্দ্র বজ্রধর ত্রিদশ-ঈশ্বর,
সহস্রলোচন অঙ্গে কলঙ্ক লেপন;
শশাঙ্ক কলঙ্কভরা বিধির লিখন;
সর্পযজ্ঞে সর্পগণ ত্যজিবে জীবন,

অখণ্ড এ বিধিলিপি না হবে খণ্ডন।
নাগমাতা কদ্রু আজি সর্পে সুধা দিয়া,
সে অখণ্ডলিপি চাহে করিতে খণ্ডন
এই আমি সুধা লয়ে হই অন্তর্দ্ধান,
দেখি কদ্রু কিসে রাখে পুত্রের পরাণ ;

[সুধাভাণ্ড লইয়া অন্তর্দ্ধান।

বাসুকী, তক্ষক প্রভৃতি সর্পগণের প্রবেশ।

সকলে কৈ—কৈ, সুধা কৈ, কোথা সুধা ?

১ম সর্প। একি হল সুধা কি তবে উপে গেল। এইখানে সুধা ছিল, কোথা গেল. এর মধ্যে কে সুধা নিয়ে পালাল ?

২য় সর্প কৈ, কাকেও ত এখানে আস্‌তে দেখিনি। কে এ নাগপুরী মধ্যে প্রবেশ করে সুধা নিয়ে গেল ?

৩য় সর্প হায়, হতভাগ্য আমরা! আমরা সে দেবদুর্লভ দ্রব্য পান কর্‌তে পার কেন ভাই ? সুধাপান কর্‌লে আমাদের মাতৃবাক্য বিফল হবে, তাই বোধ হয়, সুধা আমাদের ভাগ্যে উপে গেল

সকলে হায়—হায় কি হল কি হল

১ম সর্প ভাই চল না সবাই গরুড়কে পুনরায় সুধা এনে দিতে বলি এবার সুধা এলে আর রাখ্‌ব না, আগে খেয়ে তার পর কথা

২য় সর্প ভাই আর গরুড় আমাদের সুধা এনে দেবে কেন ? সে সুধা এনে তার মার দাসিত্ব মোচন করে নিয়েছে আর ত সে আমাদের দাসিপুত্র দাস নয়, আর সে এখন আমাদের কথা শুন্‌বে কেন ?

তক্ষক। তবে কি হবে! গরুড় ত ফাকী দিয়ে তার মার দাসিত্ব মোচন করে নিলে, এখন আমাদের উপায় হয় কি! গরুড় যখন সুধা এনেছে, তখন সে নিশ্চয়ই আগে সুধা খেয়েছে হায—হায়। দাসিপুত্র সুধা খেয়ে অমর হল, আমরা হতে পেলেম না একি কম দুঃখ! আয় ভাই এই কুশের উপর সুধা ছিল, আয় সকলে এই কুশ লেহন করি (তথাকরণ)

সকলে। (কুশ লেহন করিয়া) উঃহুঃ একি হ'ল! কুশধারে যে জিভটা চিরে দুখানা হয়ে গেল। মলেম মলেম—জ্বলে মলেম

বাসুকী বুঝেছি বুঝেছি ভাই, মাতৃশাপ আমাদের ভাগ্যে অখণ্ডনীয় মাতৃশাপে নিশ্চয় একদিন আমাদিগকে জন্মেজয়ের যজ্ঞাগ্নিতে দগ্ধ হ'তে হবে, কিছুতেই তার অন্যথা হবে না। আর কিসে আমরা কঠোরহৃদয়া জননীর ভীষণ শাপে রক্ষা পাব? আর কোথা যাব? কোথায় গেলে নিদারুণ মাতৃশাপের হাত হতে সকলে পরিত্রাণ পাব? অহো হো, মাতৃশাপ মনে পড়্তেই যেন সব শূন্য দেখ্‌ছি, চারিধার অন্ধকার দেখ্‌ছি গেল গেল, মস্তক ঘুরে পড়্‌ল, মাতৃশাপানলে এখনই তনুদগ্ধ হয়ে গেল! কঠোরহৃদয়া জননীর দারুণ শাপে বুঝি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হয়ে গেল কোথা যাই, কোথা যাই। চারিদিকে যে অগ্নি জ্বলছে, কোথায় যাই, অন্তরে অগ্নি ঊর্দ্ধে অগ্নি, অধে অগ্নি, গৃহে গৃহে অগ্নি, যেদিকে চাই, সেইদিকে অগ্নি গেল গেল সব জ্বলে গেল ওহো কি ভীষণ অগ্নিশিখা! কি ভীষণ অগ্নিস্তম্ভ ওকি, ওকি, চারিধার হতে আত্মীয়স্বজন এসে ঐ স্তম্ভে পড়্‌তে লাগ্‌ল যে। সকলে যে পলক মধ্যে ভস্মসাৎ হয়ে গেল অ্যাঁ তবুও যে এ প্রচণ্ড অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না এলো এলো, করালবদন বিস্তার করে আমাকে গ্রাস কর্‌তে এলো! উঃহুঃ দগ্ধ করে ফেল্‌লে, গেল গেল—সমস্ত নাগপুরী আজ দগ্ধ হয়ে গেল

গীত

রাগিণী ছায়ানট—তাল তিওট

গেলরে গেল রে আজি বিশাল নাগপুরী
হলো দগ্ধ শাপানলে পলক ভিতরি
অনলোদয়ে ভৈরব গর্জনি সম গগন,
নাগবংশ হলো নিধন ত্রাসে কাঁপে থরথরী
কালরূপে বাসব হায়, পাতালে হইল উদয়,
হয় হবে করিল দায়, দুঃখানলে জ্বলে মরি

২য় সর্প। নাগেন্দ্র স্থির হোন—স্থির হোন জন্মেজয়ের যজ্ঞের এখন অনেক বিলম্ব আছে, এখন থেকে ব্যাকুল হবার প্রয়োজন কি?

আসুন, এখন থেকে সকলে প্রাণপণে চেষ্টা করি, যাতে মাতৃশাপের প্রতীকার হয়। আসুন, সকলে মিলে পরামর্শ করি, যাতে জন্মেজয়ের যজ্ঞ না হয়

তক্ষক ফণীন্দ্র, জন্মেজয়ের যজ্ঞের বিঘ্নের ভাবনা কি ? আমি ছদ্মবেশে রাজমন্ত্রী হয়ে তাকে মন্ত্রণা দিয়ে যজ্ঞ কর্‌তে নিষেধ কর্‌ব।

১সর্প। নয় ত আমরা সকলে তার যজ্ঞকুণ্ডের চারিধারে ঘিরে থাক্‌ব, আর যাকে কাছে পাব, তাকেই দংশন কর্‌ব, তা হলেই জন্মেজয় ভয় পেয়ে যজ্ঞ বন্ধ কর্‌বে

২সর্প বাসুকী দাদা, আমি যজ্ঞের হোতাগণকে খেয়ে ফেল্‌ব, নয় ত কৌশলে যজ্ঞকুণ্ড নিবিয়ে দেব।

তক্ষক পরে আমি সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে গিলে ফেল্‌ব, ব্রাহ্মণ না থাক্‌লে আর কে যজ্ঞ কর্‌বে ?

১সর্প। ব্রহ্মহত্যার কাজ কি, তক্ষক ? জন্মেজয় যে সময় ক্রীড়া কর্‌তে জলে নাম্‌বে, সেই সময়ে কেন তাকে ধরে এনে রেখে দাও না, তাহলে আর কে যজ্ঞ কর্‌বে ?

২সর্প ওহে ইলাবন্ত ! তার চেয়ে কেন তাকেই গিলে ফেলা যাক্ না, একেবারে সকল আপদ চুকে যাক।

বাসুকী মাতৃশাপ কিছুতেই লঙ্ঘন হবে না ভাই ; তোমরা অতি নির্ব্বোধ, তাই একপ অসম্ভব পরামর্শ কর্‌ছ আমাদের সংহার কর্‌বার জন্য রাজা জন্মেজয় যখন যজ্ঞারম্ভ কর্‌বে, তখন কার সাধ্য, সে যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করে ? মাতৃশাপে আমাদের নিশ্চয় যজ্ঞানলে প্রাণত্যাগ কর্‌তে হবে ঐ দেখ, ঐ দেখ—রাজা জন্মেজয়, ঐ দেখ—ঐ দেখ—তার যজ্ঞ সভা, ঐ দেখ ভীষণ অগ্নিকুণ্ড। ঐ দেখ—ব্রাহ্মণগণ আমাদের নামোচ্চারণ কর্‌তে কর্‌তে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান কর্‌ছে। ঐ দেখ—শত শত আত্মীয় বান্ধব উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ কর্‌তে কর্‌তে যজ্ঞকুণ্ডে পতিত হচ্ছে ! গেল গেল, সব জ্বলে গেল, সব ভস্ম হয়ে গেল ! উহুহুঃ গেলেম, আমিও গেলেম ! মাতৃশাপে পুড়ে গেলেম ! রক্ষা কর, রক্ষা কর, মাতৃশাপে পুড়ে মলেম আমায় রক্ষা কর !

তক্ষক। নাগরাজ শান্ত হন শান্ত হন কোথায় জন্মেজয়, কোথায় বা তার যজ্ঞকুণ্ড ? জননীর দারুণ শাপ মনে করে কেবল বিভীষিকা দেখ্‌ছেন

আপনি এরূপ অস্থির হলে নাগকুলের নিস্তারের উপায় আর কিরূপে হবে? প্রকৃতিস্থ হন; চলুন, সকলে মহামুনি জরৎকারুর অন্বেষণ করিগে পিতামহ পদ্মযোনি বলেছেন, আমাদের ভগিনী জরৎকারীর গর্ভে মহামুনি জরৎকারুর যে পুত্র জন্মাবে, সেই আমাদিগকে জন্মেজয়ের যজ্ঞানলে নিস্তার করবে এক্ষণে চলুন, যাতে সকলে সেই মহামুনি জরৎকারুর সন্ধান পাই, তারই উপায় করিগে

বাসুকী। সেই ভাল! চল ভ্রাতৃগণ, মহামুনি জরৎকারুর অন্বেষণ করিগে ওগো জননি! তুমি আমাদের গর্ভে ধরে, যথার্থই সাপিনীর কাজ করেছ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন।

জরৎকারুর প্রবেশ।

জরৎ। আহা! পতিতপাবন বিশ্বপতির পবিত্র নামে যে কি এক অপূর্ব্ব মধুরতা আছে, তাহা পান না করলে কিছুতেই অনুভব করা যায় না। যারা একবারমাত্র সে সুধা আস্বাদন করেছে, তারাই বুঝতে পেরেছে, সে সুধার আস্বাদন-সুখ কি অপরূপ আহা. বিষয়ী ব্যক্তিমাত্রেই এ সুধাপানে বঞ্চিত। সংসারাশ্রমে থাকলে কখনই অনবরত এ সুধাপানে সক্ষম হওয়া যায় না। যারা ঘোর সংসারী, তারা সর্ব্বদাই সংসারের চিন্তাতেই ব্যস্ত; ভুলেও একবার চিন্তামণির চিন্তায় চিত্তনিবিষ্ট করবার সময় পায় না। বিষয়ীরা দারপরিগ্রহ করে, পুত্রের ভরণ-পোষণে রত হয়ে ক্রমে রমানাথকে বিস্মৃত হয়। আজ পুত্রের মুখ দেখলেম, আবার কবে পুত্রকে সস্ত্রীক ও সপুত্র দেখব; কবে আবার তাদের পুত্র পৌত্রাদি দেখব, ক্রমশঃ এই লালসাই বর্দ্ধিত হতে থাকে। অতএব দার-পরিগ্রহই হরিনাম-সুধাপানের বিষম অন্তরায় সাধুরা বলেন "নিঃসঙ্গতা মুনিগণের মুক্তির উপায়।' সঙ্গ অশেষ দোষের আকর। অম্ম সিদ্ধিবিশিষ্ট

ব্যক্তির কথা দূরে থাক, ঘোর সমাধিমগ্ন যোগীরা পর্য্যন্ত সংসারে লিপ্ত হলে অধঃপতিত হন আমি সাধুদের এই সার উক্তির বশবর্ত্তী হয়ে দৃঢ় সংকল্প করেছি, ইহজন্মে কখনই দারপরিগ্রহ করব না। দারপরিগ্রহ না করলে আমাকে আর মায়ার বশীভূত হতে হবে না মায়া নিঃসঙ্গ ব্যক্তিকে কখন মোহিত করতে পারে না অতএব আমি আজীবন এইরূপ কৌমার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে উর্দ্ধরেতা হয়ে শ্রীহরির আরাধনা করব। হে বিভো, হে বিশ্বপতে! হে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর! তোমাতেই যেন চিরকাল আমার মতি ও ভক্তি থাকে আমি একাগ্রচিত্তে তোমার চিন্তাতে দিবানিশি মগ্ন থাকব বলে, দারপরিগ্রহ করে কখন সংসারী হব না, সংকল্প করেছি দেখো প্রভো, সংকল্প যেন অটল হয়, সংসার-আশ্রমে যেন কখন আমার মতি না হয়

নেপথ্যে। কোথা কুলাঙ্গার পুত্র দেখ্ একবার,
তোর তরে কিবা গতি হয়েছে সবার;
স্বর্গ হতে পড়ি সবে পুন্নাম নরকে
রক্ষা কর্ রক্ষা কর্ এ ঘোর বিপাকে

জরৎ এ কি এ কাদের কাতর কণ্ঠস্বর! কারা এমন সময়ে এ নিবিড় অরণ্যমধ্যে "রক্ষা কর্—রক্ষা কর্" বলে আর্ত্তনাদ করছে, (উচ্চৈঃস্বরে) কে আপনারা? কে বিপদাপন্ন হয়ে চীৎকার করছেন? কৈ, কোন্ দিকে? ভয় নাই, ভয় নাই, আমি আপনাদের রক্ষা করব

নেপথ্যে পুত্র বিনা পড়ি সবে দুস্তর নরকে,
পুত্র বিনা নাহি কেহ এ বিপদে রাখে
কোথা পুত্র—যাতনা যে নাহি সহে আর
পুত্র জন্মাইয়া কর উদ্ধার সবার

জরৎ ও কি, ও কারা অমন করে উশীর মূল ধোরে ত্রাহি ত্রাহি শব্দে আর্ত্তনাদ করছে। কে ওঁরা সকলকেই ত তেজস্বী ঋষির ন্যায় দেখাচ্ছে, তবে ওঁদের এরূপ দুর্গতি কেন? ভাল, জিজ্ঞাসা করেই দেখি না কেন কে আপনারা তেজপুঞ্জ কলেবর মহাত্মা? আপনাদের এরূপ দুর্গতিভোগের কারণ কি? কি আশ্চর্য্য! আপনার কি চৈতন্যরহিত? আপনার সকলে যে

একটিমাত্র মূলধারণ করে বিবরমুখে অবস্থান কর্‌ছেন, একটা মূষিক যে সেই মূলই দংশন করে ক্ষয়িত কর্‌ছে তা কি আপনারা দেখ্‌তে পাচ্ছেন না? মূলটি ক্ষয় হতে আর অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। ক্ষয় হলেই এখনি সকলকে ঐ গভীর অন্ধকারময় কূপে পতিত হ'তে হবে

নেপথ্যে বৎস! কূপে নয়, কূপরূপ দারুণ নরকে পতিত হতে হবে আমরা সকলে যে একটিমাত্র মূল ধ'রে রয়েছি দেখ্‌ছ, সেটি আমাদের একমাত্র বংশধর যে মূষিক সেই মূল ক্ষয় কর্‌ছে দেখ্‌ছ, সে মূষিক নয় বৎস, মূষিকরূপী কাল; মূলক্ষয়রূপে সেই একমাত্র বংশধরের পরমায়ু, ক্ষয় কর্‌ছে তার পরমায়ুঃ ক্ষয় হলেই আমরা সকলে তৎক্ষণাৎ পুন্নাম নরকে পতিত হব।

জরৎ। আপনাদের ন্যায় মহাত্মার নরকে পড়্‌বার কারণ কি?

নেপথ্যে পুণ্যচ্যুতি

জরৎ পুণ্যচ্যুতির কারণ?

নেপথ্যে বংশলোপ—বংশলোপ

জরৎ। আপনাদের বংশে কি এমন কেউ নাই যে, আপনাদিগকে নরক হ'তে উদ্ধার করে?

নেপথ্যে এক কুলাঙ্গার আছে, মনে কর্‌লে সেই কেবল আমাদের এ বিপদে উদ্ধার কর্‌তে পারে কিন্তু সে থাকা না থাকা সমান ইষ্ট আরাধনায় ব্যাঘাত হবে বলে দুরাচার এ পর্য্যন্ত দারপরিগ্রহ কর্‌লে না সেই কুলাঙ্গার হতেই বংশলোপ হবার উপক্রম হয়েছে

জরৎ তার নাম কি বলুন, যদি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তা হলে আমি তাকে বুঝিয়ে দারপরিগ্রহ কর্‌তে বল্‌ব

নেপথ্যে তার নাম জরৎকারু

জরৎ (সবিস্ময়ে) কি কি! কি বল্‌লেন। জরৎকারু! ওহো! বুঝেছি—বুঝেছি, আমা হ'তেই আপনাদের এ দুর্গতি হে পিতৃপিতামহগণ অপরাধ মার্জ্জনা করুন আমিই আপনাদের সেই নরাধম পুত্র—আমারই নাম জরৎকারু আজ্ঞা করুন, কি কর্‌ব?

নেপথ্যে বৎস! তবে স্বচক্ষে আমাদের দুর্গতি দেখ্‌লে ত? যাও আর বিলম্ব কবো না শীঘ্র দারপরিগ্রহ কর—সংসারী হও

জরৎ। বুঝেছি বুঝেছি, আমার জন্যই পিতৃলোকেব এ দুর্গতি! আমার জন্যই পিতৃলোকেরা স্বর্গচ্যুত হয়ে নরকে পড়্‌তে যাচ্ছেন হায়! আমি এতদিন তপস্যা কব্‌লেম কি পিতৃলোককে নরকে ফেলবাব জন্য? হা ধিক্ আমাকে! ধিক্ আমাব তপস্যাকে আমি মনে কব্‌তেম্ যে, ঊর্দ্ধরেতা হয়ে আজীবন এইরূপে তপস্যা কর্‌লেই, সেই তপস্যাব ফলে মোক্ষফলদাতাকে লাভ করা যায় কিন্তু হায়। পুত্র উৎপাদন যে এত প্রয়োজনীয়, পুত্র না হলে যে ঘোর নরকে পড়্‌তে হয়, তা জান্‌তেম না। আজ স্বচক্ষে পিতৃলোকেব দুর্গতি দেখে আমার সে ভ্রম ঘুচেছে বুঝ্‌লেম, সংসারে তপ, জপ, যজ্ঞ, হোম যতই কব, সন্তান উৎপাদন তুল্য পুণ্য আর কিছুতেই নাই। হে পিতৃপিতামহগণ! আমি যে এ জন্মে কখন দারপরিগ্রহ কর্‌ব না, সংসারী হ'ব না বলে মনে মনে বড় শ্লাঘা কব্‌তেম, আজ আপনাদের দুর্দ্দশা দেখে আমাব সে দর্প চূর্ণ হলো এক্ষণে প্রতিজ্ঞা কব্‌লেম, যদি কেহ আমার স্বনাম্নী কন্যাকে বিনা যাচ্ঞায় আমাব করে প্রদান করে তা হলে আপনাদেব উদ্ধারের জন্য আমাব প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে সেই কন্যার পাণিগ্রহণ কর্‌ব।

গীত।

রাগিণী ইমন্-ভুপালী—তাল মধ্যমান।

কি ফল লভিনু হায়, হরি আরাধনে
দুস্তর নরকে পড়ে, পিতৃগণ মম কারণে॥
ভাবিতাম মনে মনে,
পাব হবি আবাধনে,
কে জানে নবক মাঝে পড়িব পুত্র-বিহনে।
ভাবিয়ে কালেব কাল,
যোগে যাগে গেল কাল,
ঘটিল ভাগ্যে জঞ্জাল অভাগা করম গুণে॥

[জরৎকারুব প্রস্থান।

(গাহিতে গাহিতে ব্যাধ ও ব্যাধপত্নিগণের প্রবেশ ।)

গীত ।

রাগিণী পুরবী—তাল খেমটা

সকলে হো হো হো

ধঁ গুড় গুড়, ধঁ গুড় গুড় ধাঁ গুড় গুড় ধাঁ

ধাঁ গুড় গুড় গুড় ধাঁ গুড় গুড় গুড় ধাঁ, গুড় ধ গুড় ধাঁ

ব্যাধগণ আরে ধঁ ধাঁ—ধাঁ

পত্নিগণ আরে ধাঁ ধাঁ—ধাঁ

সকলে জোবসে জোরসে ভেইয়া বাতাস দো,

ঘুমকে ঘুমকে ভালা কর ডাঁমাডোল,

ব্যাধগণ আরে না ন ন

পত্নিগণ আরে হুঁ হুঁ—হুঁ

১ম ব্যাধ। আরে ব্যাধিনী হো!

ঐ পত্নি কেয়ারে মেরা রসিক মরদ্ কেয়া ?

১ম ব্যাধ আরে হরদম্ বাদাড় ঢুঁড়্কে ঢুঁড়্কে জান্ হায়রাণ হো গিয়া জানি। মেরা গোড্ঠ ঝাট্ ডাবায়ে দিবি ? হামি তুহার লাগি খুব ভালা একটা পাখ মারি আন্বে তুই ওহার পালকরি লিয়ে খোপায়রি দিবি বাদাড় বিবি বরাবর খপ্সুরত্ বন যাবি, বুঝ্লি জানি, বুঝ্লি ?

ব্যাধ পত্নী। আরে হামি তুহার মুখে বিশ ঝাড়ু লাগাবে, বুঝ্লি, অকুটে বুঝ্লি

২য় ব্যাধ আরে এ লাট্টু !

১ম ব্যাধ কেয়ারে বাট্টু কেয়া ?

২য় ব্যাধ আরে তুই তোহার ভীল্নীকো দিয়ে গোড় দাবাবি, মজা উড়াবি, শিকার কর্বি কব্বে কব ? বাকুলকে ছাওয়ালগুলা ভুখার জ্বালায় চিল্লাচিল্লি কর্‌ছে ; তোর কি কুচ্ছু মনে নাই ?

৩য় ব্যাধ আরে ও ওহার ভীল্নীকো লিয়ে থাক্ চল্ চল্ হামারা ও বাদাড় যাই এ বাদাড়ে আজ কুচ্ছু না মিল্বে

৪র্থ ব্যাধ আবে র র—র—র—র ঐ গাছটার মগ্‌ডালে একটা পাখ পাবা কি বইছে না ?

১ম ব্যাধ আরে হঁ, সাবাস্ পাখ্‌ই ত বটে চল্ চল্ সব ঝ্যাট্ চল্, উহারে মারে আজ উহাব পালক লিযে মোর ভীল্‌নীব খোঁপায় পরাবে

গীত

রাগিণী পিলু—তাল কাহার্ব্বা

সকলে হে হো বৈ বৈ

ঝাট বাদাড়মে বুট ভেই

সাতনলা লাগাও, জোরসে কাঁড় বাগাও,

আবে ভইস বর হরিণ বাগা মাবব হৈ হৈ

ব্যাধগণ। হরদম মজা উড়াও—হরদম মজা উড়াও,

পত্নিগণ মৎ মগজ ঘ গাও—মৎ মগজ ঘাগাও,

সকলে আরে লাথে লাথে ঝাঁকে ঝাঁকে মাব্‌ব পাখী হৈ

[গাযিতে গাযিতে সকলেব প্রস্থান

বিষণ্ণভাবে জরৎকারুর পুনঃ প্রবেশ।

জরৎ হা অদৃষ্ট ! এ হতভাগ্য নরাধম হতে বুঝি পিতৃলোকের উদ্ধার সাধন হলো না হায় ; তাঁবা আশা কবে আছেন, এ হতভাগ্য দারপরিগ্রহ কবে তাঁদেব উদ্ধাব কব্‌বে, কিন্তু হায়, তাঁদের সে আশা বুঝি পুর্ণ কব্‌তে পাব্‌লেম না আমি কুলাঙ্গাব কুসন্তান ! হায় হায আমার জন্য পিতৃলোকের এত নিগ্রহ, আমার জন্য পুণ্যক্ষীণ হয়ে তাঁদিগে পুন্নাম নরকে পড়্‌তে হ'ল ! ধিক্ আমাকে ধিক্ আমার তপস্যাকে আমি এতকাল ধরে অনাহারে, অনিদ্রায়, হেমন্তের হিমে, ববিষার বারিধারায়, দুরন্ত নিদাঘের দারুণ উত্তাপে তপস্যা কব্‌লেম, কি পিতৃলোককে নিবয়গামী কর্‌বার জন্য ? হে পিতৃপিতামহগণ, আপনাদের পবিত্রাণের জন্য পরিণয়ার্থী হযে

এই ত সমস্ত সংসার পর্যটন করলেম; কিন্তু কৈ, কেহই ত আমায় কন্যাদান করলে না বরং বৃদ্ধ বলে সকলেই অবজ্ঞা ও উপহাস করলে এখন কি করি, কিরূপে আপনাদের উদ্ধার সাধন করি? দর্পহারি! আমি বিবাহ করব না বোলে যে মনে মনে এতদিন বড় দর্প করতেম, আমার সে দর্প চূর্ণ হয়েছে সংসারাশ্রমে আমার মন গেছে, বিবাহ করতে আমার এখন বাসনা হয়েছে। দীননাথ। যাক্ আমার আজন্মের যাগযজ্ঞ, হোম, তপস্যাদির ফল সব যাক্, দিন পিতৃলোকের পরিত্রাণের জন্য দয়া করে বিবাহার্থ একটী কন্যা ভিক্ষা দিন হে পিতৃপিতামহগণ। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আপনাদের পরিত্রাণের জন্য আমি তিনবার কন্যা যাজ্ঞা করব, যদি তাতে কেউ আমায় কন্যা দেয়, তাহলেই আপনাদের উদ্ধারের উপায় হ'ল, নতুবা আমা হতে আপনাদের উদ্ধার আর হ'ল না (উদ্দেশে) হে আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্‌পালগণ সকলে সাক্ষী হও, পিতৃলোকের আদেশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আমি এক্ষণে বিবাহার্থী স্বর্গে, মর্ত্তে, পাতালে, জলে, স্থলে, মরুৎব্যোমে; বনে, উপবনে, তরুলতায়, গুল্মে—যে যেখানে বিদ্যমান আছ, সকলে শোন;— আমি যাযাবর বংশসম্ভূত, আমার নাম জরৎকারু। পিতৃলোকের পরিত্রাণের জন্য তপস্যা ত্যাগ করে আজ আমি বিবাহার্থী যদি কাহারও আমার স্বনাম্নী কন্যা থাকে, তাহলে আমায় ভিক্ষাস্বরূপ সেই কন্যা দান করে বাধিত কর (ক্ষণপরে) কৈ, কেহই ত দিলে না আচ্ছা আমি আবার যাচ্ঞা করি (উদ্দেশে) হে আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্‌পালগণ! সকলে সাক্ষী হও, —(ইত্যাদি রূপে দ্বিতীয়বার যাচ্ঞা করণ) কৈ এবারও ত কেহ দান করলে না তবে কি হবে! তবে কি আমা হতে পিতৃলোকের উদ্ধার সাধন হবে না? দুইবার যাচ্ঞা করলেম, কিছুই হ'ল না আচ্ছা, আর একবার দেখি পরমেশ! এই শেষ, এইবার আমার শেষ যাচ্ঞা; এইবার যাচ্ঞায় যদি আমায় কেহ কন্যাদান করে, তাহলেই পিতৃলোকের উদ্ধার উপায় হবে, তা না হলে আমা হ'তে তাঁদের উদ্ধার আর হ'ল না (উদ্দেশে) হে আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্‌পালগণ! সকলে সাক্ষী হও। (ইত্যাদিরূপে তৃতীয় বার যাচ্ঞা করণ)

জরৎকারীকে লইয়া বাসুকির প্রবেশ

বাসুকি দ্বিজবর। মহর্ষি কশ্যপ আমাদের পিতা, দাক্ষায়নী কদ্রু আমাদের মাতা, আমরা নাগজাতি, আমার নাম বাসুকী। আমি আমার এই সর্ব্বগুণান্বিতা ভগিনীকে আপনার করে ভিক্ষাস্বরূপ প্রদান কর্‌ছি গ্রহণ করুন

জরৎ ফণীন্দ্র আমার প্রতিজ্ঞা আছে, স্বনাম্নী কন্যা না হলে তার পাণিগ্রহণ কর্‌ব না, এইজন্য অগ্রে তোমার ভগিনীর নাম শুন্‌তে ইচ্ছা করি

বাসুকি দ্বিজোত্তম! আমার ভগিনী আপনার স্বনাম্নী বটে, এরও নাম জরৎকারী। বিরিঞ্চি আপনার নিমিত্তই একে সৃষ্টি করেছেন; এবং আমিও একে আপনার করে সম্প্রদান কর্‌ব বলে এতদিন ভরণপোষণ করে আস্‌ছি এক্ষণে আপনার করে সম্প্রদান কর্‌ছি, স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করুন। (তথাকরণ)

জরৎ (স্বগত) আঃ! ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় এতদিনে পিতৃলোকের উদ্ধারের উপায় হ'ল (প্রকাশ্যে) নাগেন্দ্র! তোমার ভগিনীকে গ্রহণ কর্‌লেম বটে, কিন্তু দেখ, আমি কখন তোমার ভগিনীর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ কর্‌ব না

বাসুকি। আপনাকে আমার ভগিনীর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ কর্‌তে হবে না, আমি এর যাবজ্জীবন ভরণপোষণ কর্‌ব

জরৎ আর এক কথা, যে দিন তোমার ভগিনী আমার কোন অপ্রিয় কার্য্য কর্‌বে, সেইদিন, সেই মুহূর্ত্তেই আমি একে পরিত্যাগ করে চলে যাব কেমন সম্মত আছ ত ?

বাসুকি (স্বগত) এ যে বড় সাংঘাতিক পণ হ'ল, ভাগ্যদোষে তবে কি পিতামহ ব্রহ্মার বাক্যও বিফল হবে! না জানি অদৃষ্টে কি ঘটে! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তাই স্বীকার কর্‌লেম ঐ নাগকন্যাগণ আস্‌ছে, আমি এখন চল্‌লেম

[প্রস্থান।

নেপথ্যে হুলুধ্বনী ও শঙ্খধ্বনি বরণডালা, জলের ঝারি হস্তে গায়িতে গায়িতে নাগকন্যাগণের প্রবেশ

গীত।

রাগিণী ললিত-বসন্ত তাল পোস্তা

মনের মতন মিলিল রতন
বর কনেরে হেরে সবাই আনন্দে মগন।
দেখলো বর ঐ করেন পানে,
চায়লো কেমন আড়নয়নে,
(ছি ছি ছি) মরি সরমে,
সরমহীন পুরুষজাতি কে জানে এমন
চাইবন আর বরের পানে,
পাছে চুরি করে প্রাণে —
(ওলো সই) কেমন সে কে জানে,
ঘোমটা টেনে আড়নয়নে করব নিরীক্ষণ

১ম নাগকন্যা। ওলো ও ভাই কর্কটা ?

২য় না-কন্যা। কি সই কালনাগিনী ?

১ম না-কন্যা ওলো, একি! বর যে ঘাড় তুলে কারো দিকে চায় না। বর কি রাতকানা নাকি ?

২য় না-কন্যা ও সই, রাতকানা নয়, বর যে একটা কথাও কয় না; বোধ হয়, রাতকানা তার উপর আবার বোবা।

৩য় না-কন্যা। দেতলো ছুঁড়ি, অন্ধকারে কানটা মলে দেখি, বর কথা কয় কিনা!

৪র্থ না-কন্যা ও বাবা! বরের যে বাবুইপাখীর বাসার মত দাড়ী না ভাই, কাছে যেতে ভয় হয়

৩য় না-কন্যা কেনলো? তোকে বাসায় পূরে ফেলবে নাকি ? আচ্ছা দাঁড়া আমি দিচ্ছি (কর্ণমর্দনপূর্ব্বক দাড়ী ধরিয়া) ও বর একটি কথা কও।

২য় না-কন্যা আমি তবে হুলু দিই। (তথাকরণ)

১ম না কন্যা আমি ভাই জলের ঝারা দিই

৩য় না কন্যা আর বরের কাছে শোবার ভার কে নিবি লো ?

২য় না কন্যা। সে কি আর ভাই কনে বথ্‌রা দেবে ?

৪র্থ না কন্যা দেবে লো দেবে কি বল কনে ?

২য় না-কন্যা তা যদি দেয় তোর ডব্‌কা বয়েস কচি ছুঁড়ী, ফুলের কুঁড়—তুই নিস

১ম না কন্যা নে ভাই, এখন রঙ্গ রাখ, আগে জলের ঝারা দিয়ে বর কনে ঘরে নিয়ে যাই চ

২য় না কন্যা নে লো নে—হুলুধ্বনি দে।

৩য় না-কন্যা। দে লো দে -জলের ঝারা দে।

১ম না-কন্যা। বাজা লো ছুঁড়ী, শাঁখটা বাজা।

সকলে। (বরকনেকে ঘিরিয়া)

গীত

রাগিণী কালাংড়া—তাল আড়া খেমটা।

আয় অ য আয় আয় উলু দিয়ে, শাঁখ বাজায়ে বরণ করি বরে।
ঘুরে ঘুরে সইলো জলের ঝার দে চারিধারে
মাথায় নে লো বরণডাল,
হাতে নে লো হায় আরসা,
বরের দিয়ে দু কান মল,
আয় না সবাই সাত পাক যাই লো ঘুরে
কনের দে লো ঘোম্‌টা খুলে,
দেখে বর পড়ুক অমনি ঢলে,
হেসে দুলে আমরা সবাই মিলে,
দেখ্‌বো লো আজি সই নয়নভরে॥

[গায়িতে গায়িতে সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নাগপুরীর সম্মুখ।

একজন নাগ ও বাজাইতে বাজাইতে বাদ্যকরগণের প্রবেশ

নাগ বাজা না বেটারা বাজা না, থাম্‌লি কেন?

১ম বাদ্যকর এজ্ঞে দাঁরান না, হাতটা ভেরিয়ে গেছে, একটু জিরিয়ে নি

নাগ জিরবি কি রে বেটা, জিরবি কি?

১ম বা-কর এজ্ঞে, তবে না হয় আপনি দয়া করে হাতটা টিপে দাও

নাগ বটেরে বেটা বটে, তুই বাজাবি, আমি হাত টিপে দেব?

১ম বা-কর এজ্ঞে ভাল বাজনা শুন্‌তে গেলে, হাত না টিপ্‌লে চল্‌বে কেন?

নাগ। ভাল বাজনা কোথারে বেটা, ঢোলটা ত ঢ্যাব্ ঢ্যাব্ কর্‌ছে?

১ম বা কর এজ্ঞে ছোট খোকা আব্দার করে ঢোলটার উপর বসে প্যাচ্ছাব করেছিল, তাই বুঝি দু এক ফোঁটা পড়ে বসে গিয়ে অমন হয়েছে তা হ'ক, ঢোল খারাপ হলোই ব, কাঁসি ত ভাল আছে

নাগ তাই বা কৈ রে বেটা? কাঁসিখানাও যে খ্যান্ খ্যান্ কর্‌ছে।

১ম বা-কর এজ্ঞে আমাদের ভোঁদা রাগ করে ওখানাকে বার উঠানে ফেলে দিয়েছিল, তাই বুঝি ফেটে গিয়ে আওয়াজ একটু খারাপ হয়েছে। তা হোক, কাঠি ভাল আছে

নাগ কাঁসি ফুটো, তা কাঠি ভাল নিয়ে কি হবে রে বেটা? বাজা বেটারা, সানাই বাজা

১ম বা-কর। এজ্ঞে সানাইটের যে মুখ নেই

নাগ অ্যাঁ মুখ নেই মুখ কি হোলো?

১ম বাদ্যকর এজ্ঞে বোএর তেলের বোতলের ছিপি ছিল না, তাই সেটাকে নিয়ে তেলের বোতলে ছিপি করেছে

নাগ। যা বেটারা, তবে আর আছে কি? ঢোল চ্যাব্‌চেবে, কাসি খ্যান্‌খেনে, সানাইয়ের মুখ নাই, তবে আর আছে কি রে, বেটা?

১ম বা কর। এজ্ঞে কি নেই?

২য় বা কর হ্যাঁ, কি নেই?

১ম বা কর ঢোল আছে, কাঁসি আছে, কাঠি আছে, আর আমরা আছি, আবার কি নেই, মশাই?

৩য় বা-কর আবার কি নেই?

১ম বা-কর। তবে আওয়াজ খারাপ? তা কানে আঙ্গুল দিয়ে থাক্‌লেই হবে, না শুন্‌লেই হলো বাজা তবে বাজা, বল্ তাক্ (ঢোলবাদ্য)

২য় ও ৩য় বা কর বল্ তাক্। (ঢোলবাদ্য)

১ম বা কর। বল্ শুধু তাক্

২য় ও ৩য় বা-কর। বল্ শুধু তাক্। (নৃত্য ও বাদ্য)

১ম বা কর এই গোল বাধালে দেখ্‌ছি! আরে বল্ খালি তাক্।

২য় ও ৩য় বা-কর আরে বল্ খালি তাক্ (বাদ্য ও নৃত্য)

কাঁসীওয়ালা-বালক ও বাবা আমি কি বল্‌ব?

১ম বা কর তুই আমার মাথা বল্

কাঁসী আচ্ছা, আমার মাথা বল্, মাথা বল্ (বলিতে বলিতে কাঁসি বাদ্য)

১ম বা কর। বল্‌রে বল্, তাক্

২য় ৩য় বা কর। বল্‌রে বল্ তাক্। (বাদ্য ও নৃত্য)

কাঁসী আমার মাথা বল, মাথা বল। (বাদ্য ও নৃত্য)

১ম বা কর তাক্। (ঢোলে বারেক আঘাত)

২য় ৩য় বা-কর। তাক্। (তদ্রূপ করন)

১ম বা কর তাক্ (ঢোলে বারেক আঘাত)

২য় ৩য় বা কর। তাক্ (তদ্রূপ করন)

১ম বা কর তাক্ তাক্‌সিন তাক্ (বাদ্য ও নৃত্য)

২য় বা-কর। নাগমশায়ের ভায়রাভেয়ের মাথা ফেটে হ্ ফাঁক্ (বাদ্য)

নাগ ধর্ ত বেটাকে—মার্ ত বেটাকে (যষ্টি উত্তোলন)

১ম বা কর　হাঁ হাঁ, ওকে কিছু বলো না　ওর মাথার ব্যারাম আছে, গরম হয়ে উঠ্‌লে এখনি কাম্‌ড়াবে

নাগ　(সভয়ে) কাম্‌ড়াবে ? সে কিরে ?

১ম বা কর　তা নৈলে আর অসাবধান হতে বল্‌চি　বাজা রে ভাল কোরে বাজা　(বাদ্য ও নৃত্য)

কাঁসী　(কাঁসি বাজাইতে বাজাইতে) আমার মাথা বল, মাথা বল।

নাগ　যা বেটারা, আর তোদের বাজাতে হবে না　খুব হয়েছে।

১ম বা কর　এজ্ঞে আমাদের বক্‌সিসটা ?

নাগ　এখন বিয়ের সময় বাজিয়ে যা, এর পর ছেলে হলে বক্‌সিস্ নিয়ে যাস, এখন যা

১ম বা-কর　যে এজ্ঞে, যে এজ্ঞে　খেয়েছি কাদের ? আপনাদেরই ত খেয়েছি　বাজাও গদা, ভাল করে এক হাত বেজিয়ে নাগ মশায়কে খুশী করে দে।　(বাজাইতে বাজাইতে) শম্ভু দাদা কাঁধে নেনা, ডাল ভাতে ভাত চড়িয়ে দেনা　ধাঁ কিটি কিটি কিটি, ধাঁ কিটি কিটি কিটি, ধাঁ কিটি কিটি কিটি ধাঁ

২য় বা-কর　এই নাগ মশায়ের মাথার উপর তাইরে নারে নাইরে না।　(নাগের মাথায় বাদ্য করণ)

নাগ　ধর্ ত বেটাদের—ধর্ ত বেটাদের।

[তাড়া করণ ও সকলের পলায়ন

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নাগপুরী উদ্যান।

জরৎকারুর প্রবেশ

জরৎ ইচ্ছাময়েব ইচ্ছায় সকলি সম্ভব কোথা আমি সংসার-বিরাগী তরুতলবাসী, নিঃসঙ্গযোগী ; আর আজ কোথা আমি মায়াবিজড়িত, দারা-সমম্বিত ঘোব সংসাবী লোকে বলে চতুরাশ্রমের মধ্যে সংসারাশ্রমই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমি ত এখানে কোনও সুখই দেখ্‌ছি না বনেব বিহঙ্গকে স্বর্ণ পিঞ্জরে আবদ্ধ কবে যতই সুখাদ্য দাও না কেন, তার কি কিছু ভাল লাগে ? তাব পক্ষে সেই বনের বৃক্ষ, বনেব স্বাধীন হওয়া, বন তটিনীর জল, আর বন-সুলভ ফলই উপাদেয় আমার পক্ষেও সেইরূপ—আমি বনবাসী তপস্বী, সংসাবাশ্রমে সুখ আমাব ভাল লাগ্‌বে কেন ? দর্পহাবি . সংসাবাশ্রমে যাব না বলে যে বড দর্প করেছিলেম, আমাব সে দর্প চূর্ণ করাই যদি আপনাব অভিপ্রায় হয়, তা ত হয়েছে এক্ষণে যে উদ্দেশ্যে আমি দারপরিগ্রহ করেছি, সে উদ্দেশ্য যাতে সফল হয়, তা করুন

গীত।

রাগিণী ধুন—তাল ঠুংরি।

দীন দয়াময় হে করুণাময চাহ কৃপানয়নে।
আমি ভজনবিহীন জ্ঞানগুণহীন বাঞ্ছা পুরাও স্বগুণে
পাপ অহঙ্কারে মজে, সংসার-আশ্রম ত্যজে,
করিনু ঘোব অধর্ম্ম যে নাশ সে অধর্ম্ম নিজ কৃপাগুণে।
হে নন্দলাল নীলকমল, দাও জল পিণ্ডফল,
মুক্ত কর পিতৃঋণে, এবে চ হি ভিক্ষা তব শ্রীচরণে

এ কি! সহসা এমন অসময়ে আমার নিদ্রাকর্ষণ হ'ল কেন? এ কি এ কি! আর যে আমি দাঁড়াতে পার্‌ছি না পত্নী জরৎকারি!

জরৎকারীর প্রবেশ।

জরৎকারী। প্রভু! এই যে দাসী চরণে উপস্থিত কি আদেশ করুন

জরৎকারু প্রিয়ে সহসা আমার বড় নিদ্রাকর্ষণ হয়েছে, আর আমি অন্যত্রে যেতে পার্‌ছি না তুমি শীঘ্র এই স্থানে উপবেশন কর; আমি তোমার ক্রোড়ে মস্তক রেখে কিছুক্ষণ নিদ্রা যাই (তথাকরণ)

জরৎকারী। (ক্ষণপরে) পতি পরমগুরু সংসারে স্ত্রীলোকের পতির তুল্য গুরু আর নাই। পতিভক্তি আর পতিসেবায় রমণীর যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, বহুকাল তপস্যা করেও কেহ সে পুণ্যসঞ্চয় কর্‌তে পারে না। পতিই রমণীর ধর্ম্ম, পতিই রমণীর কর্ম্ম, পতিই রমণীর সম্পদ, পতিই রমণীর সব যে রমণী কায়মনচিত্তে দিবানিশি স্বামীকে ভক্তি করে, স্বামী সেবা করে, অন্তে তার দিব্যগতি লাভ হয়। যারা স্বামী নিন্দা করে কি স্বামীকে দুর্ব্বাক্য বলে, তাদের তুল্য পাতকিনী আর জগতে নাই তাদের নরকযন্ত্রণার কিছুতেই শেষ হয় না আঁ্যা—একি এরি মধ্যে আজ সূর্য্য অস্ত গেছেন এই যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা উপস্থিত হল তাই ত স্বামী এ সময়ে আমার কোলে মাথা দিয়ে অচেতনে নিদ্রা যেতে লাগ্‌লেন, এখনও ত এঁর নিদ্রাভঙ্গ হচ্ছে না—কখন উঠে সন্ধ্যা কর্‌বেন, ক্রমে যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম হল কি করি, এ সময়ে এঁকে ডেকে এঁর নিদ্রা ভঙ্গ না কর্‌লে ত ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা বয়ে যায় যে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা বয়ে যায়, তার শরীরে পঞ্চ মহাপাপ আশ্রয় করে কিন্তু আমি ব্রাহ্মণের নিদ্রাভঙ্গই বা করি কেমন করে? আবার নিদ্রা ভঙ্গ না কর্‌লেও ত ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম লোপ হয় কি করি বিষম সঙ্কটে পড়্‌লেম্ যে! কোন্ দিক রক্ষা করি অবলাবুদ্ধিতে ভেবে কিছুই ঠিক কর্‌তে পার্‌ছি না যদি পতির নিদ্রাভঙ্গ করি, তা হলে উনি যেরূপ কোপনস্বভাব, হয় ত আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে এই দণ্ডেই আমাকে পরিত্যাগ করে যেতে পারেন। আর যদি নিদ্রা ভঙ্গ না করি, তা

হলেও পতির সন্ধ্যা বয়ে যায় ব্রাহ্মণের ধর্ম্মলোপ হয়, কিম্বা সন্ধ্যা বয়ে যাচ্ছে দেখেও ওঁর নিদ্রাভঙ্গ করি নাই, জাগ্রত হয়ে এ বলেও উনি আমার উপর কুপিত হলে হতে পারেন হায় হায়, তবে কি হবে কাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব, কে ই বা আমায় এ সময় সু-উপায় বলে দেবে? হে আকাশ! হে নক্ষত্র! বলে দাও, আমি এ সময়ে কি করি হে সমীরণ! হে বিমানচারিগণ। সকলকেই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি বলে দাও, পতির নিদ্রাভঙ্গ কর্‌ব কি না—একি! সহসা আমার দক্ষিণ চক্ষু নৃত্য করে উঠে কেন? দক্ষিণ অঙ্গ ঘন ঘন কেঁপে উঠে কেন? একি—একি. কে যেন কাণে কাণে বলে গেল, "জরৎকারি! সাবধান. পতির নিদ্রাভঙ্গ করো না, কর্‌লেই সর্ব্বনাশ ঘট্‌বে।" এ আবার কি! আবার কে যেন আর এক কাণে বলে গেল, "জরৎকারি! শীঘ্র পতির নিদ্রাভঙ্গ কর, নইলে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মলোপ হয়" কার কথা শুনি? যা হক, আমার কপালে যা আছে হবে, মুনি আমার প্রতি কুপিত হন—হবেন, আমাকে পরি-ত্যাগ করেন—কর্‌বেন, যাতে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মরক্ষা হয়, আমি তাই করি। হে ধর্ম্ম। তুমি সাক্ষী, অবলার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে পতির অপ্রিয়কারিণী হওয়া অপেক্ষা ব্রাহ্মণের ধর্ম্মলোপ ভয় অধিক হওয়াতে, আমি পতির নিদ্রাভঙ্গ করি যদি জাগ্রত হয়ে পতি আমার প্রতি কুপিত হন, তাহলে তাঁর অন্তরে বোলো, "জরৎকারী ধর্ম্মলোপ ভয়ে নিদ্রাভঙ্গ করেছে" হে মধুকরগণ! পতি জাগরিত হলে ওঁর কাণে গুণ গুণ রবে বলো, "জরৎকারী ধর্ম্মলোপ ভয়ে নিদ্রা ভঙ্গ করেছে" হে সন্ধ্যা সমীরণ। পতি জাগরিত হলে বলো, ওঁর কাণে প্রতিধ্বনি কোরো, "জরৎকারী ধর্ম্মলোপ ভয়ে নিদ্রাভঙ্গ করেছে"

গীত

রাগিণী আসাবরী—তাল রূপক।

হৃদয়বল্লভ হে মুনি পুঙ্গব,
আর কি সম্ভবে নিদ্রা হে তোমার।
হের অবসান হলো দিনমান,
অস্ত চলে যান দেব দিবাকর

উত্তরিয়া যায় হের সন্ধ্যা সতী,
কখন করিবে সন্ধ্যা মহামতি,
অচেতনে হায় প্রভু এ সময়,
কত নিদ্রা নাথ যাবে বল আর

প্রভো। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায়, এ সময়ে আর কত নিদ্রা যাবেন, শীঘ্র গা তুলুন, সায়ং সন্ধ্যার সময় উপস্থিত সন্ধ্যাবন্দনা সমাধা করুন

জরৎ (নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া) কি গর্ব্বিতা পত্নি! এত দর্প এত অহঙ্কার তোর ক্রোড়ে মাথা রেখে একটু সুখে নিদ্রা যাচ্ছিলেম, তুই অনায়াসে আমার সে সুখ-নিদ্রা ভঙ্গ কর্‌লি? পাপিষ্ঠা, তোর এতদূর সাহস যে অকালে মহাতেজা জরৎকারুর নিদ্রাভঙ্গ করে অপমান করিস্? বলি, আমার প্রতিজ্ঞা কি তোর স্মরণ নাই? গর্ব্বিতা নাগিনি! আর আমি মুহূর্ত্ত কাল তোর মুখাবলোকন কর্‌তে চাই না। এই দণ্ডেই তোকে পরিত্যাগ করে চল্‌লেম (প্রস্থানোদ্যত)

জরৎকারী দেব, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। অকারণ ক্রোধ কর্‌বেন না নিদয় হয়ে জন্মের মত চিরাশ্রিতা অধিনীকে চরণে ঠেল্‌বেন না পায়ে ধরি, ক্ষমা করুন। (পদতলে পতন)

জরৎ দূর্ হ দুষ্টা! আর আমাকে স্পর্শ করে আমার পবিত্র দেহকে অপবিত্র করিস্ না।

জরৎকারী। প্রভু আমি স্বপ্নেও কখন ভাবিনে যে, আপনার অপমান কর্‌ব

জরৎ। বলি নিদ্রাভঙ্গ করেছিস্ ত? এর চেয়ে আবার জরৎকারুর অপমান কি হতে পারে?

জরৎকারী। (করযোড়ে) দাসী পায় পায় ও পায়ে অপরাধিনী। নিজ-গুণে অধিনীকে ক্ষমা করুন তরু, লতা, খেচর, ভূচর সকলকে জিজ্ঞাসা করুন আমি আপনার অপমান কর্‌ব বোলে নিদ্রাভঙ্গ করি নাই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তবু আপনার নিদ্রাভঙ্গ হলো না দেখে, পাছে সায়ং-সন্ধ্যার সময় বয়ে গেলে আপনার ধর্ম্ম লোপ হয়, সেই ভয়ে আপনার নিদ্রাভঙ্গ করেছি

জরৎ কি, সন্ধ্যার এতদূর স্পর্দ্ধা! আমি সন্ধ্যা না কর্‌লে, আমি নিদ্রিত

থাক্‌তে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ? (উদ্দেশে) কৈ, কোথা সন্ধ্যে অয়ি সন্ধ্যে, তোর এত স্পর্দ্ধা কতদিন হয়েছে? বলি জীর্ণ শীর্ণ অস্থিসার হয়েছি বলে কি মহাতপা জরৎকারুকে আর তোর ভয় নাই? জানিস্ কে আমি? জানিস্ আমি মনে কর্‌লে এই মুহূর্ত্তেই সংসার ছারখার কর্‌তে পারি। তোর এত স্পর্দ্ধা, যে আমি নিদ্রিত থাকতে তুই এরই মধ্যে চলে যাস্?

সভয়ে করযোড়ে মূর্ত্তিমতী সন্ধ্যার আবির্ভাব।

সন্ধ্যার গীত

রাগিণী হেস্‌থেম্ তাল একতালা

বল কি লাগিয়ে ডাকিলে আমায়।
নহি কোন দোষে দোষী তব পায়।
হের হের আমি তব তরে,
রয়েছি এখন ভুবন ভিতরে,
যাই যাই করি যেতে যে পারি না গো—
তম তবে বিশ্ব চরাচরে
বিহরি অনিলে গহনে সাগরে;
তবু মহ মুনি, ক্রোধ কেন শুনি
পারি কি যাইতে প্রভু বিনা অনুমতি হায়

সন্ধ্যা। প্রভো শান্ত হন্, শান্ত হন্, ধৈর্য্য ধরুন আমি এখনও যাই নাই, আপনি সন্ধ্যা না কর্‌লে আমি কি যেতে পারি? এই দেখুন, আমি আপনার অপেক্ষায় এখনও সংসারে রয়েছি

জরৎ। শোন্ শোন্ পাপিষ্ঠা! আমি সন্ধ্যা না কর্‌লে সন্ধ্যার সাধ্য কি, যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায় কেমন দেখ্‌লি ত? জরৎকারুর তপ-প্রভাব আছে কি না, বলি প্রত্যয় হলো ত? বুঝেছি, তুই আমায় অবজ্ঞা করেই নিদ্রাভঙ্গ করেছিস, যখন তুই আমার অপ্রিয় কার্য্য করেছিস্, তখন আর আমি এক মুহূর্ত্তও এ স্থানে থাক্‌ব না এই আমি তোকে জন্মের মত পরিত্যাগ করে চল্‌লেম

[সন্ধ্যার অন্তর্দ্ধান।

জরৎকারী। নাথ, স্বামিন্, জরৎকারীর আবাধ্যাদেব ? আমি স্বপ্নেও আপনাব কোন অপ্রিয় কার্য্য কব্‌ব এরূপ ভাবি নাই সর্ব্বদাই ধর্ম্মপথে থেকে প্রাণপণ যত্নে আপনার সেবা-শুশ্রূষা কব্‌ছি। জ্ঞানহীনা অবলা অজ্ঞান-বশতঃ যদি কোন অপরাধ করে থাকে, পায়ে ধবি, মিনতি করি, দাসীব সে অপবাধ এই একবাবের জন্য মার্জ্জনা করুন

জরৎ পাপিষ্ঠা ? স্ত্রি ! আর কেন বৃথা আমায় অনুনয়-বিনয় কর্‌ছিস্ ? তোর মায়াকান্নায় জরৎকারু আর কিছুতেই ভোলে না তুই জবৎকারুর স্বভাব জানিস্ না। জবৎকারুর মুখ হতে একবার যে বাণী বহির্গত হবে, বিধাতাব সৃষ্টিলোপ হলেও আর তার কিছুতেই অন্যথা নাই যা, আমার আশা পরিত্যাগ কব, আর আমি কিছুতেই এ স্থানে অবস্থান কব্‌ব না

জরৎকারী হা নাথ, নিরপরাধে ধর্ম্মপত্নিকে পরিত্যাগ কবাই কি তবে আপনার উচিত হল ?

জরৎ কে পত্নি, কিসের পত্নি ? জগতে কে কার পতি-পত্নী ? এই মল মূত্রাদি পরিপূরিত অস্থিমাংসবিজড়িত নশ্বর দেহখানাকে পতি মনে করেছিস্। ভ্রম ভ্রম মহাভ্রম। জগতে এ পতি-পত্নী সম্বন্ধ কয় দিনের জন্য ? জীবাত্মা বিহঙ্গ যেদিন দেহ পিঞ্জর ছেড়ে উড়ে যাবে, সেদিন তুমিই বা কে, আর আমিই বা কে ? যদি যথার্থ পতি চাস্, তাহলে যিনি ইহকালেব পরকালের ও চিরকালের পতি, সেই অবিনাশী বিশ্বপতি কমলাপতির প্রেমে প্রাণ মন মাতাও, তাঁর পাদপদ্মে মনপ্রাণ সমর্পণ কর, সকল কামনা পূর্ণ হবে। আমার আশা পরিত্যাগ কর, আমাকে ভুলে যাও

জরৎকারী হায় হায়, কি হলো—কি সর্ব্বনাশ হলো ! কেন আমি কুক্ষণে কোপনস্বভাব মুনির নিদ্রাভঙ্গ করেছিলাম ? এখন আমি কি করি, কেমন করে মুনির দুর্জ্জয় ক্রোধ শান্ত করি ? হা নির্দ্দয় বিধি হতভাগিনী জরৎকারীর অদৃষ্টে কি শেষে এই লিখেছিলে স্বামী বিনাদোষে আমায় জন্মের মত পরিত্যাগ করে যাচ্ছেন কাকে বলি ? কে এসে এ সময় আমার পতির ক্রোধ শান্ত করে ? হা ধর্ম্ম তুমিও কি আজ অবলার প্রতি প্রতিকূল হলে ? তোমাকে আশ্রয় কর্‌তে গিয়ে কি, শেষে এই দশা হলো ?

আর যে জগতে তোমাকে কেহ আশ্রয় কর্‌তে চাইবে না হা সন্ধ্যে সময় বুঝে তুইও আজ মুনিকে ভগ্ন করে বিষম অনর্থ ঘটালি ? না হবে কেন ? অদৃষ্ট মন্দ হলে সকলি যে বিপরীত হয় তা যদি না হবে, তা হলে ফল্গু ও তুলসীই বা সাধ্যাসতী সীতাদেবীর পক্ষে সত্যকথা বল্‌তেও ভয় পাবে কেন ? যা হক, এখন আমি কি করি ? যেরূপ দেখ্‌ছি, তাতে স্বামী ত আমায় নিশ্চয় পরিত্যাগ করে যাবেন তা হলে পতিহারা প্রাণ রেখে আর প্রয়োজন কি ? দিই—পতি পদেই এই বেলা এ পাপ প্রাণ বিসর্জ্জন দিই। প্রভো নিতান্তই যদি মিনতি না রাখেন, নিতান্তই যদি নিরপরাধে অধীনীকে পায়ে ঠেলেন, তা হলে আমি কি সুখে এ প্রাণ ধারণ কর্‌ব ? দাঁড়ান, আগে আপনার পায়েই এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিই, আপনি বামে শব দেখে তপস্যায় গমন করুন, তা'হলে আপনি শীঘ্রই চতুর্ব্বর্গ ফললাভ কর্‌তে পার্‌বেন

জরৎ ক্ষান্ত হও, জরৎকারী! আর বৃথা বিলাপ করে আমার মায়া-মমতাহীন হৃদয়কে উদ্বেলিত করো না যাও, তোমার ভ্রাতার নিকট গমন কোরে তাকে আমার প্রস্থান সংবাদ দাও

জরৎকারী হা নাথ আমি ভ্রাতাকে গিয়ে কি বল্‌ব ? তিনি যখন আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, জরৎকারী কি অপরাধে তোমায় মুনি পরিত্যাগ করে গেলেন, তখন আমি কি বলে তাঁকে বুঝাব ? তিনি যে উদ্দেশ্যে আমায় আপনার করে সমর্পণ করেছিলেন, তাঁর সে উদ্দেশ্য যে এখনও পূর্ণ হয় নাই প্রভু প্রসন্ন হন, প্রসন্ন হন! আশ্রিতা দাসীকে নিদয় হয়ে পায়ে ঠেল্‌বেন না

জরৎ শোন জরৎকারী তোমার ভ্রাতার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়েছে তোমার গর্ভে এক পুত্র আছে, তুমি অচিরে এক সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পরম পণ্ডিত পুত্র প্রসব কর্‌বে, তার নাম আস্তিক রেখো সেই পুত্রই পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় কুলই নিস্তার কর্‌বে, এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও এ কি মন! পত্নি জরৎকারীকে পরিত্যাগ করে যেতে এত কাতর হচ্ছ কেন ? কেন প্রাণ, কেন এত আকুল হয়ে উঠ্‌ছ ? না না—তপস্বীর আবার সংসার বন্ধন কি! তপস্বীর আবার সংসার-বর্জ্জনের মায়া কি একবার যখন মায়াডোর ছিন্ন

করেছি, একবার যখন প্রতিজ্ঞা করেছি, জরৎকারীকে পরিত্যাগ করব, তখন চন্দ্র সূর্য্য নভশ্চ্যুত হলেও সে প্রতিজ্ঞা টলবে না কার সাধ্য, আর এক মুহূর্ত্ত আমায় এ স্থানে বাধে? সাবধান—মায়া সাবধান. জরৎকারুর নিকট অগ্রসর হস্নে যা, দূর হ—এ কি! তবু প্রাণ কাঁদে যে! না আর কিছুতেই শুনব না এতদিন যে পথে সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়েছি, পত্নী জরৎকারীর মায়াও আজ সেই পথে বিসর্জ্জন দিলাম, আর না, বিলম্বে মায়া বাড়বে জয় জগদীশ.

[প্রস্থান।

জরৎকারীর গীত।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

ওই যায়—ওই যায়—ওই যায়
নিরাশ-পাথারে ভাসায়ে আমারে
হৃদি শূন্য ক'রে ঐ মুনি যায়
নিরদয় মুনি, রাখিল না বাণী
হায় হায় হায়, কে ডেকে ফেরায়;
কাঁদায়ে আমারে, জনমের তরে
মুনি ওই মোরে ছেড়ে চলে যায়।

জরৎকারী হায় হায়, কি হলো! মুনি যে সত্যসত্যই দাসীকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে নিদয় হয়ে চলে গেল। কত বল্লেম, কত মিনতি কর্লেম, কত কেঁদে চরণে ধর্লেম কিছুতেই যে বুঝিয়ে রাখ্তে পার্লেম না। কি হবে, কি হবে! কে সাক্ষাৎ ক্রোধ অবতার মুনিকে ডেকে ফিরাবে! হায় হায়, আমার ইহজন্মের সকল সুখ, সকল সাধ অকালেই সাঙ্গ হলো. তবে কি সাধে আর এ পাপ প্রাণ রাখি যাক্ স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে এ কঠিন প্রাণও এ দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করুক। (পতন)

গীত।

রাগিণী শঙ্করাভরণ—তাল আড়াঠেকা।

ফুরাল সুখসাধ এত দিনে
দারুণ বিধি হবে বাদী রহিল অবলা-জীবনে॥
সবে মরি বুক ফেটে যায়,
এ দুঃখ আর জানাব কায়,
বুকের ভিতর আগুন জ্বলে যায়—
পতি গেলেন চলি বিপিনে
সুখ-সূর্য্য প্রকাশিয়ে,
ঐ যায় গো অস্তে চলিয়ে,
কে আনে ফিরায়ে এ সময়ে সদয় হয়ে—
আর কি উদিবে পুনঃ সুখ-গগনে

বাসুকির প্রবেশ।

বাসুকি। জরৎকারী জরৎকারী! একি, এখানে এমন করে পড়ে রয়েছ কেন? কথা কও—উঠ—কি হয়েছে, বল

মূর্চ্ছাভঙ্গে জরৎকারীর ব্যাকুলভাবে

গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

মুনি কতদূর গেল
সুধাই সকলে—আমায় দয়া করে বল॥
কহ কহ বনলতা, কহ তরুগণ,
কহলো কুসুমকলি কহ সমীরণ,
কহ না কহ না, কোর না ছলনা,
বড় পরাণ আকুল॥

বাসুকি ভগ্নি! ভগ্নি একি! এমন কোরে রোদন কোর্‌ছ কেন?

মুনি কোথায়? কি হয়েছে শীঘ্র বল তোমার ভাব দেখে আমার মনে বড় শঙ্কা হচ্ছে

জরৎকারী দাদা! সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে! মুনি জন্মের মত আমায় পরিত্যাগ করে চলে গেছেন।

বাসুকি কি বল্লে জরৎকারী! মুনি চলে গেছেন? এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! হায়, নিষ্ঠুর মুনি যখন প্রথমেই এ দারুণ পণের প্রস্তাব করেছিল, তখনই ভেবেছিলেম যে, একদিন এ সর্ব্বনাশ ঘটবে, হায় হায়! তাই ঘট্‌ল। যে আশায় আমরা এতদিন প্রাণ ধরে ছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আজ সে আশাও ফুরাল হায় জননি! কি কুক্ষণেই কালমুখে আমাদিগের শাপ দিয়েছিলে! ভগিনী! মুনি কি অপরাধে তোমায় পরিত্যাগ করে গেলেন?

জরৎকারী আজ অপরাহ্নে মুনি আমার কোলে মাথা রেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, এমন সময় সন্ধ্যা উপস্থিত হলো, তবুও তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল না দেখে পাছে, সন্ধ্যা বয়ে গেলে তাঁর ধর্ম্ম লোপ হয়, সেই ভয়ে আমি কি কুক্ষণে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করেছিলেম। হায় হায়! নিষ্ঠুর মুনি, সেই অপরাধে আমায় ছেড়ে চলে গেছেন।

বাসুকি বুঝেছি বুঝেছি! মাতৃবাক্য লঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত অনলে জীবনাহুতি—আমাদের ভাগ্যে অখণ্ডনীয়। পিতামহ ব্রহ্মাও আমাদের সহিত ছলনা করেছেন।

জরৎকারী। না দাদা, পিতামহ ছলনা করেন নাই মুনির পায়ে পড়ে কাঁদ্‌তে তিনি সদয় হয়ে যাবার সময় বলে গেছেন, আমার গর্ভস্থ শিশুই তোমাদের মাতৃশাপ নিস্তার করবে।

বাসুকি। শুনে হৃদয় শান্ত হল—মন আশ্বস্ত হল। বুঝ্‌লেম, তোমা হতেই নাগকুলের নিস্তার উপায় হল। যাই, ভ্রাতৃগণকে এ শুভ সংবাদ দিইগে।

[প্রস্থান।

জরৎকারী হায়! মনে করেছিলাম, স্বামী যে দণ্ডে ছেড়ে গেলেন, সেই দণ্ডেই প্রাণ পরিত্যাগ করে সকল জ্বালা জুড়াব, কিন্তু তা দেখ্‌ছি হল না

হতভাগিনীর গর্ভে যখন কে এক হতভাগা এসেছে, আর সে হতে যখন ভ্রাতৃগণ মাতৃশাপে রক্ষা পাবে, তখন প্রাণ পরিত্যাগই বা করি কেমন করে ? বুঝ্‌লেম, পরমায়ুঃ পূর্ণ না হলে, ইচ্ছা কর্‌লেও জীবের মর্‌বার অধিকার নাই যাই, এখন পতির আদেশ মতে জগৎপতির পাদপদ্মে মতি স্থাপন করেই কাল হরণ করিগে

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

রাজপথ ।

উতঙ্কের প্রবেশ ।

উতঙ্ক কি ভয়ঙ্কর ! কি ভয়ঙ্কর . গুরুদেব নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য স্থানান্তরে যাবার সময় আমায় বলে গেলেন, "বৎস উতঙ্ক তুমি গৃহে রহিলে, দেখো, যেন গৃহে কোন অভাব না হয় " কিন্তু কে জানে, গুরুপত্নী আমাকে তাঁর এরূপ কুৎসিত অনুরোধ রক্ষা কর্‌তে আদেশ কর্‌বেন কি ভয়ঙ্কর ! কি ভয়ঙ্কর ! সংসারে স্ত্রীলোকের চরিত্র বুঝা ভার স্ত্রীলোকে না কর্‌তে পারে, এমন কাজই নাই স্ত্রীলোকের জন্য সংসারে যে কত অনর্থ উপস্থিত হচ্ছে, তা বলা যায় না তবু লোকে সেই স্ত্রীলোকের জন্য আত্মহারা । শাস্ত্রে বলে, "স্ত্রীনাং চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং, দেবা ন জানন্তি কুতঃ মানবাঃ স্ত্রীলোকের চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য দেবতারও অগোচর স্ত্রীলোকের অসাধ্য কিছুই নাই স্ত্রীলোক কোলে থাক্‌লেও তবু তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয় । সংসারে স্ত্রীলোককে যে বিশ্বাস করে, তার মত নির্ব্বোধ আর নাই স্থান, কাল ও পাত্র সহজে একত্র সংযোগ হয় না বলেই স্ত্রীলোকের সতীত্ব বজায় থাকে , নতুবা ঐ তিনের একত্রে সংযোগ সুবিধা পেলে চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখ্‌তে

পারে, এরূপ স্ত্রীলোক সংসারে অতি দুর্লভ একদা যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এ বিষয়ে পরীক্ষা কর্‌বার জন্য দ্বারকানগরে সমস্ত রমণিগণকে একত্রে আহ্বানে বসিয়ে পুত্র কামদেবকে পরিবেশন কর্‌তে বলেছিলেন তাতে তিনি এক কামদেবের প্রসূতি ব্যতীত আর সকল যদুরমণিগণকে যখন আকুল হতে দেখেছিলেন, তখন আর অন্য রমণীর কথা কি? ধন্য রমণীর চরিত্র! ধন্য তোমার মোহনশক্তি তোমাতে অসম্ভব কিছুই নাই শাস্ত্রে বলে, শিষ্য পুত্রতুল্য, গুরুপত্নী জননীতুল্যা সেই গুরুপত্নীই যখন আমার কাছে কুৎসিত প্রস্তাব কর্‌তে পার্‌লেন, তখন আর স্ত্রীলোকের অসম্ভব কি? স্ত্রীচরিত্রে বিচিত্রতাই বা কি? না, আর ও সব কিছু ভাব্‌ব না, সে কুৎসিত প্রস্তাবের কথা আর মনোমধ্যে স্থান দেব না তিনি আমায় যাই ভাবুন না কেন, আমি তাঁকে জননী বই আর অন্য কিছু ভাবি না এখন গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য এই কুণ্ডল নিয়ে শীঘ্র তাঁর নিকট ফিরে যেতে পার্‌লে হয় যা হক্, এত দ্রব্য থাক্‌তে গুরুপত্নী পৌষ্যরাজমহিষীর কুণ্ডল আমার নিকট গুরুদক্ষিণা চাইলেন কেন? আবার সপ্তাহমধ্যে নিয়ে যেতে হবে। ওঃ! বুঝিছি, গুরুদেব নিমন্ত্রণে গেলে, গুরুপত্নী আমাকে যে অনুচিত আদেশ পালন কর্‌তে বলেন, আমি তাতে সম্মত হই নাই বলেই আমার সর্ব্বনাশের জন্য এই ষড়যন্ত্র করেছেন আমি সপ্তাহমধ্যে এই কুণ্ডল না দিতে পার্‌লে তিনি অভিসম্পাৎ কর্‌বেন। উঃ! কি ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর! রমণীচরিত্র কি ভয়ঙ্কর! যা হক্, আজ সপ্তাহ পূর্ণ, আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই কুণ্ডল দিতে হবে যাই, আর বিলম্ব কর্‌ব না, এই স্থানে কুণ্ডল রেখে ঐ সরোবরে স্নান করে শীঘ্র গুরুগৃহে গমন করি

[কুণ্ডল রাখিয়া প্রস্থান।

ক্ষপণকবেশে তক্ষকের প্রবেশ।

তক্ষক। এই যে কুণ্ডল,
তক্ষকের চির আকাঙ্ক্ষার ধন।
চিরকাল খুঁজিয়া বেড়াই যারে,

বহুক্লেশে এতদিন পরে
পাইয়াছি সন্ধান তাহার।
আরে আরে অবোধ ব্রাহ্মণ!
তক্ষকে বঞ্চিয়া
এ কুণ্ডল কোথা যাবি লয়ে?
এই আমি হরিয়া ইহারে পেবেশি পাতালে।
যে হয় সে হবে ভালে ব্রহ্ম কোপানলে

[কুণ্ডল লইয়া প্রস্থান।

উতঙ্কের পুনঃ প্রবেশ।

উতঙ্ক। এ কি! কুণ্ডল কই! অ্যাঁ—একি হলো! কুণ্ডল কোথা গেল! হরি হরি! দীনবন্ধু, বিপদ্‌ভঞ্জন! এ আবার আমায় কি বিপদে ফেল্‌লে ঠাকুর! এই যে এই স্থানে রেখে স্নান কর্‌তে গেলেম, এরই মধ্যে কে কুণ্ডল নিয়ে পলায়ন কর্‌লে—কে ব্রাহ্মণের বহুকষ্টের ধন হরণ করে ব্রাহ্মণকে দুঃখ দিতে অভিলাষ কর্‌লে যেই হও—খেচর, ভূচর, জলচর যেই হও, মিনতি কর্‌ছি, দাও, দরিদ্র ব্রাহ্মণের ধন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ফিরিয়ে দাও অনেক দুঃখ পেয়েছি আর আমায় দুঃখ দিয়ো না, আর আমায় কাঁদিও না। আমি গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য বহুকষ্টে কুণ্ডল ভিক্ষা করে নিয়ে যাচ্ছি। আজ গুরুপত্নীকে এ কুণ্ডল না দিতে পার্‌লে গুরুপত্নী আমায় অভিসম্পাৎ কর্‌বেন। কুণ্ডল লয়ে ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করো না, ব্রাহ্মণকে গুরুপত্নীর দারুণ শাপে ফেল না দাও—দাও, মিনতি করি, ব্রাহ্মণের কুণ্ডল ব্রাহ্মণকে ফিরে দাও

আকাশবাণী।

ভেব না ভেব না দ্বিজ, শোন হে বচন
তক্ষক কুণ্ডল হরি কৈল পলায়ন।
অবিলম্বে পাতালেতে করহ গমন;
তথায় পাইবে তুমি কুণ্ডলরতন।

উতঙ্ক একি শুন্‌লেম! দুষ্ট তক্ষক আমার কুণ্ডল হরণ করে পাতালে পলায়ন করেছে! তক্ষকের কাছে আমি এমন কি অপরাধ করেছি যে, সে আমায় এরূপে দুঃখ দিলে। আচ্ছা, আগে কুণ্ডল উদ্ধার করে গুরুদক্ষিণা দিয়ে আসি, তার পর পাপিষ্ঠ তক্ষকের যাতে সমুচিত দণ্ডবিধান হয়, তার উপায় কর্‌ব শুধু তক্ষক কেন? সমস্ত সর্পকুল যাতে নির্ম্মূল হয়, তাই কর্‌ব।

রুরুর প্রবেশ।

রুরু। সমস্ত সর্পকুল যাতে নির্ম্মূল হয়, তাই কর্‌ব

উতঙ্ক। কে আপনি মহাশয়, আমার কথার প্রতিধ্বনি কর্‌লেন?

রুরু। আমার নাম রুরু, আমি মহর্ষি প্রমতীর পুত্র আপনি কে?

উতঙ্ক। আমার নাম উতঙ্ক, মহর্ষি বেদ আমার শিক্ষাগুরু

রুরু নমস্কার (উভয়ের পরস্পর নমস্কার)

রুরু। সমস্ত সর্পকুল যাতে নির্ম্মূল হয় বোলে আপনি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছিলেন নয়? কেন, আপনি কি সর্প অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়েছেন?

উতঙ্ক। মহাশয়! অত্যাচারের কথা আর জিজ্ঞাসা করেন কেন? গুরুদক্ষিণা দেবার জন্য বহুকষ্টে পৌষ্যরাজমহিষীর কর্ণকুণ্ডল ভিক্ষা করে নিয়ে যাচ্ছিলেম এইস্থানে কুণ্ডল রেখে কেবল স্নান কর্‌তে গিয়েছিলেম; এসে শুন্‌লেম, দুরাত্মা তক্ষক সেই কুণ্ডল হরণ করে পাতালে পলায়ন করেছে কি বল্‌বো মহাশয়, সে কুণ্ডল না পেলে আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে আমি তক্ষকের কাছে কোন অপরাধ করি নাই বিনা দোষে পন্নগাধম আমার সেই সর্ব্বনাশসাধনে উদ্যত তাই আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছিলেম, স্বগণের সহিত দুরাচার তক্ষক যাতে বিনষ্ট হয়, তার উপায় কর্‌ব এখন বলুন দেখি, আপনি আমার প্রতিজ্ঞায় প্রতিধ্বনি কর্‌লেন কেন? আপনিও কি আমার ন্যায় সর্পের অত্যাচারে উৎপীড়িত?

রুরু। অত্যাচার বোলে অত্যাচার! এ রকম অত্যাচার কি কার সহ্য হয়। প্রাণাধিকা পত্নী আমার, মালা গেঁথে আমাকে পরাবে বলে কাননে ফুল তুল্‌তে গিয়েছিল, দুষ্ট সর্প সেইখানে সেই সবলাকে দংশন কর্‌লে প্রিয়া

আমার অমনি যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে "হা নাথ" বলে ডাক্‌তে ডাক্‌তে সেইখানেই চক্ষু মুদিত করলে উঃ সে অবস্থা মনে হলে এখন আমার বুক যেন ফেটে যায়

উতঙ্ক অ্যাঁ! বলেন কি? এত অত্যাচার। যে সর্পের জন্য আমি গুরুদক্ষিণার কুণ্ডলহারা, সেই সর্পের জন্য আপনি প্রাণাধিকা পত্নীহারা! কি বলব, আজ আমার গুরুদক্ষিণা দেবার দিন, নতুবা এই দণ্ডেই আমি সর্পগণের সমুচিত দণ্ডবিধান কর্‌তেম তার পর—তার পর?

রুরু তার পর যমের নিকট অনেক স্তব স্তুতি করে নিজের অর্দ্ধেক পরমায়ুঃ দিয়ে পত্নীকে পুনর্জ্জীবিত করেছি বটে, কিন্তু সেই অবধি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, সর্প দেখ্‌লেই সংহার কর্‌ব। সেইজন্য এই দেখুন, ব্রাহ্মণ আচার পরিত্যাগ করে নরহন্তা দস্যুর ন্যায় এই দণ্ড হাতে করে দিবানিশি ঘুরে বেড়াচ্ছি। সর্পকুল নির্ম্মূল করাই এখন আমার একমাত্র ব্রত।

উতঙ্ক আমারও তাই—এখন যাচ্ছেন কোথা?

রুরু আর যাব কোথা? হস্তিনায় রাজার কাছে প্রজার প্রতি কেহ অত্যাচার কর্‌লে আগে রাজাকে জানানই বিধেয় আমি তাই মহারাজ জন্মেজয়কে সর্প অত্যাচারের কথা অনুযোগ কর্‌তে যাচ্ছি দেখি, তিনি কি বিধান করেন—আপনিও সঙ্গে আসুন দুরাচার তক্ষক অত্যাচারে আপনিও উৎপীড়িত, সেই দুরাচার তক্ষকই মহারাজের পিতা পরীক্ষিতকে দংশন করে সংহার করেছে। আসুন, মহারাজকে সেই কথা স্মরণ করে দিই গে

উতঙ্ক উত্তম যুক্তিই বটে চলুন, আপনি অগ্রসর হন, আমি কার্য্য সমাধা করে আপনার পশ্চাৎ অনুসরণ কর্‌ছি।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নগরপ্রান্তে পথ।

দেবল, দেবলপত্নী ও পুরঞ্জন

দেবল। বাপ্ পুরঞ্জন! বেলা গেল নয়?

পুরঞ্জন পশ্চিমদিক্ রাঙা হয়ে এসেছে সন্ধ্যের আর দেরী নাই

দেবল। সন্ধ্যার ত দেরি নাই; কিন্তু আমার জীবন-সন্ধ্যার কত দেরী, বল্‌তে পারিস্?

পুরঞ্জন জীবন সন্ধ্যে কি বাবা?

দেবল সন্ধ্যার পর লোকে ঘুমায়; এ সন্ধ্যায় ঘুমালে খানিক পরে ঘুম আবার ভেঙে যায়, আবার ক্ষুধা তৃষ্ণা দেখা দেয়; কিন্তু জীবনসন্ধ্যায় ঘুমালে ঘুমও আর ভাঙে না, ক্ষুধা তৃষ্ণারও আর জালা সইতে হয় না কাঙালের জীবনে জীবন সন্ধ্যাই ভাল।

পুর বাবা! তবে আমার জীবন-সন্ধ্যে কবে হবে?

দে-পত্নী। ষাট্ ষাট্। বাছা, চুপ কর! ও কি কথা, ও কথা কি বল্‌তে আছে?

পুর। বেশ ত মা, তা হলে আর খিদের জালা সইতে হবে না, আর এমন কোরে পথে পথে পেটের জালায় ঘুরে বেড়াতেও হবে না।

দে পত্নী বালাই, তুই যে তোর কাঙাল বাপ মার জীবনের জীবন, নয়নের মণি, ভিক্ষার সম্বল, অন্ধের যষ্টি, আঁধার ঘরের আলো। আমি জন্ম-কাঙালিনী, তুই এ কাঙালিনীর গর্ভে জন্মে কাঙালিনীর ছেলে কাঙাল হয়েছিস্। কাঙালকে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে কোরেই খেতে হয়, তাতে আর দুঃখ কি বাপ্—লজ্জা কি বাপ্?

পুর। কেন মা? বাবা ত বল্‌লেন, কাঙালের জীবনের জীবন সন্ধ্যেই ভাল আমি যদি কাঙাল, তবে আমার জীবনে জীবন-সন্ধ্যে ভাল নয় কেন? বেশ ত, ঘুমুলে ঘুমও ভাঙ্‌বে না, আর খিদেও পাবে না।

দে-পত্নী আহা, বাছারে তোর কথা শুন্‌লে বুক যে ফেটে যায় কেন বাপ্, এ কাঙালিনীর গর্ভে জন্মেছিলি ? (রোদন)

পুত্র মা, এ কথা বল্‌লে তোমায় কাঁদ্‌তে হয়, তবে আমি আর কখনও এ কথা বল্‌ব না তুমিও চুপ্ কর।

দেবল পুত্রধন! সন্ধ্যা ত হলো, আর কোথা যাবি বাপ্, আর যে আর চল্‌তে পারি না, হাত পা সব অবশ হয়ে আস্‌ছে

পুত্র বাবা, আমি তোমাদের মত বড় হব কবে ?

দেবল কেন বাবা, এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছ কেন ?

পুত্র আমি বড় হলে গায়ে খুব জোর হবে, তা হলে আমি তোমাদের দুজনকে কাঁধে নিয়ে ভিক্ষে কর্‌তে যাব। এখন যে পার্‌ব না বাবা।

দে-পত্নী। আহা, বাছারে তোর চাঁদ মুখের মিষ্টিকথা শুন্‌লে আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা যে আর কিছুই থাকে না তোর চাঁদমুখপানে চেয়ে দেখ্‌লে আমরা সকল জ্বালা ভুলে যাই। হৃদয়নিধি—সর্ব্বস্ব আমার! কেন বাবা এ কাঙালের ঘরে এসে জন্মেছিলি ? আহা, এ বয়সে কোথা তুই পেটভরে তিন চারবার খাবি, তা না হয়ে কোনদিন অর্দ্ধাশন, কোনদিন উপবাস। কাল সেই একটুকু খুদসিদ্ধ খেয়ে আছিস্, আজ সমস্ত দিন গেল, সন্ধ্যা হলো, এখনও যে তুই মুখে কিছু দিস্‌নি বাছারে! আমাদের দেহে কষ্ট বরং সহ্য হয়, কিন্তু তোর ননীর দেহের এ কষ্ট দেখ্‌লে, তোর শুষ্ক মুখ পানে চাইলে প্রাণ যে একেবারে ফেটে যায়

পুত্র মা! তোর দয়াল হরি ঠাকুর বড় নির্দ্দয়, বড়লোকদের জন্য তিনি কত রকম খাবার করেছেন, কাঙালদের খাবার জন্য তিনি মাটী কেন মিষ্টি করেন নাই ? তা হলে আমরা সবাই তাই খুব খানিক খানিক খেয়ে পেট ভরাতুম; ক্ষিধের জ্বালা মিটে যেত। হাঁ মা গাছের পাতা খেলে কি পেট ভরে না ?

দে-পত্নী ওহো বাপ্‌রে (রোদন)

পুত্র চুপ্ কর মা, চুপ্ কর, কেঁদ না বই, আমার ত ক্ষিধে পায় নি আমি আমার ক্ষিধের কথা বলছি না মা; তোমাদের যে কিছু খাওয়া হয় নি, তোমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে, নয় মা ? বাবার বড় কষ্ট হচ্ছে, নয় মা ?

দেবল হে অনাথশরণ—দীনতারণ—মধুসূদন! এ দীনহীন, অনাথ পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাপ করেছিল, যে তার জন্য এ জন্মে এত কষ্ট দিচ্ছ? চক্ষের উপর পত্নী পুত্রের এ দুর্দ্দশা—এ কাতরতা আর যে দেখ্‌তে পারি না। দীনবন্ধু দয়াল হরি, কাঙালের ঠাকুর এ দীন কাঙালের প্রতি এত বিমুখ কেন? এ আবার তোমার কি লীলা? লীলাময়; তোমার নাম কর্‌লে জীবের ভবের ক্ষুধা ঘুচে যায়, আর আমাদের সামান্য জঠরের ক্ষুধা ঘোচে না কেন ঠাকুর? সন্তান জন্মাবার আগে তার আহারের জন্য মার স্তনে ক্ষীর সঞ্চার করে দিতে পার, জগতের যাবতীয় খেচর, ভূচর, জলচর, কীটপতঙ্গ, পিপীলিকার নিত্য আহার যোগাতে পার, আর এই হতভাগ্য দেবলের আর দেবল-পত্নী পুত্রের বেলায় কি এতই কাতর হও? জগন্নাথ! এ তিনজন কি তোমার এ বিশ্বজগৎ ছাড়া? দাতা হয়ে এদের বেলা কৃপণ হও কেন ঠাকুর? যদি এ জগতের সকলের আহার যোগাতে পার, তবে এই তিনটী প্রাণীর আহার যোগাতে কি তোমার এত ভার বোধ হয়? তিনটী প্রাণীর ক্ষুধানল নিবারণের জন্য যৎকিঞ্চিৎ দিতে কি তোমার প্রকাণ্ড বিশ্বভাণ্ডার ফুরিয়ে যায়? না—ক্ষুধানলে দগ্ধ করে এ তিনটী প্রাণীর প্রাণ বিনষ্ট করাই তোমার ইচ্ছা? ইচ্ছাময়! যদি সেই ইচ্ছাই হয়, তা হলে আর বিলম্ব কর কেন? শীঘ্রই সে ইচ্ছা পূর্ণ কর। আর সহ্য হয় না হরি, আর সহ্য হয় না। ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা, আর এ জ্বালা সহ্য হয় না তুমি ত জান দামোদর! এ জ্বালায় অস্থির হয়ে তুমি ভিক্ষা করেছ, খুদ খেয়েছ, বিষান্ন খেয়েছ, উচ্ছিষ্ট খেয়েছ তাতেও তোমার পেট ভরে নাই, শেষে ঘরে ঘরে চুরি করেছ; কিছু বিচার কর নাই জুড়িয়ে দাও হরি, হয় আমাদের এ ক্ষুধার জ্বালা জুড়িয়ে দাও, নয় আমাদের এ ভবের বাসা, ভবের ক্ষুধা একেবারে মিটিয়ে দাও

গীত।

রাগিণী কল্যাণ—চৌতাল

করি এই মিনতি শ্রীপতি তোমায়।
কর করুণা ধন বর· নিদান এ অভাগায়

জঠর নলের কি যাতনা,
জেনেও কি তা জান না—হরি হে—
জেনে কষ্ট ওহে কৃষ্ণ এ কষ্ট দাও আমায়।
তুমি ক্ষুধার জ্বালায় বংশীধারী,
করিয়াছ নবনী চুরি—হরি হে—
তাইতে বলি বনমালী ঘুচাও ক্ষুধার যাতনা।

দেবল কমলাকান্ত হে! তুমি যারে বিমুখ হও, জগতের সকলেই যে তার প্রতি বিমুখ হয়; তার মুখ যে, মুখ তুলে কেউ দেখে না নইলে প্রাতঃকাল হতে এই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে লোকের দ্বারে দ্বারে ক্ষুধায় কাতর হয়ে ঘুরে বেড়ালেম—কই, কেউ ত মুখের পানে চাইলে না, কাঙাল বলে কেউ দয়া করলে না।

পুর। মা! বাবা ক্ষিদেয় বড় কাতর হয়েছেন, দেখে আমার প্রাণে বড় কষ্ট হচ্ছে, চোখে জল আস্‌ছে। কি হবে মা? হাঁ মা, দয়াল হরি ঠাকুর ত পৃথিবীতে অনেক জল করে দিয়েছেন, তবে আবার তিনি কাঙালের চোখ দিয়ে এত জল বার করেন কেন?

দে-পত্নী চুপ্ কর বাছা, চুপ্ কর দয়াল হরিকে প্রাণভরে ডাক, তিনি বই কাঙালের চোখের জল মুছিয়ে দিতে আর কেউ নাই

দেবল দীনবন্ধু—অনাথের নাথ—কাঙালের আশ্রয় মধুসূদন! আর যে তোমায় ডাক্‌তে পারি না ঠাকুর! ক্ষুধানলে তনু যে জলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেল, কণ্ঠ যে ক্রমে রুদ্ধ হয়ে এল, রসনা যে নীরস হয়ে উঠ্‌ল, ওষ্ঠ যে শুষ্ক হয়ে গেল, আর যে কথা বেরুচ্ছে না হরি! কি করি, কি করি। (উপবেশন) পীতবাস! এ দেহবাস হতে প্রাণ বুঝি বহির্গত হয়। কালের কাল হে! এ নিদান কালে বুঝি মনের সাধে তোমায় ডাক্‌তে পার্‌লেম না, মনে এই দুঃখই রয়ে গেল।

গীত।

রাগিণী মারু-কেদারা—তাল তেওরা।

রহিল এই মনে ব্যথা অন্তরে।
হরি বলি তোমারে

ছিল সাধ মনে মরণ কালেতে,
তব নাম হরি বলিব মুখেতে—ভক্তি সহিতে——
হলো সে সাধে বিষাদ, ঘটিল পরমাদ,
মৃত্যু যাতনাতে ভুলিনু তোমারে
নিজগুণে যদি ওহে দয়াময়,
অসময়ে প্রসন্ন হয়ে দেখা দাও,
ক্ষুধানলের জ্বালা জানাই তোমার চরণ ধরে

পুত্র। মা, বাবার বুঝি বড় কষ্ট হচ্ছে ওই দেখ, উনি আর চল্‌তে পার্‌ছেন না; কাতর হয়ে মাটীতে বসে পড়েছেন কেমন কর্‌ছেন কি হবে মা, কি হবে মা? কোথায় কি পাব যে, এ সময়ে এনে বাবাকে দেবো?

দে-পত্নী বাপ্‌রে। তুই ততক্ষণ কাঙালের আশ্রয় দীননাথ হরিকে ডাক্, আমি ছুটে গিয়ে দেখি—যদি কোথাও একটু জল পাই।

[দ্রুতপদে প্রস্থান

পুত্র। হরি! হরি মা বলেছেন, তুমি দয়াল ঠাকুর তোমায় ডাক্‌লে, তুমি কাঙালের চোখের জল মুছিয়ে দাও কই ঠাকুর আমি ত কাঙালের ছেলে কাঙাল, আমি যে তোমায় এত ডাক্‌ছি, এত কাঁদ্‌ছি, তবে আমার প্রতি দয়াল হচ্ছ না কেন? আমার চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছ না কেন? দয়াল হয়ে নিষ্ঠুর হও কেন ঠাকুর? দয়া কর হরি, দয়া কর, বাবার ক্ষুধার জ্বালা, মার ক্ষুধার জ্বালা ঘুচিয়ে দাও, আমার চোখের জল মুছিয়ে দাও

সরোদনে দেবল-পত্নীর প্রবেশ

এ কি! মা, কাঁদ্‌ছ কেন? কি হয়েছে?

দে-পত্নী বাছারে! মধুসূদন যাকে কাঁদায়, জগতে তার কান্নাই যে সার আমরা জগতে কেবল কাঁদ্‌তেই এসেছি—কেঁদেই চলে যাব।

পুত্র কই মা, জল কই?

দে-পত্নী। আহা বাপ্‌রে! তোর পিতার মুখে জল দেবো বলে অনেক কষ্টে পদ্মপাতায় করে একটু জল আন্‌ছিলেম, দুষ্ট চিলে খাবার জিনিষ মনে

করে তাতে ছোঁ মার্‌লে, জলটুকু সব পড়ে গেল বাপ্‌রে বুঝেছি, দীননাথ যার চোখের জল বার করেন, তার চোখের জল দেখ্‌তে সকলেই ভালবাসে, মুছাতে কেউ চায় না। কার দোষ দিই বল? সকলই এ হতভাগিনীর পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল।

পুত্র মা, তুমি বাবার কাছে দাঁড়াও। আমি আর একবার দেখি, যদি কিছু পাই।

দেবল কোথা যাবি বাপ্? আবার তুই কোথা যাবি? নগরে? না না বাপ, আর সেথা যাস্‌নে। ওরে! নগরের লোকের মনে দয়া মায়া নাই, কাঙালের শুষ্ক মুখপানে তারা চেয়ে দেখে না বিলাসতরঙ্গে গা ভাসিয়ে তারা অকাতরে অজস্র অর্থব্যয় কর্‌তে পারে, কিন্তু কাঙাল গরীবের পেটের জ্বালা নিবারণ কর্‌বার জন্য তারা এক কপর্দ্দকও ব্যয় কর্‌তে কাতর হয়। তারা শিক্ষাভিমানী, উন্নত, সভ্য; অসভ্য কাঙাল গরীবকে দেখ্‌লে তাদের মনে ঘৃণা হয়। নগরের সুধাধবলিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা মাঝে যে সকল সুপরিচ্ছদধারী মানবমূর্ত্তি বিরাজ করে তারা মানব নয়, বাপ্ মানব নয়; ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত নররূপধারী দানব যাস্‌নে বাপ্ যাস্‌নে—তাদের কাছে যাস্‌নে তাদের কাছে গেলে দয়া পাবি না, ঘৃণা পাবি, অনাদর পাবি, অপমান পাবি

পুত্র না বাবা আমি সেথা আর যাব না। এই ত সমস্ত দিন ধরে নগরের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ালেম, কেউ ত দয়া কর্‌লে না, কেউ ত মুখ চাইলে না। সেথা আর যাব না, সেথা যেতে আর ইচ্ছা হয় না।

দেবল তবে কোথা যাবি বাপ্?

পুত্র। বাবা কাঙালের পক্ষে নগরের চেয়ে কাননই ভাল। নগর খালি ধনীরই মুখ চায়, কিন্তু কানন ধনী-দরীদ্র সকলেরই মুখ চায় কাননে দয়া পাওয়া যায়। কাননের তরুলতা অতিথিসৎকার জানে নগরের শিক্ষাভিমানী সুসভ্য লোকদের অপেক্ষা তারা অনেক দয়ালু নগরের গর্ব্বিত, নির্দ্দয় নরমূর্ত্তির চেয়ে কাননের হিংস্রজন্তু অনেক ভাল। আমি কাননেই যাব, দেখি, সেখানকার দয়াল তরুলতা আমায় কিছু দেয় কি না।

দে-পত্নী। না না—বাপ্! তোর আর কোথাও গিয়ে কাজ নাই। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে চারিদিক অন্ধকার, এ সময়ে তুই একা হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ নিবিড় বনে কেমন করে যাবি? আর কোথায় বা কি পাবি? শেষে কি বনে গিয়ে কোন বিপদে পড়্‌বি? বিধাতা আমাদিগে সকল সুখে বঞ্চিত ক'রেছেন, কেবল তো হেন অমূল্যনিধি কোলে দিয়েছেন। আমরা যে তোর মুখ দেখে সকল দুঃখ, সকল জ্বালা সহ্য করে আছি শেষে কি তোরেও হারাতে হবে। কাজ নাই বাপ্, কথা শোন—আর তোর বনে গিয়ে কাজ নাই।

গীত।

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ তাল একতালা।

কাজ নাই গিয়ে বনে, ফল জল অন্বেষণে
থ ব বাপ নয়ন পথে, দেখি তোমায় দু নয়নে
ফল জলে কি কাজ আছে,
থাক্‌রে বাপ্ তুই কাছে,
দেখি তোর মুখ শশী যাব ভুলে ক্ষুধার জ্বালা;—
(কিছু রবে না, রবে না) (তুই থাক্‌লে কাছে)
(ক্ষুধানলের জ্বালা)
ডাক্‌রে বাপ মা মা বলে শুনি তোর চাঁদবদনে।
দিতে বনে বিদায় তোরে,
প্রাণ কেন এমন করে,
মনে হয় যেন রে বাপ আর তুই আস্‌বি না ফিরে;—
(তাইতে যেতে দিব না দিব না) (আমার প্রাণ থাকিতে)
(প্রাণধন তোমায়)
যায় যাক্ ক্ষুধানলে এ প্রাণ তবু থাকরে স্থলে,—
(মরণ হয় সেও ভাল) (তবু তোম ধনে যেতে দিব না)
ঐ বন দেখে [illegible] উদয় হল বাপ্ মনে॥

দেবল। বাপ্ পুরঞ্জন, তোমার জননীর কথাই শোন এ সন্ধ্যা-কালে আর তোমার বনে প্রবেশ করে কাজ নাই চল, কুটীরে ফিরে যাই

পুর না বাবা আজ আপনারা দুদিন উপবাসী রয়েছেন—আপনাদের বড় কষ্ট হচ্ছে। আমি যাই——

দে-পত্নী হাঁরে জীবনসর্ব্বস্ব বাপ্ আমার দুদিন আমরা উপবাসী রয়েছি, আর তুই দুদিন কি খেয়েছিস্ বল দেখি? তুইও ত দুদিন উপবাসী রয়েছিস্ তোর মুখ দেখে যে প্রাণ ফেটে যাচ্ছে আমাদের কষ্টের কথা বল্ছিস্, কিন্তু তোর কষ্টের কথা তুই মুখ ফুটে না বল্লেও আমরা কি তা বুঝ্তে পাচ্ছি না, বাপ্?

পুর মা, তোমাদের কিছু খাওয়াতে পাচ্ছিনা বোলেই আমার যা কষ্ট; তোমরা কিছু খেলে আমার আর সে কষ্ট থাক্বে না। তুমি ভেব না মা, আমি এখনি দয়াল বনশাখীদের কাছে তোমাদের জন্যে ফল ভিক্ষা কোরে আন্ছি।

পুরঞ্জনের গীত।

রাগিণী গৌড় সারঙ্গ তাল ঢিমেতেতালা।

(হায়) বেলা গেল, সন্ধ্যা হলো, কিছু পেলেম না।
অনাথ দেখে মুখের দিকে কেউ ত চাইলে না
ক্ষুধার জ্বালায় জঠর জ্বলে,
ভাসি দু নয়নের জলে
জলে গেলে, আরো জ্বলে
জ্বালা জুড়ায় না
সকাল হতে দ্বারে দ্বারে,
কেঁদে বেড়ালাম ঘুরে,
কাঙাল বোলে, বদন তুলে,
কেউ ত দেখ্লে না

[গায়িতে গায়িতে প্রস্থান

নেপথ্যে। ওমা গেলুম মা! মলুম মা! জলে মলুম মা?

দে-পত্নী ও কি-ও! কার কাতরধ্বনি? আমাদের পুরঞ্জনেরই কণ্ঠস্বর নয়?

নেপথ্যে ও মা! কিসে কামড়ালে মা, বড় জ্বালা মা, জ্বলে মলুম মা, জ্বলে মলুম

দে-পত্নী। তাই ত এত আমাদের পুরঞ্জনের কণ্ঠস্বরই ত বটে। অঁ্যা! কি হল কি হ'ল? বাছাকে কিসে কামড়ালে গো? ওগো! কি হ'ল গো কি হ'ল? কমনে যাব? কই, আর ত বাছার সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না পুরঞ্জন—পুরঞ্জন—বাপ্ যে আমার—

[শশব্যস্তভাবে প্রস্থান

দেবল। কই? কোথায়—কোন্‌দিকে? পত্নি! কোন্‌দিকে গেলে? পুরঞ্জনকে পেলে কি? কই, কোথা পুরঞ্জন—কোথা পুরঞ্জন? পুরঞ্জন—পুরঞ্জন—বাপ্——

পুরঞ্জনের মৃতদেহস্কন্ধে দেবল পত্নীর প্রবেশ

দে পত্নী। নাই নাই, পুরঞ্জন নাই, বাছা আমার নাই। গেছে গেছে, জন্মের মত গেছে——

দেবল। কি—কি, কি বল্‌ছ? নাই—আমার পুরঞ্জন নাই?

দে-পত্নী নাই, পালিয়েছে আমাদের কোল শূন্য কোরে অনেকক্ষণ পালিয়েছে পুরঞ্জন পালিয়েছে, পুরঞ্জনের প্রাণশূন্য দেহ পড়ে আছে এই নাও—এই দেখ—(পুরঞ্জনের মৃতদেহ ভূমে স্থাপন পূর্ব্বক ক্রন্দন)

দেবল মিথ্যাকথা, অসম্ভব—এই যে পুরঞ্জন কথা কচ্ছিল, এই যে বৎস আমাদের জন্য ফল আন্‌তে গেল পালাবে কেন? অভিমান করেছে ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হয়ে চোখ বুজেছে; এখনি উঠ্‌বে, এখনি কথা কবে, এখনি আবার আমাদের জন্য ভিক্ষা কর্‌তে যাবে। পুরঞ্জন, বাপধন! বড় ক্ষুধা পেয়েছে কি? ওঠ বাপ্! আর অভিমানে কাজ নাই। আমি পিতা, তোমাকে ডাক্‌ছি তুমি যে বড় পিতৃভক্ত বাপ! তুমি ত কখন আমার অবাধ্য হও নাই। আজ কেন বারংবার পিতার ডাক শুনেও উত্তর দিচ্ছ না, আজ কেন আমার সঙ্গে কথা কচ্ছ না? ওঠ বাপ, কথা কও, আমার বড় পিপাসা পেয়েছে, শীঘ্র জল এনে দাও। তোমার জননীর বড় ক্ষুধা পেয়েছে, শীঘ্র ফল এনে দাও কেন বাপ্ এমন কোরে শুয়ে রইলে? ওঠ, কথা কও

গীত।

রাগিণী প্রভাতী—তাল ফেরতা।

ওরে কেন প্রাণধন, জীবন রতন আছ ধরাসনে শুয়ে
তোর দেখে চাঁদ মুখ ফেটে যায় বুক কেন রয়েছিস এমন হয়ে ॥
পিতা বলে ডাক চাঁদ মুখেতে
(কেন নীরব হয়ে আছিস রে বাপ) (কেন পিতার কথা শুনিস্ নে বাপ)
(তোর কোমল অঙ্গ কঠিন কেন) (তোর নয়ন জ্যোতিহীন কেন)
তোরে পাঠায়ে বনে, বুঝিয়াছি মনে, জীবনধন দেছি ভাসায়ে
জন্মের মত গেলি চলি যে
(বৃদ্ধ পিতা মাতায় ফেলে) (ছি ছি এ কি কর্‌লি রে বাপ)
(তোরে পালন করে এই হলো রে) (গেলি অসময়ে ফেলে চলে)
তুই হয়ে নিরদয়, কঠিন হৃদয় ফেলে গেলি এ অসময়ে

দে-পত্নী। আর কাকে ডাক্‌ছ নাথ? কে কথা কইবে, কে উত্তর দেবে? কালসাপে—ওহো! বল্‌তে যে বুক ফেটে যাচ্ছে—বনের মাঝে কালসাপে বাছাকে কাম্‌ড়েছে। এই দেখ—সর্ব্বাঙ্গ নীলবর্ণ হয়ে গেছে, বাছা আমার অভিমান কর্‌বেন নাথ! বিষে জর জর হয়ে বাছা আমার ধূলায় পড়ে আছে।

দেবল। অঁ্যা! তবে সত্যসত্যই কি পুত্রধন আমার নাই! বৃদ্ধ পিতাকে ফাঁকী দিয়ে একা পালিয়েছে! পুত্রধন—বাপধন! ক্ষুধার জ্বালা এড়িয়েছ বাপ্? এই নয়, ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ কোরে দেবার জন্য ক্ষুধাহারী হরিকে ডাক্‌ছিলি, দয়াল হরি, দয়া কোরে একেবারে খুব ক্ষুধার জ্বালা মিটিয়ে দিয়েছেন। ধন্য হরি—ধন্য তোমার দয়া। তোমার দয়ার মর্ম্ম এ পর্য্যন্ত আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। দয়াময় হে! দয়া কোরে পুত্রের ক্ষুধার জ্বালা যদি মিটিয়ে দিলে তবে ঐরূপে এই হতভাগ্য পিতামাতার ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ কর্‌তে আর বিলম্ব কর্‌ছ কেন? দাও ঠাকুর, দাও, ঐ সঙ্গে শীঘ্র আমাদের এ ভবের ক্ষুধাও মিটিয়ে দাও। তোমার দয়াময় নামের গৌরব বাড়াও।

দে-পত্নী বাপ্‌রে আমার, বাছারে আমার তোর হতভাগিনী মাকে ছেড়ে কেমন কোরে একা চলে গেলি বাপ্‌ ? তোর বৃদ্ধ পিতার হাত ধোরে কে ভিক্ষায় নিয়ে যাবে বাপ্‌ ? কাঙালিনীর ধন—নয়ননিধি—জীবনসর্ব্বস্ব আমার কি কর্‌লি বাপ্‌ ? হাঁরে। এই কি তোর মনে ছিল ? তোর মুখ দেখে যে আমরা সকল কষ্ট, সকল দুঃখ ভুলেছিলেম তোর এ সোণার অঙ্গ অনলে আহুতি দিয়ে আর আমরা কার মুখ চেয়ে জীবন ধোরে থাক্‌ব বাপ্‌ ? নাথ ! পুরঞ্জনের দারুণ শোক আর যে আমার সহ্য হচ্ছে না। গেল গেল, হৃদয় বুঝি ফেটে গেল। কি করি ! কোথায় যাই কোথায় গেলে এ দারুণ পুত্রশোকের হাত হতে নিস্তার পাই ? যাই যাই, আমার পুরঞ্জন যে পথে গেছে, আমিও সেই পথে যাই (গমনোদ্যতা)

দেবল স্থির হও সাধ্বি ! কোথা যাও ? এ বৃদ্ধকে একা ফেলে কোথায় পলাও ? পুরঞ্জন পালিয়েছে তুমিও পালাচ্ছ, আর এই পুত্র শোকাতুর জরাজীর্ণ বৃদ্ধ কি এই শোক একা ভোগ কর্‌বার জন্য সংসারে পড়ে থাক্‌বে ? কেন—এ বৃদ্ধ দেবলের হৃদয় কি এতই কঠিন ? পুত্র-শোকের বিষের সুশাণিত শর কি এ হৃদয় ভেদ কর্‌তে পারে না ? তা নয় দেবি, পুরঞ্জনের শোক অনেকক্ষণ এ জীর্ণ হৃদয় বিদীর্ণ করেছে, প্রাণবায়ু বহির্গত হ'তে আর বিলম্ব নাই। চল—তিনজনেই আজ এক চিতায় পড়ে সকল জ্বালা জুড়াই গে। এস পুরঞ্জনকে আমার কাঁধে দাও হাত ধর চল।

দে-পত্নী কোথায় যাবে ?

দেবল পুরঞ্জন যে দেশে গেছে

[পুরঞ্জনের মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া পত্নীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনা—রাজসভা।

রাজা জন্মেজয়, মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণ।

জন্মেজয়। মন্ত্রি!

মন্ত্রী। কেন মহারাজ?

জন্মে মন্ত্রি কেন বল দেখি, আজ কয়দিন ধোরে আমার অন্তর একরূপ উদ্বেলিত হচ্ছে—কি যেন করা হয় নাই, কোন গুরুকর্ত্তব্য যেন অসম্পাদিত রয়েছে, কি যেন হেলায় বর্জ্জন কোরে রাজ্যভোগে উন্মত্ত রয়েছি মন্ত্রি! জান কি, কি সে এমন কার্য্য, কোন্ কার্য্য সম্পাদন হয় নাই? কোন্ কর্ত্তব্যপালনে জন্মেজয় উদাসীন?

মন্ত্রী কৈ মহারাজ! এমন কার্য্য ত কিছুই দেখ্‌তে পাই না।

জন্মে মন্ত্রি! রাজকার্য্যে কি কিছু অবহেলা হচ্ছে? রাজধর্ম্ম পালনে কি কোন অবিচার হচ্ছে? দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালনে কি ব্যতিক্রম হচ্ছে?

মন্ত্রী রাজধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মঅবতার মহারাজের সুশাসনে অবিচারের সম্ভব কোথা?

জন্মে প্রজাগণের প্রতি কোন অংশে কোন অবিচার হচ্ছে কি? করশোষণে কেহ কোন স্থানে উৎপীড়িত হচ্ছে কি?

মন্ত্রী মার্ত্তণ্ডদেব কিরণ সহস্রগুণে পুনঃ প্রদান কর্‌বার নিমিত্তই পৃথিবী হোতে রস শোষণ করেন আপনিও সহস্রগুণে মঙ্গল বিধানের জন্যই প্রজাগণের নিকট কর গ্রহণ করেন তাতে প্রজা উৎপীড়িত হবে কি জন্য? বিশেষ প্রজাবৎসল মহারাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাক্‌তে প্রজাপীড়ন কি কথন সম্ভব?

জন্মে মন্ত্রি! তবে আমার নিমিত্ত রাজ্যের কোন স্থানে কোন অশান্তি উপস্থিত হয় নাই? প্রজাগণ সকলে আমাকে রাজমুকুটধারণের

যোগ্য বিবেচনা করে ত ? বল, যদি কেহ কোন অংশে আমাকে অযোগ্য বিবেচনা করে, তাহলে এই দণ্ডেই আমি রাজমুকুট বর্জ্জন করি

মন্ত্রী মহারাজের সুশাসনগুণে অশান্তির সাধ্য কি যে, এ রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে যে, ভাগ্যগুণে যোগ্য রাজশিরে রাজমুকুট শোভা করছে।

জন্মে শোন মন্ত্রি। অদ্ভুত ঘটন!
কয়দিন হতে প্রতি নিশাশেষে
হেরিতেছি অদ্ভুত স্বপন।
স্বপ্নেও ভাবিনে, সে স্বপনের কথা,
স্বপ্নাতীত অলৌকিক স্বপনের ছবি
কণ্টকিত গাত্র মোর সে ছবি দর্শনে।
যেন বিমানে বিমানে, বিমান আসনে
বসিয়া জনক মোর মুদিত নয়নে
বুঝিতে না পারি কিছু,
কায়াময় কিম্বা ছায়াময়!
গলদেশ বেষ্টিত ভুজঙ্গে,
সগর্জ্জনে উর্দ্ধফণ ফণী
ধায় যেন পিতারে দংশিতে
কাতর দৃষ্টিতে, পিতা মোর পানে চায়,
শুধাইলে কথা নাহি কয়,
কি এক ইঙ্গিতে যেন বেদনা জানায়।
করযোড়ে মিনতি করিয়া
ব্যগ্রভাবে যাই তাঁর চরণে ধরিতে,
আর নাহি পাই দেখা—
অমনি সে ছায়ামূর্ত্তি হেরি অন্তর্হিত,
তড়িতের ছটা যেন দেখা দিয়ে ক্ষণতরে
লুকায় মেঘের কোলে পলক ভিতরে

কহ দেখি, মন্ত্রীবর জ্ঞানের আধার,
হেন স্বপ্ন কেন হেরি নিত্য নিশাশেষে ?

মন্ত্রী মহারাজ নিদ্রাকালে স্বপ্নে কত কি দেখা যায়, তা বোলে সে সব বিষয় আলোচনা কোরে কেন বৃথা অন্তরে উদ্বেগ আনয়ন করেন ? স্থির হয়ে রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করুন

জন্মে না সচিব, রাজকার্য্যে আর আমার মন নাই, রাজ্যভোগে আর আমার তৃপ্তি নাই, রাজ-পরিচ্ছদে আর আমার রুচি নাই রাজসিংহাসনের সুখ রাজমুকুটের গর্ব্ব সমস্তই অন্তর হতে অন্তর্হিত হয়েছে এখন কেবল আশিবিষ বেষ্টিত পিতার সেই কাতর মুখমণ্ডল সর্ব্বদাই আমার মনে পড়্‌ছে রাজ্য, রাজকার্য্য, প্রজা আর আমার এখন কিছুই মনে নাই

রুরুর প্রবেশ।

রুরু কে বলে এ কথা ? রাজ্য, রাজকার্য্য, প্রজা যার মনে না থাকে, সে অযোগ্য সে রাজসিংহাসনে কেন ? সিংহাসন কি শুধু অকর্ম্মণ্যের সুখভোগের বিলাসমঞ্চ ? রাজ্যশাসন কর্‌বার ক্ষমতা যার নাই, রাজ্যভোগ তার বিড়ম্বনা মাত্র

জন্মে (শশব্যস্তে উঠিয়া) আসুন—আসুন বিপ্রবর আপনার ন্যায় মহাত্মার পদার্পণে হস্তিনা আজ পবিত্র হ'ল আসন গ্রহণ করুন, বলুন, এ দাস শ্রীচরণে এমন কি অপরাধ করেছে যে, এরূপ কথা বল্‌ছেন ?

রুরু মহারাজ। বলুন দেখি, দুষ্টের দণ্ড বিধানার্থ রাজদণ্ড পরিচালন রাজধর্ম্মের অনুমোদিত কি না ? তাতে অসমর্থ হ'লে রাজদণ্ড পরিত্যাগ করা উচিত কি না ?

জন্মে মহাত্মন্ কি হয়েছে—প্রকাশ করে বলুন। আমি আপনার কথার মর্ম্ম যে ভালরূপে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না বলুন, কোন্ দুষ্টের দণ্ডবিধানে অবহেলা করা হয়েছে

রুরু মহারাজ দুষ্ট সর্পগণ কি আপনার ন্যায় ন্যায়বান্ বিচারকের বিচারে দণ্ডযোগ্য নয় ? বলি, নিশ্চিন্ত হয়ে ত বেশ সিংহাসনে বসে আছেন ; এদিকে অশিবিষ অত্যাচারে জর্জ্জরিত হোয়ে প্রজাগণ রাজ্যময় হাহাকার রব

কর্‌ছে, তা কি দেখ্‌তে পাচ্ছেন না? আপনি দণ্ডধর হোয়ে যদি প্রজার ব্যথা দূর কর্‌বার চেষ্টা না করেন, তা'হলে ব্যথিত প্রজাগণ কার কাছে তাদের ব্যথা জানাবে? সময় নাই, অসময় নাই যখন যাকে পাচ্ছে, তখনই দুষ্ট সর্পগণ তাকে দংশন কোরে সংহার করছে সমস্ত প্রজাই যদি এইরূপে নষ্ট হয়, তাহলে কাকে নিয়ে আর রাজ্য কর্‌বেন, মহারাজ? হায়, প্রিয়তমা পত্নী আমার আমার পরিতোষের জন্য বনে ফুল তুল্‌তে গিয়েছিল, দুষ্ট কালসর্প সেইখানে তাকে দংশন করে—ওহো আর বল্‌তে পারি না দণ্ড দাও, দণ্ডধর দণ্ড দাও, দুষ্ট সর্পগণকে শীঘ্র দণ্ড দাও, নয় ত এ রাজ্যে আর বাস কর্‌ব না চল্লেম, যে দেশে এমন অযোগ্য রাজা নাই, সেই দেশে চল্‌লেম নাগ-অত্যাচার আর সহ্য হয় না [প্রস্থান।

জন্মে ধিক্ আমাকে ধিক্ আমার বাহুবলে, ধিক্ আমার রাজ্য-শাসনে, ধিক্ আমার রাজমুকুট ধারণে? এতদিনে আমার রাজগর্ব্ব চূর্ণ হ'ল, এতদিনে আমার উন্নত শির নত হ'ল এতদিনে আমার সুনামে দুর্নাম হ'ল। বুঝ্‌লেম আমা হ'তে এ পবিত্র রাজদণ্ড কলঙ্কিত হ'ল; বুঝ্‌লেম, আমা হ'তে পূর্ব্বপুরুষগণের অক্ষয়কীর্ত্তি বিলুপ্ত হল; বুঝ্‌লেম, আমা হ'তে পৌরবের নিষ্কলঙ্ক নামে কালিমা লেপিত হল সচিব। আর আমার রাজ সিংহাসন, রাজমুকুট, রাজ পরিচ্ছদ শোভা পায় না আমি রাজমুকুটধারণের নিতান্ত অযোগ্য

উতঙ্কের প্রবেশ।

উতঙ্ক। নিতান্তই অযোগ্য, যে দুষ্টের দমন কোরে শিষ্টের পালন কর্‌তে অক্ষম; প্রজাবৎসল পৌরবের সিংহাসনে বসবার সে মূঢ় নিতান্তই অযোগ্য

মন্ত্রী। ব্রাহ্মণ আপনি পূজনীয় হলেও, রাজার সম্মুখে আপনার এরূপ অপমানসূচক গর্ব্বিত উক্তি রাজভক্তির পরিচায়ক নয়

উতঙ্ক কে রাজা? যে অকর্ম্মণ্য নিজ পিতৃহন্তার দণ্ডবিধানে অক্ষম, যে অকর্ম্মণ্য দুর্জ্জন শাসন দ্বারা প্রজাপালনে অক্ষম, সে ঘৃণিত—অযোগ্য কি "রাজা" উপাধি ধারণের যোগ্য? না, সে হেয় কাপুরুষ রাজসিংহাসনে বস্‌বার উপযুক্ত?

মন্ত্রী ব্রাহ্মণ জানেন, আপনি কোথায়, যার সম্মুখে এরূপ বাক্য প্রয়োগ কর্‌ছেন ?

উত্তঙ্ক জানি, হস্তিনার অসার অকর্ম্মণ্য নৃপাধমের কাছে; জানি, তোমাদের ন্যায় তোষামোদকারীর অসার তোষামদপ্রিয় কাপুরুষের কাছে; জানি, পুণ্যাত্মা পরীক্ষিৎ-শত্রু পন্নগাধম তক্ষকের প্রতি অনুচিত ক্ষমাপ্রদর্শনকারী হীনবীর্য্য রাজদণ্ডধারীর কাছে।

জন্মে ব্রাহ্মণ! আপনার বাক্যে আমার কিছুমাত্র রোষ নাই আমি তিরস্কারের যোগ্য সত্যই আমি সিংহাসনের অযোগ্য; সত্যই আমি অকর্ম্মণ্য, কাপুরুষ, সত্যই আমি ঘৃণিত নৃপাধম। চন্দ্রবংশে আমার মত নরাধম কেহ কখন জন্মগ্রহণ করে নাই আমা হ'তেই চন্দ্রবংশের সুনাম ধ্বংস হ'ল, আমা হতেই চন্দ্রবংশের আসন অপবিত্র হল, আমা হতেই চন্দ্রবংশের রাজদণ্ড কলঙ্কিত হল। বলুন দ্বিজ, কে আমার পিতৃহন্তা, কার দণ্ডবিধানে আমি অক্ষমতা প্রকাশ করেছি? কোন্ দুরাচার সেই স্বর্গীয় ভূপালের শত্রু? কে সে? কোন্ দুর্ব্বৃত্ত আমার পিতার সহিত শত্রুতা কোরে এখনো নির্ব্বিঘ্নে অবনিতলে অবস্থিতি কর্‌ছে? 'পন্নগাধম তক্ষক' কি বল্‌ছিলেন? বলুন—বলুন, শীঘ্র বলুন, নির্ভয়ে আপনার জটিল কথার মর্ম্ম আমায় বুঝিয়ে দিন

গীত

রাগিণী দেবগিরী—তাল সুরফাকতাল।

বল দ্বিজবর বল, বলি বারবার
শুনিতে চাই তব মুখে ভুজঙ্গের অত্যাচার॥
খল সর্পগণ হতে পেয়েছ কি যাতনা চিতে,
শুনিব সে কথা কর্ণেতে, বল বল হে তপোধন—
বৃথা রাজ্য পালি আমি বৃথা রাজা নাম,
আমা হতে গেল চন্দ্রবংশের সুনাম—
দুষ্ট বিষধর গণে, তাপ দেয় প্রজাগণে,
প্রতিবিধান এক্ষণে কিছুই করি না তাহার॥

উতঙ্ক। রাজন, আমি আপনাকে তিরস্কার করি নাই, উচিত কথা বলেছি উচিত কথা বল্‌তে আমি কাকেও ভয় করি না উচিত কথা বলে আপনার রাজদণ্ডে দণ্ডিত হ'তে হলেও আমি সে দণ্ডের ভয় করি না আর বল্‌বই বা কি? দুরাচার তক্ষকের অত্যাচার স্মরণ কোরে ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হচ্ছে, রসনায় বাক্য নিঃসরণ হচ্ছে না মহারাজ! আমি বেদশিষ্য—আমার নাম উতঙ্ক সপ্তাহমধ্যে প্রার্থিত দক্ষিণা দিতে না পার্‌লে, গুরুপত্নী আমায় দারুণ অভিসম্পাত কর্‌বেন আজ সেই সপ্তাহ পূর্ণ দেখে তাড়াতাড়ি দক্ষিণা নিয়ে গুরুগৃহে যাচ্ছিলেম পথিমধ্যে পন্নগাধম তক্ষক বিনাদোষে আমার সেই গুরুদক্ষিণার দ্রব্য হরণ কোরে আমাকে অশেষ কষ্ট দিয়েছে বলুন দেখি মহারাজ, সে কি দণ্ডযোগ্য নয়? যে দুরাচার তক্ষকের দংশনে অকালে আপনার পিতার মৃত্যু, যে দুরাচার তক্ষক নিরীহ প্রজার প্রতি এত অত্যাচারী, তাকে দণ্ড দেওয়া কি আপনার উচিত নয়? ওঃ! বুঝেছি, তারই কৃপায় শৈশবে সিংহাসন পেয়েছেন, অবশ্যই তক্ষককে আপনার মিত্র বোলে ভাবাই ত উচিত। ধিক্ মহারাজ! আপনার দৃষ্টান্তে জগৎবাসী শিখ্‌লে যে, এবার থেকে পিতৃশত্রু—আর পুত্রশত্রু নয় চল্‌লেম মহারাজ, এ পাপরাজ্য হ'তে চল্‌লেম আপনি পিতৃহন্তা তক্ষককে নিয়ে সুখে রাজত্বভোগ করুন [প্রস্থান।

জন্মে কোথায় আমি! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি। না না, এই ত আমি সজাগ রয়েছি। তবে কি আমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছি? মন্ত্রি! মন্ত্রি! এই নয় তুমি বল্‌ছিলে, আমার শাসিত রাজ্যমধ্যে কোথাও কোন অশান্তির উপদ্রব নাই কোন স্থানে কোন অত্যাচারীর অত্যাচার নাই তবে এসব কি শুন্‌লেম! বল বল মন্ত্রি, সত্যই কি নাগ-অত্যাচারে প্রজাগণ এতই উৎপীড়িত? সত্যই কি তক্ষক দংশনে আমার পিতা'র মৃত্যু হয়েছে?

মন্ত্রী রাজন্! ব্রাহ্মণগণের কথা মিথ্যা নয়। তক্ষকের দংশনেই আপনার পিতার মৃত্যু হয়েছে সত্য।

জন্মে। কই মন্ত্রি। এতদিন তবে আমায় এ কথা বল নাই কেন? আমি জান্‌তেম, ব্রহ্মশাপেই পিতার মৃত্যু হয়েছে

মন্ত্রী মহারাজ, আপনি তখন অতি শিশু ছিলেন তাই আপনার সকল কথা স্মরণ নাই আর আমারাও পাছে আপনার পিতৃশোক পুনরুদ্দীপ্ত হয়, সেই আশঙ্কায় আপনার কাছে আর সে সকল বিষয়ের পুনরুল্লেখ করি নাই স্বর্গীয় মহারাজ—আপনার পিতৃদেব একদিন মৃগয়া কর্‌তে কর্‌তে ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত হয়ে মহর্ষি শমীকের আশ্রমে উপনীত হন মহর্ষি তখন মৌনব্রত ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তাই মহারাজের আগমন জান্‌তে পারেন নাই, এবং অতিথি সৎকারও কর্‌তে পারেন নাই কাজেই মহারাজ বারম্বার জল যাচ্ঞা করে, কোন উত্তর না পেয়ে, শেষে নিরাশ হয়ে আশ্রম থেকে ফিরে আসতে মনস্থ করেন, কিন্তু পিপাসাতুর অতিথি বিমুখ হ'য়ে আশ্রম থেকে ফিরে গেলে পাছে পুণ্যাত্মা ঋষির পুণ্যরাশি ক্ষয় হয়, সেইজন্য মহারাজ রাজধর্ম্মানুসারে অবাধ্য প্রজার শাসন ছলে ঋষির গলদেশে একটা মৃতসর্প বেষ্টন করে দিয়ে আসেন শমীকপুত্র শৃঙ্গী তাঁর সখাদের মুখে মহারাজ কর্ত্তৃক তাঁর পিতার এইরূপ অপমানের কথা শুনে ক্রোধে তৎক্ষণাৎ "তক্ষক দংশনে মৃত্যু হোক্," বোলে মহারাজকে অভিসম্পাৎ করেন তাই সকলে জানে, ব্রহ্মশাপেই মহারাজের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মহারাজের ব্রহ্মশাপ উপলক্ষ করে দুরাচার তক্ষকই সপ্তম দিবসে কীটরূপে এসে মহারাজকে দংশন করে, তাতেই মহারাজের মৃত্যু হয়

গীত

রাগিণী বেহাগড়া—তাল আড়াঠেকা

কব হে রাজন কি আর
তক্ষক বিষে প্রাণ ত্যজেছেন পরীক্ষিৎ গুণাধার
হেতু করি ব্রহ্মশাপে, আসি ব্রহ্মকীটরূপে,
দংশিয়ে ধার্ম্মিক নৃপে করেছে—হায় সংহার
পুণ্যশীল নরপতি সতত পুণ্যেতে মতি,
দুর্ম্মতি তক্ষক অতি, প্রাণ হরিল অকালে তাঁর

জন্মে ওহো! কি দুঃখ—কি পরিতাপ! তক্ষকদংশনে পিতার মৃত্যু, এর তত্ত্ব, এর প্রতিশোধ আমি না নিয়ে অনায়াসে নিশ্চিন্ত হোয়ে আছি পিতৃশত্রুর প্রতিশোধ না নিয়ে পিতৃসিংহাসনে বসে আছি। ব্রাহ্মণ-

দয় ত যথার্থই বলেছেন, আমি অতি নরাধম, অতি কুলাঙ্গার, হা ধিক্ আমাকে! আমি পিতার কুলাঙ্গার কুসন্তান আমা হ'তে তাঁর কোন উপকার হ'ল না। বল মন্ত্রি শীঘ্র বল, সাক্ষাৎ মন্ত্রমূর্ত্তি ধন্বন্তরি জীবিত থাক্‌তে তক্ষকদংশনে পিতার মৃত্যু কিরূপে সম্ভবে?

মন্ত্রী অসম্ভব কি আছে? ধন্বন্তরি এলে অবশ্যই মন্ত্রবলে মহারাজকে বাঁচাতে পার্‌তেন

জন্মে তবে কি তিনি আসেন নাই?

মন্ত্রী আস্‌ছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে দুরাচার তক্ষক তাঁর মন্ত্র-প্রভাব জান্‌তে পেরে, ধন রত্নদ্বারা তাঁরে বশীভূত ও প্রতিনিবৃত্ত কোরে ছদ্মবেশে এসে মহারাজকে দংশন করে।

জন্মে। কি! লোকে যে ধন-রত্নদ্বারা পরের প্রাণরক্ষা করে, সেই ধন রত্ন দ্বারা ধন্বন্তরিকে প্রতিনিবৃত্ত কোরে আমার পিতার প্রাণসংহার! হায় ধন্বন্তরি এলে বোধ হয়, কখনই আমার পিতার অকাল মৃত্যু ঘট্‌ত না ধন্বন্তরি যদি মন্ত্রপ্রভাবে পিতাকে আমার বাঁচাতে পার্‌তেন, তাতে তক্ষকের কি অনিষ্ট হ'ত? ওহো! তক্ষক আমার শত্রু, তক্ষক আমার পিতৃহন্তা— আমি কখনই তাকে ক্ষমা কর্‌ব না এতদিন এ সব কথা শুনি নাই, তাই সে দুরাচার নিস্তার পেয়েছে—কিন্তু আর তার নিস্তার নাই হা পিতা—না— এখন না, এখন শোকের পরিবর্ত্তে প্রতিশোধ নাগ অত্যাচারের প্রতিশোধ আজ হ'তে আমার জীবনের মূলব্রত দুরাচার তক্ষকের উত্তপ্ত শোণিতে পিতৃদেবের তর্পণ না কর্‌লে, কিছুতেই এ হৃদয়ে শান্তি পাব না দুরাচার বিষের অনলে যেমন আমার পিতাকে দগ্ধ করেছে, তেমনি আমিও প্রতিজ্ঞা করছি স্বগণসহিতে তেমনি দুরাচার তক্ষকে যজ্ঞানলে ফেলে দগ্ধ কর্‌ব তবে এ তীব্র পিতৃশোকানল নির্ব্বাণ হবে তবে আমি শান্ত হব

গীত।

রাগিণী বাঁট তাল চৌতাল

যত সর্প পুড়ে যজ্ঞের অনলে, দহন না হবে মম মন।

(ওরে) সর্প বলি আর, এ [illegible]

দুরন্ত দুর্মতি বিষধর জাতি,
ন ন অত্যাচার করে ভবে নিতি একি দুর্নীতি—
ও ই হব ব্রতী, যজ্ঞে আশুগতি,
কর হে সচিব আয়োজন॥
বিনা দোষে মম ধার্ম্মিক পিতায়,
দুরন্ত তক্ষক আসিয়ে দংশায়, একি সহা য য—
দিব সমুচিত, শাস্তি সুবিহিত,
তবে হে জুড়াবে এ জীবন॥

ধীরে ধীরে মৃতপুত্রস্কন্ধে দেবল ও দেবল পত্নীর প্রবেশ।

দেবল। রাজ সিংহাসনে কে বসেছে? যে সিংহাসনে প্রতীপ, শান্তনু, ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠিরাদি মহাত্মারা বসে গেছেন, সে পবিত্র ধর্ম্মের আসন কোন্ কুলাঙ্গার কলঙ্কিত কর্‌ছে? কোন্ পাতকী অপবিত্র কর্‌ছে?

মন্ত্রী ব্রাহ্মণ. মহারাজের সম্মুখে বাতুলের ন্যায় কি প্রলাপ বক্‌ছেন? আপনি উন্মত্ত নাকি?

জন্মে মন্ত্রি চুপ কর—ব্রাহ্মণকে বল্‌তে দাও (ব্রাহ্মণের প্রতি) দ্বিজবর। দাস সম্মুখে উপস্থিত, চরণে কি অপরাধী, প্রকাশ করে বলুন

দেবল মহারাজ! লোকে বলে -'রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট" তোমার পাপে যদি রাজ্য নষ্টই হয়, তা হ'লে রাজসিংহাসন, রাজমুকুট পরিত্যাগ কর্‌তে বিলম্ব কর্‌ছ কেন? এই দেখ্‌ছ মহারাজ, কে আমার কাঁধে? কাকে কাঁধে কোরে আজ আমি তোমার রাজসভায় এসেছি? জান কি, এ কার দেহ? আমার পুত্রের, ক্ষুধাতুর পুত্র পুরঞ্জনের প্রাণ নাই, মহারাজ, প্রাণপাখী অনেকক্ষণ হলো ফাকী দিয়ে উড়ে পালিয়েছে, সুধু খাঁচাখানা পড়ে আছে এই মৃতদেহ তোমাকে উপহার দিতে এসেছি (দেহ নামাইয়া) লও মহারাজ, এই লও দরিদ্র ব্রাহ্মণের এ প্রাণহীন পুত্রের দেহ লও বলে দাও—বলে দাও, কি পাপে আমার পুত্রের এ অকাল-মৃত্যু হ'ল? আমি বেশ করে ভেবে দেখেছি, আমার জ্ঞানকৃত এমন কোন পাপ নাই, যার জন্য আমার পুত্রের অকাল-মৃত্যু হয় এ নিশ্চয়ই তোমার পাপে, তোমার

পাপে লও মহারাজ, তোমার পাপের ফল তুমি লও পুত্র শোকের অসহ্য যন্ত্রণা এ জীর্ণ হৃদয়ে ভোগ কর্‌বার ক্ষমতা নাই তাই রাজকরে সমর্পণ কর্‌তে এসেছি লও—

দে পত্নী হায় হায় মহারাজ ? তোমার পাপ রাজ্যে বাস কোরে আমাদিগকে পুত্রহারা হ'তে হলো বলে দাও বলে দাও মহারাজ কি পাপে এমন দারুণ সর্ব্বনাশ হ'লো ? শুনেছি, ত্রেতায় এক ব্রাহ্মণের এইরূপ সর্ব্বনাশ হয়েছিল, সে ও মহারাজ রামচন্দ্রকে জানিয়েছিল। মহারাজ রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধান কোরে এক শূদ্র তপস্বীর তপস্যাই ব্রাহ্মণ পুত্রের অকালমরণের কারণ জান্‌তে পেরে, তৎক্ষণাৎ সেই শূদ্রের মস্তক ছেদন করে ব্রাহ্মণের মরা ছেলে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন দেখ না মহারাজ তুমিও সেইরূপ অনুসন্ধান করে দেখ না, কি পাপে আমার পুত্রের অকাল মরণ হ'ল ? দাও না, মহারাজ, তুমিও সেইরূপ আমার মরা ছেলেকে বাঁচিয়ে দাও না

জন্মে দেবি, কিরূপে আপনার পুত্রের এরূপ শোচনীয় দশা হ'ল ?

দে-পত্নী দংশনে দংশনে

জন্মে কার দংশনে, দেবি ?

দে-পত্নী সাপের—সাপের দংশনে আহা, উপবাসী বাছা আমার আমাদের পোড়া পেটের জন্য বনে ফল খুজতে গেছ্‌ল ; সেইখানেই—ওহো আর বল্‌তে পারি না, মহারাজ বাছা আমার বিষে জর জর হয়ে পড়ে আছে ; বাঁচিয়ে দাও—বাঁচিয়ে দাও মহারাজ

জন্মে ওহো বুঝেছি সর্পগণ শুধু আমার শত্রু নয়, সর্পগণ রাজ্যবাসী সকলের শত্রু সর্পগণ সমস্ত জগতের শত্রু রাজপ্রাসাদ হতে পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সর্প-অত্যাচারে উৎপীড়িত। না আর না—আর সহ্য হয় না নাগ-অত্যাচার আর সহ্য হয় না দেবি ? আপনি স্থির হন—আমি শীঘ্রই আপনার পুত্রহন্তা সর্পের নাম জগৎ হ'তে বিলুপ্ত কর্‌ব সচিব। আর আমি কোন কথা শুন্‌তে চাই না, তুমি অবিলম্বে সর্পযজ্ঞের আয়োজন কর ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও ঋত্বিক্‌গণকে নিমন্ত্রণ পত্রপ্রেরণ কর আজই রাজ্যে ঘোষণা দাও, পরীক্ষিৎ-পুত্র জন্মেজয় সর্পযজ্ঞে দীক্ষিত হবে।

গীত ।

রাগিণী বেলাবলী—তাল চৌতাল

করহে কর সচিব ত্বরা আয়োজন
সর্পযজ্ঞে হব ব্রতী করেছি মনন
রাজতেজে কর যে যথা বিধির বচন
যজ্ঞানলে দেহে ডাহিব যত পন্নগ
দহিছে পিতার শোকে অন্তর যেমন,
তেমতি অনলে সর্পে করিব দাহন—
দুর্ম্মতি তক্ষকে নাহি ক্ষমিব কখন
দহিব অনলে তারে সহিত স্বগণ ॥

দেবল। কই, মহারাজ. আমার পুত্রকে বাঁচাবার কি হ'ল ? দাও, দাও মহারাজ, দরিদ্রের ভিক্ষার সম্বল হৃদয়সর্ব্বস্বকে দয়া করে বাঁচিয়ে দাও

জন্মে। ব্রাহ্মণ ! মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করি, আমার এমন সাধ্য কি ?

দে-পত্নী সে কি তবে কি আমার পুত্রধন বাঁচ্‌বে না ? তবে কি বাপ্ আমার আর আমায় মা বলে ডাক্‌বে না ?

দেবল মহারাজ. তোমার সাধ্য নাই বটে ; কিন্তু মৃতদেহে জীবন সঞ্চার কর্‌বার যার সাধ্য আছে সেই শমন দমন বাসুদেব তোমাদের প্রেমে বাঁধা— তিনি তোমার প্রপিতামহের রথ চালিয়েছেন, রাজসূয় যজ্ঞকালে তিনি তোমাদের বাড়ীতে ব্রাহ্মণের পা ধুইয়েছেন। তিনি তোমাদের বংশের হাত-ধরা ; তাঁকে ডাক, তিনি আমার পুত্রধনকে বাঁচিয়ে দেবেন শুনেছি, গুরুদক্ষিণা দেবার জন্য তিনি সান্দীপন মুনির পুত্র মধুমঙ্গলকে যমালয় থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন—তিনি সব পারেন দাও মহারাজ, সেই নন্দনন্দনকে ডেকে আমার প্রাণ-পুত্রকে বাঁচিয়ে দাও

জন্মে। প্রভু ! আর কি এখন আমাদের সে পুণ্য, সে ক্ষমতা আছে যে, তাঁকে ডাক্‌লে তাঁর দেখা পাব ? ব্রাহ্মণ ! আমি আজ থেকে আপনাদের পুত্র, আমি আপনাদের পুত্রের কার্য্য কর্‌ব আপনারা এই পুত্রের বাড়ীতে অবস্থান করুন।

দে-পত্নী কি কি পুরঞ্জনকে হারিয়ে আমরা বেঁচে থাক্‌ব? আমাদের পুরঞ্জন যে পথে গেছে, আমরাও সেই পথে যাব

দেবল শুধু পুরঞ্জন মরে নি মহারাজ! তিনটি প্রাণী মরেছে। চিতা জ্বেলে দাও, চিতা জ্বেলে দাও, তিনটি দেহ একসঙ্গে চিতায় দগ্ধ হ'ক্ আয় বাপ্ তোকে বুকে করে চিতায় ঝাঁপ দিয়ে তোর শোকানল জুড়ুই গে (মৃতদেহ স্কন্ধে গ্রহণ)

জন্মে। চলুন ব্রাহ্মণ, আমি আপনাদের পুত্রের কাজ কর্‌বো, এস মন্ত্রি

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

ঢ্যাঁড়া দিতে দিতে ঘোষযন্ত্র বাদকের প্রবেশ।

ঘো, বাদক। আগামী কল্য মহারাজ জন্মেজয় সর্পযজ্ঞে দীক্ষিত হবেন, (বাদ্য) এ জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। (বাদ্য)

দ্রুতগতি জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

জ, ব্রাহ্ম কি হয়েছে কি হয়েছে? কিসের ঢ্যাঁড়া দিচ্ছ হে? এ্যাঁ, বল না ছাই

ঘো, বাদক। আজ্ঞে, মহারাজ জন্মেজয় সর্পযজ্ঞে দীক্ষিত হবেন।

জ, ব্রাহ্ম কি বল্‌ছ, বাপু। মহারাজের বিষমজ্বর হয়েছে? তা হ'ক্, তা হ'ক্; ব্রাহ্মণভোজন করালেই জ্বর ছেড়ে যাবে। (কাশি)

ঘো, বাদক। আজ্ঞে জ্বর নয়, সর্পযজ্ঞ কর্‌বেন (বাদ্য)

জ, ব্রাহ্ম সজারু খাবেন? তা খান্—খান্ তাতে তত দোষ নাই (কাশি)

ঘো, বাদক (উচ্চৈঃস্বরে) যজ্ঞ কর্‌বেন

জ, ব্রাহ্ম। যজ্ঞ কর্‌বেন? তা বেশ—বেশ। তবে আমাদের নিমন্ত্রণের ভারটা কি তোমার উপরে দিয়েছেন?

ঘো, বাদক। আজ্ঞে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন।

জ, ব্রাহ্ম ওজন করে দক্ষিণা দেবেন ? তা দেবেন বই কি, দেবেন বই কি, তা কি যজ্ঞ কর্‌তে মনন করেছেন ?

ঘো, বাদক সর্পযজ্ঞ

জ, ব্রাহ্ম সর্পযজ্ঞ। হ্যাঁ হ্যাঁ—অশ্বমেধ নরমেধ, গোমেধ, এ ■ না হয় সর্পমেধ। তা বেশ—তা বেশ—এ একটা নূতন রকম হবে মন্দ নয়

[উত্তরূপে ট্যাঁড়া দিতে দিতে ঘোষ যন্ত্রর্ব দ্‌কের প্রস্থান।

জ-ব্রা ওহে ও স্থায়ালঙ্কার, ও বিদ্যাচঞ্চু ও তর্কবাগীশ্‌। এস না হে অশ্বতরবেগে ছুটে এস না

অন্য একজন ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

অন্য ব্রাহ্মণ ব্যাপার কি ? বাসভবিনিন্দিতস্বরে চীৎকার কর্‌ছ কেন ?

জ-ব্রা আরেং চলিতং চলিতং রাজং বাড়ীতেং যজ্ঞিং, ওজনং করেং দক্ষিণাং দেবেং

অন্য-ব্রা। বটেং, বটেং তবেং ব্রাহ্মণীকেং ডাক্‌বোং নাকিং, একসঙ্গেং ওজনং হওয়াং যাবেং ব্রাহ্মণিং—ব্রাহ্মণিং

পুত্রের সহিত ব্রাহ্মণীর প্রবেশ

ব্রাহ্মণী। ষাঁড়ের মত চেঁচান হচ্ছে কেন ?

অন্য ব্রা ভায়াং বল্‌ছেং, রাজংবাড়ীতেং ওজনং করেং দক্ষিণাং দেবেং।

ব্রাহ্মণী (১ম ব্রাহ্মণের প্রতি) হ্যাঁ ঠাকুরপো ? সত্যি না কি ?

জ-ব্রা। হ্যাং হ্যাং।

অন্য-ব্রা চলিতং চলিতং ব্রাহ্মণি। তোমাকে ওজন কর্‌লে অনেক দক্ষিণা পাওয়া যাবে

পুত্র বাবাং!

অন্য-ব্রা। কিং

পুত্র বড় ক্ষিদেং।

অন্য-ব্রা। ছুটিতং ছুটিতং। রাজবাড়ীতে আকণ্ঠং গিলিতং। (গমন)

জ-ব্রা দাদাং। একবারে হিমালয় বেগেং যাস্থিতং

অন্য-ব্রা হ্যাং হ্যাং। [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

জরৎকারীর প্রবেশ

জরৎকারী আস্তিক আমার শত্রুমুখে ছাই দিয়ে বড় হয়েছে, এই সময়ে তিনি যদি থাক্‌তেন, কত আনন্দ হত, আজ কতদিন আমি পতি-চরণ ছাড়া। যতদিন বাঁচ্‌ব, সেই প্রাণের দেবতাকে কল্পনাচিত্রে চিত্রিত কোরে মানসোপচারে পূজা কর্‌ব আর পাব কি? এ জনমে, এ জীবনে সে চরণদুটি আর একটিবারও দেখ্‌তে পাব কি? না না, সে অমূল্য হৃদয়মান শিরোমণি পেয়ে যখন হারিয়েছি, তখন পুনঃপ্রাপ্তি আশা আকাশ-কুসুম (উদ্দেশে) ঋষিরাজ! প্রাণবল্লভ তোমার হতভাগিনী পত্নী পদতলে পড়ে এই ভিক্ষা চায়, একটিবার দেখা দাও একটিবার এস তুমি কোথায় আছ, কোন্ বনে তপস্যা কর্‌ছ—জানি না, জান্‌লে তোমায় আস্‌তে অনুরোধ কর্‌তাম না আমিই সেখানে যেতাম নাথ তোমার আস্তিক যে এ দুঃখিনীর প্রাণে মর্ম্মান্তক যাতনা দেয়—যখন-তখন আমায় জিজ্ঞাসা করে, মা আমার পিতা কোথায়? আমি তাকে কোন উত্তর দিতে পারি না আমি কাঁদি আমার কান্না দেখে আমার সোনার বাছারও চোখ দুটি ছলছল্ কর্‌তে থাকে? কি করি নাথ, একদিন তাকে সকল কথা বুঝিয়ে বলে-ছিলাম সে কথা শুনে অবোধ পুত্র বল্‌লে কি, আমি পিতৃ-অন্বেষণে বনে যাব, তাঁর চরণে ধোরে তাঁকে গৃহে ফিরিয়ে আন্‌ব কান্ত! শিশুর মুখে অহঃরহ এ সকল কথা মা হয়ে কত সহ্য করি? তাই মিনতি করি, একবার এস, তোমার ধন তোমার হাতে সঁপে দিই

গীত।

রাগিণী দেশ—তাল ছেপ্‌কা।

একবার এস হে কান্ত নাগপুরে।
বলি বিনয় করে
আমি বিপদ-সাগরে, পড়িয়ে তোমারে,
(চাও চাও নাথ দাসীপানে) (কথা রাখ পতি, করি মিনতি)
ব রংবার ডাকি সকাতরে।
তোমার হৃদয়রঞ্জন, আস্তিক রতন,
হেরিতে চায় তোমার চরণ—
এস ব রেক এ স্থলে, লহ তনয়েরে কোলে,
(তোষ, নন্দনে মধুর বোলে) (তার অন্তরের ব্যথা ঘুচাও হে নাথ)
যাক্ চলে সব দুঃখ দূরে॥

আহা! অভাগিনীব আঁধার হৃদয়ের একটি মাত্র উজ্জলমণি আস্তিক—বাছার মুখ দেখেই পতিবিরহ শোকে প্রাণ ধরে আছি আস্তিক আমার এত অল্প বয়সেই হরি-প্রেম শিখেছে। বাছার মুখের হরিধ্বনিতে পাষাণ-প্রাণ গলে যায়? দাদা নাগরাজ বৈষ্ণবশিশুকে একবারের তরে বুক হতে নামাতে চান না হরি! নারায়ণ! তোমার ভক্ত বালককে তুমি বাঁচিয়ে রাখ প্রভু একবার দেখি আস্তিক কোথায় গেল।

[প্রস্থান।

আস্তিকের গাযিতে গায়িতে প্রবেশ।

গীত

কীর্ত্তনের সুর।

আমার হরি বোলে সাধ মেটে না।
সদা হরি বল্‌তে পেলে অন্য সাধ আর থাকে না।
মনের সুখে হরি বল্‌বো বলে, আমি এলাম হেথা মায়ে ফেলে,
হরির নামে মন মত্ত হলে, আমার জগৎ মনে পড়ে না।
যত বলি হরি তত বাড়ে বল, হরি নামে আমি হয়েছি পাগল,
হরি নাম আমার ক্ষুধার সম্বল, এ হরির নাম আর ভুলি না

বেগে জরৎকারীর প্রবেশ।

জরৎকারী। আস্তিক—আস্তিব।
আস্তিক আমার এই যে হেথায় ;
কাঙ্গালিনী আমি, নয়নের মণি তুই ;
না দেখিয়া তোরে, অন্ধকার দেখি চারিধার।
আয় আয় চাঁদ আমার!
লুকাইয়া মোরে এ নির্জ্জনে আসি
একমনে কত আর খেলিবিরে বাপ্?
ক্ষুধা কি রে পায় নাই তোর?

আস্তিক। গীত।

কীর্ত্তনের সুরে

ওমা হরি নামে আছে সুধা, নাম করিলে পায় না ক্ষুধা,
তাই ত হরি বলতে সদা, রসনায় হয় বাসনা
তুমি আমার কথা রেখে একবার হরি বল ডেকে,
কেমন তোমার ক্ষুধা থাকে, তাই কেন মা দেখ না

জরৎকারী। আয় বাপ্ ঘরে,
কতক্ষণ রয়েছিস্ হেথা?
কত ঠাঁই বেড়ায় খুজিয়া,
না দেখিয়া তোরে পরাণ কাতর মোর।

আস্তিক। গীত।

(কীর্ত্তন মিশ্র)

আমায় এমন করে বারে বারে, মা তুমি ডেক না, ডেক না
আমি তোমার ডাকে ভুলে, যদি ডাক্‌তে ভুলি হরি বলে,
তা হলে হরি আমার খেলার সাথী হবে না হবে না

জরৎকারী। হাঁ আস্তিক!
একা এসে খেলাস্ হেথায়,
একটুও ভয় কি রে নাই তোর বুকে?

আস্তিক গীত।

কীর্ত্তনের সুর

মা তুমি অ মার তরে এমন ভয় করো ন —করো না
হরি আমার ভয়ত্রাত, তাকি তুমি জান ন —জ ন না॥

জরৎকারী। আস্তিক।

একা তোবে নিত্য দেখি হেথা,
কাব সনে খেলা করিস্ বাপ্?

আস্তিক। গীত।

কীর্ত্তনের সুর

আমার ছেলেখেলা হরিবোলা, আমি মাখি হরির নামের ধুলা,
হরিই আমার খেলাব সাথী, আমি হরির প্রেমে ভোলা

জরৎকারী এ খেলা তোকে কে শিখালে আস্তিক?

গীত

রাগিনী, কর্ণাটী খাম্বাজ তাল, একতালা

ওমা যে আম য় দিয়াছে রসনা
সে বিনা আব এমন খেল কে খেলায় বল না॥
ম মা—ম—মা যাঁব রসনা, তাঁর নাম বিনা,
রসনা যে আর কিছুই বলে ন মা—মা—মা—মা
তাঁর নাম বিনা রসন যে আর কিছুই ভালবাসে ন,
আর কিছুই বল্‌তে চায় ন, মা—মা—মা—মা॥

[প্রস্থান

জরৎকাবী আহা! আস্তিক আমার এবি মধ্যে এত হরিভক্ত, আমি ওকে ভুলিয়ে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য কত চেষ্টা কব্‌লেম, কিন্তু ওর জ্ঞানপূর্ণ কথা শুনে আমি আপনি ভুলে গেছি যাবার সময় মুনি যে আমায় বলে গিয়েছিলেন, "জরৎকারি, আর কাঁদিস্ নে, তোর গর্ভে এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র আছে" তা তাঁর কথা যথার্থ দেখা যাচ্ছে হরি! মধুসূদন! বিপদ-ভঞ্জন বিপদে তোমার আস্তিককে তুমি রক্ষা কবো

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনা—রাজকক্ষ।

দীনবেশে জন্মেজয়

জন্মে। পিতৃঘাতী নাশিবারে অলস যদ্যপি হয়—
সন্তান সে নয় কভু
প্রাণ পণ করিয়াছি সার,
হয় পিতৃঘাতী অরাতিরে দহিয়া অনলে
দুঃখানল করিব নির্ব্বাণ,
নহে সেই যজ্ঞানলে আত্মপ্রাণ দিব বিসর্জ্জন
প্রতিজ্ঞা আমার,
যতদিন নাহি হবে সঙ্কল্প পুরণ,
যতদিন রবে ভবে তক্ষক দুর্ম্মতি—
ততদিন রাজাসনে বসিব না আর;
ততদিন রাজসাজ না ধরিব অঙ্গে—
ততদিন বিলাস-বিভ্রমে মন নাহি দিব
হলে উদ্দেশ্য সফল,
হলে পিতার সুপুত্র,
হলে জগতে প্রচার "নাগবংশে কেহ নাহি আর—"
সেইদিন আনন্দমনে, রাজবেশ পরিয়া যতনে
সিংহাসনে বসি দিব পরিচয়—
পরীক্ষিৎ পুত্র এই রাজা জন্মেজয়।
হবে না কি? হবে না কি পুর্ণমনোরথ?
দেখিব চেষ্টায় কত ফলে বা সুফল।

(বিমুখ হইয়া দণ্ডায়মান)

রাণীর প্রবেশ

রাণী এ কি নাথ, এ কি হেরি বেশ ?
রাজ-রাজেশ্বর তুমি—দীনবেশে কেন গুণমণি ?

জন্মে। এ কি তুমি, কেন রাণী এ সময়ে ?
শুন সতি, আদেশ আমার,
আজি হৈতে আসিয়ো না মম সন্নিধানে,
আজি হৈতে থাক দূরে দূরে,
ব্রত আচরণ করিয়াছি এক সঙ্কল্প করিয়া,
যাবৎ সে ব্রত মম নাহি হয় উদযাপন,
তাবৎ এসো না প্রিয়ে করি নিবারণ।

রাণী। দিনান্তে দরশন চাহি একবার,
দয়া করি এ প্রার্থনা রাখ গুণাধার।

জন্মে। না প্রিয়ে! তব অভিলাষ নারিব পূরাতে।
রমণী মোহিনী ছবি!
কটাক্ষ মাঝারে ধরে তীক্ষ্ণবাণ
মোহিবারে এ বিশ্ব-সংসারে,
সৃজিলা রমণী ধাতা মোহিনী আকারে।
লালসায় ভুলে নর সঙ্কল্প আপন,
তাই চাই প্রিয়তমে,
সাবধানে আপনারে রাখিবারে দূরে।
নাগবংশ ধ্বংস করি যজ্ঞানলে,
হাসিমুখে আদরিণী তুষিব তোমারে
এ সময় থেক না নিকটে।

রাণী। পতি-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে পতিব্রতা,
পতির সঙ্কল্পে নাহি দিব বাধা।
হোক নাথ উদ্দেশ্য সফল
জাগে হৃদিমাঝে সদা ও পদ কমল [প্রস্থান।

জন্মে। যাই এবে মন্ত্রণা-ভবনে,
নির্জ্জন নিশীথে চিন্তি সদুপায়। (গমনোন্মত)

সহসা পরীক্ষিতের ছায়ামূর্ত্তির প্রকাশ।

এ কি! একি মূর্ত্তি হেরি!
আচম্বিতে নেত্রপথে হইল উদয়—
কায়াময় এ মূরতি কিম্বা ছায়াময়?

ছায়ামূর্ত্তি বৎস রে.
ছায়াময় এ মূরতি—নহে কায়াময়

জন্মে। এ কি! কেবা এ অশরীরী প্রাণী?
বারেক সম্ভাষি,
বাৎসল্যের সিন্ধু দিল হৃদয়ে ঢালিয়া
কে তুমি সূক্ষ্মদেহধারী? মিনতি করি,
সত্য করি দেহ আত্মপরিচয়

ছায়ামূর্ত্তি শুনিবি রে প্রাণধন মম পরিচয়?
শোন্ তবে মন দিয়া—
রে কুমার।
শুনেছ ভারত-খ্যাত বীররথী অভিমন্যু নাম,
সপ্তরথী পরাভব সপ্তবার যাঁর অস্ত্রবলে,
পত্নী তাঁর পতিব্রতা বিরাটতনয়া,
আমি তাঁর হৃদয়নন্দন ধন
মাবায়ং গর্ভ কোষে পশি—
ব্রহ্মঅস্ত্র হতে রাখিল যাহার প্রাণ
শৈশবে বসিল যেজন ধর্ম্মের আসনে,
পালিল যতনে প্রজা পুত্রাধিক জ্ঞানে,
সেইজন এই বেশে নয়ন সম্মুখে তব।
অথবা শুনহ বৎস আরও পরিচয়,
সে কাহিনী শুনিবার আগে বাঁধ মন তুমি;

শুনিলে সে কথা বজ্রাঘাত সম বাজিবে হৃদয়ে—
হবে মনে দারুণ বিকার।
এ সংসার নহে সুখাগার—
ন্যায়হীন—অতি ঘৃণ্য অত্যাচারময় নরক আকার।
ধর্ম্মজ্যোতিঃ ভাতে না এখানে ;
নতুবা কি বাছাধন ত্যজিত জীবন,
পরীক্ষিৎ তক্ষক দংশনে ?
জ্বলে যায় বক্ষঃস্থল বিষানলে

জন্মে। পিতঃ। পিতঃ, রাজেশ্বর।
ক্ষম তব অযোগ্য সন্তানে
পুত্র বর্ত্তমানে,
পিতৃঘাতী রয়েছে জীবিত এখনও এ ধরায় ;
লব প্রতিশোধ তার।

ছায়ামূর্ত্তি। ক্ষমিও না, ক্ষমিও না বাছাধন,
মম অংশে জনম তোমার ;
এ যাতনা ক'র বিমোচন,
দহিও, দহিও তারে ফেলি যজ্ঞানলে।
দংশনে তার ঘটিয়াছে অধোগতি মম,
প্রেতদেশে নিবসি সতত।

জন্মে পিতা। মহারাজ।
শুনি নাই আগে এ ভারতী,
শুনি নাই ধরাপরে সর্প অত্যাচার ;
তাই জীবে এ সংসারে এখনও ভুজঙ্গ,
তাই জীবে নিরাপদে পিতৃহন্তা তক্ষক দুর্ম্মতি।
শুনিনু এখন জগতের মুখে,
শুনিনু পিতা তোমার বদনে,
প্রতীকার এবে করিব নিশ্চয়।
নাগপুরী হবে ত্বরা বিজন শ্মশান

ছায়ামূর্ত্তি। জানি মনে পিতৃভক্ত তুমি মতিমান্,
জানি রে বাছনি সর্পসত্রে করেছ মনন,
করি দৃঢ় পণ।
করি আশীর্ব্বাদ, হও বৎস পূর্ণমনোরথ।

জন্মে। পিতা! সার্থক হৈনু আজি—সফল জীবন,
পিতৃপদ দরশনে ঘুচিল সন্তাপ।

ছায়ামূর্ত্তি। হেন কথা বলিও না বাপ,
বল আর বার—
পিতৃসম্মিলনে বাড়িল সন্তাপ;
সে সন্তাপ, কালানল প্রায় হয়ে
দহিবে সে তক্ষক পামরে।
নিশি অবসান প্রায়,
যাও বৎস, লভগে বিশ্রাম

জন্মে। পিতঃ!
যতদিন রবে ভবে তক্ষক দুর্ম্মতি,
ততদিন নাহিক বিশ্রাম
পাঠায়ে পামরে শমন আগারে,
লভিব বিশ্রাম—লভিব শান্তি

[ছায়ামূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ। আপনার আদেশমত যজ্ঞসভা নির্ম্মিত হয়েছে। যজ্ঞের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যাদিও প্রস্তুত। কৃষ্ণ বস্ত্র, হোমকাষ্ঠ, ঘৃতকুম্ভ যজ্ঞকুণ্ডের সম্মুখে রক্ষিত হয়েছে নিমন্ত্রিতগণ সকলেই ক্রমে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞসভায় যথাযোগ্য স্থানে অবস্থান কচ্ছেন। এখন আপনার অনুমতি হলেই যজ্ঞ আরম্ভ হয় ঐ দেখুন, আপনার অপেক্ষা দেখে ঋত্বিকগণ আপনার সহিত সাক্ষাৎ কত্তে আসছেন

ঋত্বিকগণের প্রবেশ।

সকলে স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি মহারাজ।

জন্মে আসুন! আসুন! আপনাদের আগমনে আজ হস্তিনা পবিত্র হলো। ব্রাহ্মণগণ! পিতৃশোকানলে হৃদয় দগ্ধ হয়ে গেল দুরাচার তক্ষক নিরপরাধে আমার পিতৃদেবকে সংহার ক'রেছে, সেইজন্য সঙ্কল্প করেছি, যজ্ঞানলে সমস্ত নাগকুল ভস্ম কর্‌ব। এক্ষণে আপনারা যেমন কৃপা করে সকলে এসেছেন, তেমনি আমার সেই পিতৃহন্তার সমুচিত শাস্তি দিয়ে যাতে আমার শোকানল নির্ব্বাণ হয়, করুন।

১ম ঋত্বি মহারাজ! বেশী চিন্তা কর্‌বেন না। শত্রুসংহারের জন্য নাগযজ্ঞের মানস করে আপনি অতি উত্তম কাজই করেছেন। আমরা বেদে দেখেছি, আপনি ব্যতীত ত্রিলোকে এ যজ্ঞ কর্‌তে আর কেহই সক্ষম নয় আপনার নিমিত্তই নাগযজ্ঞের সৃষ্টি এবং আমরাও তার প্রকরণাদি অবগত আছি; অতএব চলুন, আর বিলম্ব করবেন না—শুভক্ষণ বয়ে যায়, এই বেলা যজ্ঞে ব্রতী হবেন।

মন্ত্রী। মহারাজ! যে সূত্রধর যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করেছে, সে বাস্তুবিদ্যায় বিলক্ষণ বিশারদ। সে গণনা করে দেখেছে, যে সময়ে ও যে স্থানে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ হয়েছে, তাতে কোন ব্রাহ্মণপুত্র কর্ত্তৃক যজ্ঞ-বিঘ্নের সম্ভাবনা।

জন্মে কি! আমার যজ্ঞে বিঘ্ন, যাও মন্ত্রি, শীঘ্র যাও! প্রহরিগণকে অতি সতর্কে দ্বার রক্ষা কর্‌তে বলে দাও; যেন আমার বিনানুমতিতে মক্ষিকাও যজ্ঞসভায় প্রবেশ কর্‌তে না পায়

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

ছত্রমস্তকে প্রথম ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

নেপথ্যে। ও ভায়া। কোথা গেলে? চোখ ন পাল্‌টাতেই যে ভোঁ দৌড়; তোমার দেখ্‌ছি যে, পা আর থামে না হে।

১ম ব্রা। আঃ। এমন সময়ে পেছু ডাক কেন হে? যাবে ত আমার মত এমনি করে লম্বা লম্বা পা ফেলে এস। দক্ষিণার সময় কি বকরা দেবে?

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

২য় ব্রা। বাবা! একবারে বেদম হয়ে পড়েছি তুমি চল্‌ছ কি, উড়্‌ছ বোঝা যাচ্ছে না—তোমার সারমেয়বৎ পায়ের পায়ে দণ্ডবৎ

১ম ব্রা। আমারও তোমার পেছু ডাকার পদপঙ্কজে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত তোমার জন্য আজ সব মাটি হবে দেখ্‌ছি।

২য় ব্রা। মাটি হবে বলে কি মাটি মাড়িয়ে চল্‌বে না হে?

১ম ব্রা উঁহু! আমার ইচ্ছে হচ্ছে, একলাফে যাই

২য় ব্রা। ও ভায়া! তবে তোমায় বীরবাতাস লেগেছে। আমি তোমার সঙ্গে অমন কোরে লাফাতে পারব না

১ম ব্রা। পার্‌বে না ত কি? পেটের জন্য সব পার্‌তে হয় কেন না শাস্ত্রে বলেছে;—

২য় ব্রা। (মাথা চালিতে চালিতে) হাঁ হাঁ।

১ম ব্রা। (উদর চাপড়াইতে চাপড়াইতে)

পেটো ধর্ম্মঃ পেটো কর্ম্মঃ পেটোহি পরমংতপঃ।

পেটোহি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ

২য় ব্রা। 'প্রিয়স্তে সর্ব্বদেবতা' কি হে ভায়া ?

১ম ব্রা। আবার ভায়া ভায়া করে, পেছু ডাক্‌ছ ?

২য় ব্রা। তবে এইবার আগু ডাকি, কেমন ভায়া ?

১ম ব্রা চল আগিয়ে চল—আব তোমায় ভায়া বল্‌তে হবে না, আমি কোন পুরুষে তোমার ভায়া নই।

২য় ব্রা। তবে কি বল্‌ব ?

১ম ব্রা। আমার মুণ্ডু।

২য় ব্রা। আচ্ছা তাই বলি; মুণ্ডু ও মুণ্ডু! কৈ মুণ্ডু, উত্তর দাও না কেন ? তুমি কি কাটা মুণ্ডু না কি ? কাটা মুণ্ডু কথা কইবে না ? তবে আমিও আর কাটা মুণ্ডুর সঙ্গে কথা কইব না, নিজের মুণ্ডু হেঁট কোরে গড় গড় করে চলি।

১ম ব্রা। বলি, কি রাগ করলে ?

২য় ব্রা। তবে না কাটা মুণ্ডু কথা কইবে না ? এবার কাটা মুণ্ডু কথা কয়েছে; বলি, ও কাটা মুণ্ডু। এই তোমার মুণ্ডু পেছু ডেকেছে, তবে শোধ হয়ে গেল

১ম ব্রা বলি, কি বল্‌ছিলে ?

২য় ব্রা এই বলি, তা ভায়া বলে ডাক্‌বো, না মুণ্ডু বলে ডাক্‌বো ?

১ম ব্রা। তোমাব যা অভিরুচি

২য় ব্রা তবে আমি দুটোই বলি, মুণ্ডু ভায়া।

১ম ব্রা। ভায়া

২য় ব্রা আমরা রাজার বাড়ী যাচ্ছি ?

১ম ব্রা। হাঁ ভায়া

২য় ব্রা। সেখানে যজ্ঞি হচ্ছে ?

১ম ব্রা। হচ্ছে ভায়া।

২য় ব্রা যজ্ঞি হয়ে গেলে কেমন বিদায় পাব ?

১ম ব্রা। খুব মস্ত ভায়া! খুব মস্ত ভায়া!!

২য় ব্রা কত মস্ত ? (স্কন্ধে উঠিয়া) আমরা বয়ে নিয়ে যেতে পারব ?

১ম ব্রা। হাঁ, তাতে খুব মজবুত

২য় ব্রা। তবে আমাদের আজ খুব জোর কপাল

১ম ব্রা। না হবে কেন? আজ যে দুজনেই গৃহলক্ষ্মী ব্রাহ্মণীর মুখ দেখে যাত্রা করেছি। (উভয়ের বিকট হাস্য) আবার একদিন আছে।

২য় ব্রা। কোন্ দিন? কোন্ দিন?

১ম ব্রা। যেদিন আবার রাজা ব্যাটার শ্রাদ্ধ হবে

২য় ব্রা। হাঃ হাঃ হাঃ, তোমার কি ভবিষ্যৎ গণনশক্তি ভায়া।

১ম ব্রা। যা বল ভাই, ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বং দিবং লাভং

২য় ব্রা। সে গিন্নীর বরাতং ক্রমেং কেন না শাস্ত্রেই বল্‌ছে, "যা গিন্নি, ধনরূপেষু গৃহে গৃহে সংস্থিতা"

উভয়ে। (সমস্বরে) নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমো নমঃ।

১ম ব্রা। ঠিক্ ঠিক্, গিন্নীর বরাতেই সব; এস একবার গিন্নীর নাম করে নাচি।

উভয়ে। (সমস্বরে) গিন্নীর নাম করে আমরা ছেড়েছি বাড়ী।
আজ হাতে হবে খুব টাকা কড়ি (নৃত্য)

তৃতীয় ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

৩য় ব্রা। এ কি! দুজনে যে নাচ্‌তে আরম্ভ করেছে হে!

১ম ব্রা। এসেছ? চল চল, ধঞ্জিবাড়ী যাবে ত চল।

২য় ব্রা। এস, আর একবার সবাই মিলে নাচি

৩য় ব্রা। হয়েছে কি? এত আনন্দ কেন?

২য় ব্রা। আরে রাজার বাড়ী মস্ত বিদায়

৩য় ব্রা। সেদিকে অষ্টরম্ভা অর্থাৎ আটকলা।

১ম ব্রা। কেন, কেন? তুমি গেছ্‌লে নাকি?

৩য় ব্রা। আরে আমি গেছ্‌লাম না ত কি ব্রাহ্মণী গেছ্‌ল?

২য় ব্রা। কি দেখ্‌লে?

১ম ব্রা। আরে আগে বল, কেমন বিদায় পেলে?

৩য় ব্রা। বিদায়! এমন বিদায় কখন কোথাও পাই নি। বিদায় পেয়েই ত আমি মূর্চ্ছা, কিঞ্চিৎ পরে তবে চৈতন্য পাই। বিদায়—আকাশের পূর্ণিমের চাঁদের আধখানা; যজ্ঞি বাড়ীর ভিতর পর্য্যন্ত যেতেও হয় নি, দরজায় দরোয়ানের হাতে একখানি অর্দ্ধচন্দ্র পেয়ে বিদায় হয়ে এলেম। রাজার কি দয়ার শরীর, যজ্ঞিবাড়ীতে কষ্ট করে ব্রাহ্মণদের যেতে নিষেধ; ঐ দরজায় দরোয়ানের হাতেই বিদায়ের ভার দিয়েছেন।

উভয়ে (মস্তকে করাঘাত) এঁ্যা এঁ্যা, হায় হায়, বল কি—বল কি?

৩য় ব্রা। এই ত যা বিদায় পেয়েছি বল্লেম; ইচ্ছা হয়, তোমরাও যাও

২য় ব্রা ও বাবা! কি সর্ব্বনাশ হল রে। (পতন)

১ম ব্রা। ভায়া! ব্রাহ্মণীকে গিয়ে কি বল্‌বো?

২য় ব্রা। যাক্! এমন রাজা নির্ব্বংশ হোক।

১ম ব্রা। এমন রাজার যজ্ঞ কখনই পূর্ণ হবে না—ভায়া! আমি তখনি বলেছিলাম যে, পেছু ডেক না, পেছু ডেক না।

২য় ব্রা। মুণ্ডু ভায়া। আমার যে ধাত ছেড়ে গেল—একবার হাতটা দেখ।

১ম ব্রা দাদা! আমি মূর্চ্ছা যাব, আমায় ধর।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নাগপুরী।

বসুকির প্রবেশ।

বাসুকি। গেল, গেল,
নাগনাম লোপ হল বুঝি সৃষ্টি হতে।
যেই ভয় করি আসিতেছি এতদিন,
সেই ভয় উদয় আজিকে

হায় হায়! কি হবে। কি হবে!
নাহিক নিস্তার আর,
মাতৃ-শাপ হইল পূরণ,
যজ্ঞে ব্রতী জন্মেজয়,
সর্পকুলে না থাকিবে কেহ আব।
শূন্য করি নাগপুরী,
জল স্রোতঃ প্রায় সার দিয়ে চলে যায় নাগগণ—
চারিদিকে রোদনের ধ্বনি
অহো! অহো! পারি না দেখিতে আর দাঁড়াইয়া কুলক্ষয়,
কোথা যাই! কোথা যাই! কোথা যাই।
যেই দিকে চাই,
লক্ লক্ কোরে
ছুটে আসে যেন কোটী আগুণের শিখা।
যাই, যাই, যাই দাঁড়াতে পাবি না আর।
ঘুরে পড়ে মাথা, দেখিতে না পাই কিছু।

তক্ষকের প্রবেশ।

তক্ষক। বাঁচাও বাঁচাও ত্বরা!
রাজা তুমি,
প্রজানাশ কেমনে দেখিছ দাঁড়ায়ে?
সর্ব্বনাশ সর্পবংশে হইল পলকে

বাসুকি। আমারে বাঁচাও কেবা?
বাঁচিলে ত আমি বাঁচাইব প্রজাগণে।

তক্ষক অহো রাজা! পুড়ে গেল পুত্রগণ।

বাসুকি। হইল উত্তম!
কেন নাহি শুনিলে বাবণ?
নাহি লাজ মুখে?

পরীক্ষিতে করিয়া দংশন,
জন্মেজয় ক্রোধানলে আমি কি দিয়াছি আহুতি?
নিজ শির পেতে দেহ বজ্রতলে,
আমি কি করিব তব?
অহো! প্রফুল্ল কিংশুক সম প্রাণের কুমারগণ
ভস্ম হ'লো এতক্ষণে

তক্ষক। বৃথা ভর্ৎস আমারে রাজন,
ভর্ৎসনার সময় এ নয়—
নাগকুল রাখ আগে।
আয়ুহীন পরীক্ষিৎ,
হেতু মাত্র হয়ে আমি ব্রহ্মশাপ করেছি সফল।

বাসুকি। ভাল, ব্রহ্মশাপ করেছ সফল,
যজ্ঞানলে পুড়ে মাতৃশাপ সফল করহ এবে।

[প্রস্থান।

তক্ষক। প্রাণদান কে দিবে আমায়—
নাগলোকে লুকোবার নাহি স্থান আর—
যাই যাই ইন্দ্রপাশে লইগে আশ্রয়।

[প্রস্থান।

আস্তিকের প্রবেশ।

আস্তীক জন্মাবধি হাসিমুখ
হেরিনি মাতুলগণে দিনেকের তরে;
নাহি জানি, কেন সবে সদা বিষাদিত।
প্রাণ খুলি কেহ নাহি কহে কথা,
মনে করি শুধাইব জননীরে,
বলি বলি, ভুলে যাই পুনঃ
হোল কি জনম শুধু নাগ-অন্নে ধরিতে জীবন?

হবে না কি, হবে না কি আমা হতে কোন উপকার ?
সদা সাধ মনে যে প্রকারে পারি,
তাড়ায়ে বিষাদরাশি,
হাসিমুখ হেরিব মাতুলগণে
নিশা অবসানে, পড়ে মনে,
কে যেন শুনালে কাণে—
"জননী বচন করিও পালন,
মহাকাজ সাধনের হেতু জন্ম তব,
মহাকাজ হবে সাধিবারে"
মহাকাজ হেতু জন্ম মম !
কোন্ মহাকাজ ?
পারিব কি, পারিব কি সাধিবারে ?
অন্তরে—অন্তরে জাগে যেন সদা,
করিতে হইবে কি ?
কি যেন রয়েছে বাকী।
কেন এত কোলাহল নাগলোকে আজি ?
এ কি এ রোদন !
রোদনের রোল চারিদিকে !
কোথা গেল, মাতুল সকল মোর ?
হরিনামে আছিনু উন্মত্ত,
বুঝিতে না পারি কিছু,
যাই যাই, শুধাইগে মার পাশে

[প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রালয়।

ইন্দ্র আসীন।

ইন্দ্র। কিছুই বুঝিতে নারি!
কাঁপে কায়, বাক্য না জুয়ায়।
এক হেরি অগ্নিবর্ণ দশদিশি—
এদিকে আবার মন্দাকিনী বারিরাশি
তীর অতিক্রমি ধাইতেছে বেগে।
মৃগ পক্ষী আকুলনয়নে কাঁদে,
পশু মুখে দারুণ চীৎকার,
হা হা করে স্বর্গবাসী।
একি ঘোর বিপদ উদয়, মনে লয়,
আজি বুঝি এ রাজ্যের ঘটিল প্রলয়।

বৃহস্পতির প্রবেশ।

বৃহস্পতি দারুণ বিপদ বাসব,
সৃষ্টি বুঝি যায় রসাতলে

ইন্দ্র। গুরুদেব! অস্থিরতায় হইয়াছি দৃষ্টিহীন।
কহ দেব কৃপা করি,
কেন হেন অমঙ্গল অকালে উদয়?

বৃহস্পতি। দেবরাজ! নাগকুল বিনাশিতে
রাজা জন্মেজয় করিতেছে নাগ-যাগ।

ত্রয়োদশ দিনে ত্রয়োদশ কোটী নাগ হইল সংহার,
অল্পমাত্র অবশিষ্ট আর।
তক্ষকের বংশ হইয়াছে নাশ,
একাকী জীবিত তক্ষক এবে;
বাসুকীর শত পুত্র হইয়াছে হত,
বিগত জীবন হয়, বুঝি নাগরাজ শেষ।

তক্ষকের প্রবেশ।

তক্ষক। রক্ষ রক্ষ দেবরাজ!
আয়ুর্হীন পরীক্ষিতে করিয়া দংশন
ব্রহ্মশাপ করেছি সফল;
সেই ক্রোধে রাজা জন্মেজয়
আমা সবে করিবারে ক্ষয়,
ব্রতী নাগ যাগে
সপ্তদিন ধরে যজ্ঞানলে পোড়াইছে সর্পকুল।
নাহিক বিরাম, অবিরাম জ্ঞাতি ক্ষয়,
আকুল হৃদয়, সংশয়ে শিহরে কায়
কি হবে কি হবে, ডুবিয়াছি বিপদ সাগরে,
প্রাণ যায়, রাখ পায়, সহস্রলোচন,
প্রাণভয়ে আমি তব লইনু শরণ।

ইন্দ্র। মাভৈঃ! মাভৈঃ তক্ষক!
পদ্মাসনে বেখেছি কহিয়া:
প্রাণ দিয়া রাখিব আশ্রিতে।
সহায়বিহীন তুমি,
আমি তব হইনু সহায়;
নিরাশ্রয় তুমি, আশ্রয় দানিনু,
ইন্দ্রালয়ে থাক হে নির্ভয়ে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নাগলোক প্রাঙ্গণ।

জরৎকারী আসীনা।

জরৎকারী কি হলো, কি সর্ব্বনাশ হলো! এমন সোনার ভবন যে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে শ্মশান হয়ে গেল, ওদিকে যজ্ঞানলে নাগকুল নির্ম্মূল হল; এদিকে আবার নাগরমণীরা বৈধব্যের হাত হতে অব্যাহতি পাবার জন্য অনলেতে প্রাণ দিচ্ছে হায় হায়! কি হবে কি হবে! আর যে এ ভীষণ দৃশ্য দেখ্‌তে পারি না মা একেবারে পাগলিনী দাদা হায় হায় করে পাগলের মত চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এই যে দাদা এইদিকে ছুটে আস্‌ছে—একি মূর্ত্তি! দাদাকে চেনা যায় না।

উন্মত্তভাবে বাসুকীর প্রবেশ।

বাসুকি। বাঁচাও বাঁচাও ভগ্নি!
গেল গেল, নাগ বলে বুঝি কেহ
না রহে সংসারে আর।
অন্ধকার হেরি চক্ষে,
বাজে বক্ষে বাজের অধিক—কুলক্ষয়।
বিদরে হৃদয়, জলে যায় প্রাণ শোকানলে।
সবংশে করিতে ক্ষয় আমা সবাকায়,
রুষ্টমনে জন্মেজয় করিয়াছে সর্প-যাগ।
মাতৃ-বাক্য ফলিয়াছে এত দিনে,
কি হবে কি হবে, অবশিষ্ট আছি কয়জনে,
ক্রমে তাও হয় ক্ষয়—
আমিও—আমিও ভগ্নি, পড়ি বুঝি যজ্ঞাগ্নি-শিথায়।
উপায় না দেখি আর,
অবসন্ন কায়, অবশ রসনা,
কথা নাহি সরে মুখে

ওহো ভগ্নি! যে আশায় জরৎকারু করে
সম্প্রদান করেছিনু তোমা,
উপনীত সময় তাহার—
বিধিবাক্য করহ সফল ত্বরা;
পুত্রে কহি রাখ ভগ্নি, জীবিত সবায়—
ওহো ওহো! ঘুরে যায় মস্তক আমার।

আস্তিকের প্রবেশ।

আস্তিক। মা মা!
কিসের বিষাদ-রোল উঠিছে গগন ভেদি?
কেন করি বক্ষে করাঘাত
কাঁদিতেছে নাগকুল আকুল-অন্তরে?
এ কি! এ কি! তব পাশে দাঁড়ায়ে মাতুল,
অধোমুখে কেন ভাসে আঁখিজলে?
জননী গো! ধরি পায়, কহ সত্য করি,
কেন তুমি করিছ বিলাপ?

জরৎকারী বৎস রে! যে কারণে তোমার পিতার করে তোমার মাতুল আমাকে সমর্পণ করে, তা আমি তোমাকে সমস্তই বলেছি; আজ সেই ভয়ানক দুর্দ্দিন উপস্থিত দেখ দেখ, মাতৃশাপ-গ্রস্ত প্রায় সমস্ত নাগকুলই-ধ্বংস হল, যে কয়জন আছে, তুমি শীঘ্র তাদের রক্ষার উপায় কর

আস্তিক। মা! আশীর্ব্বাদ কর, মাতুল বিষাদ ত্যাগ করুন; আমি এখনি রাজা জন্মেজয়ের যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়ে, বিধাতার প্রসাদে যুক্তি-যুদ্ধে যাজ্ঞিকগণকে পরাস্ত করে, জন্মেজয়ের মত ফিরিয়ে আপনাদের মনোরথ পূর্ণ করব। (উভয়কে প্রণাম)

উভয়ে যাও বৎস! সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি বিধিবাক্য সফল করে এস।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞ-তোরণ।

দ্বারিদ্বয় দণ্ডায়মান।

প্র দ্বা। ওরে! রাজার কড়া হুকুম, খুব সতর্ক হয়ে পাহারা দে যেন কেউ ফস্ করে ঢুকে পড়ে না তোর আট্‌কাবার ভার তোরই উপর, বুঝ্‌লি?

দ্বি দ্বা। হাঁ, আর মশায়ের উপর?

প্র দ্বা। যজ্ঞিবাড়ীর মিষ্টান্ন সাবাড় কর্‌বার।

দ্বি দ্বা বেশ! আর মার খাবার ভারটা?

প্র দ্বা আর সব ভার তোর উপর; জোয়ান আছিস্, আমি ত আর বেশী তাড়াতুড়ি দিতে পার্‌ব না; কাহিল পুরুষ, যদি দৈবাৎ উপুড় হয়ে পড়ে অসামাল হয়ে পড়ি, পেটে দরদ-টরদ হবে। তাড়াতুড়ি যা দিতে হয়, তুই সব দে, আমি একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুই—বড় কাহিল।

দ্বি দ্বা। (স্বগত) দাদা কি কাহিল—পাকা বিশ মণ বাইসসের ওজন। (প্রকাশ্যে) ও দাদা! তবে যে দেখ্‌ছি, মার খাবার ভারটা একলা আমার উপর চাপাচ্ছ।

নেপথ্যে আস্তিকের গীত।

রাগিণী গুর্জ্জরী—তাল চৌতাল।

জয় বিরাটরূপী বিশ্বপতি বিশ্ববীজ বিশ্বাধার।
অজর অমর, অনাদি অনন্ত, অচ্যুত অব্যয় ওঁকার॥

দ্বি দ্বা। দাদা! জাগ জাগ—দেখ দেখ, কেমন একটী ছোট ছেলে এইদিকে আস্‌ছে—হুঙ্কার দিয়ে ওঠ

প্র দ্বা। এঁ্যা, ঘুমের সময় ছেলে? কাদের—কেমন ছেলে?

দ্বি দ্বা। ঐ—ঐ—দেখ—হুঙ্কার ছাড়—হুঙ্কার ছাড় দাদা।

প্র দ্বা। শোন শোন, ছোঁড়াটা আবার কি বল্‌ছে

গাইতে গাইতে আস্তিকের প্রবেশ।

(পূর্ব্ব গীতের অবশিষ্টাংশ)

কে জানে তব স্বরূপ রূপ, বিশ্বব্যাপী ত্বং হি বহুরূপ,
চরাচর সার সারাৎসার, সাকার কভু নিরাকার

দ্বারি! বহু ক্লেশে বহুদূর হতে আসিতেছি আমি।
বড় আশা করিয়াছি মনে,
একবার হেরিব রে পুণ্যাত্মা রাজনে।
শুনেছি, সম্প্রতি যজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন তিনি;
দেখাইয়া দেও পথ,
কোন্ পথে যায় যজ্ঞাগারে।
নহে দয়া করে তোমরা সকলে
সঙ্গে করে লয়ে চল মোরে

প্র দ্বা। মরে যাই, কি মধুর বুলি রে! একেবার কাঁধে উঠে এস।

দ্বি দ্বা। দাদা! বীরত্ব দেখাও, বীরত্ব দেখাও। (হুঙ্কার)

আস্তিক। দ্বারি! রাখ্ উপরোধ,
ছেড়ে দে দ্বার ত্বরা করে
যাই যজ্ঞাগারে, রাজ দরশনে বাসনা পূরাই।

প্র দ্বা। কেন বাপু! রাজা ত আর্ খেল্‌বার পুতুল নয় যে, দেখ্‌বার জন্য আব্‌দার কর্‌ছ?

আস্তিক। কেন দ্বারি কর উপহাস?
আত্মীয়-স্বজন তরে আকুল অন্তর মোর,
এ সময়ে উগ্রভাবে দিও না পরাণে ব্যথা।
রাখ্ কথা, করি রে মিনতি,
দয়া করে একবার ছেড়ে দে রে দ্বার।
বিলম্বে পূরিবে না বাসনা আমার।

প্র দ্বা। কি কর্‌বো চাঁদ আমার! কাকেও দ্বার ছাড়্‌বার রাজার হুকুম নাই যে চাঁদ মানিক আমার!

আস্তিক দ্বারি! রাজ-দরশন বাসনা আমার?

দ্বি দ্বা। আরে, এ যে কাণ ঝালাপালা করলে, রাজার দেখা পাবি না; দেখ্‌তে হয়, এই আমাদের দেখে বাপের সুপুত্র হয়ে চলে যা।

প্র দ্বা ভায়া! একেবারে অত চোট না—আচ্ছা, তুই কাদের ছেলে? আগে পরিচয় দে শুনি।

আস্তিক
দীন ব্রাহ্মণকুমার আমি,
আস্তিক আমার নাম।
চন্দ্রবংশে রাজগণ
ব্রাহ্মণের করে চিরপূজা;
বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের সমাদর সর্ব্ব ঠাঁই।
রাজ দরশনে ব্রাহ্মণের নাহি মানা।
অবারিত রাজদ্বার ব্রাহ্মণের প্রতি,
কেন দেও প্রবেশেতে বাধা?
পাণ্ডুবংশোজ্জ্বল জন্মেজয় নরপতি,
এ হেন কুমতি কভু হবে নাই তাঁর?
ব্রাহ্মণে হেরিয়া হবে হৃষ্ট।
অবশ্যই হবে তুষ্ট, লয়ে চল মোরে;
আশীর্ব্বাদ করিব তাঁহারে আজি।

প্র দ্বা। বামুনের ছেলে! তবেই হয়েছে! আরে যা যা, বামুনের ছেলেকে ঢুক্‌তে দিতেই একেবারে রাজার মহা নিষেধ।

আস্তিক।
ছি ছি, বড় ব্যথা পেনু হৃদে,
ধর্ম্মপরায়ণ শুনি রাজা জন্মেজয়,
দ্বারে তার হেন দুরাচার দ্বারী
দ্বিজ অপমান তরে?
কে জানিত, যে পাণ্ডবের রথের সারথী
হয়েছিলেন নিজে রমাপতি,
সেই বংশে জন্মেজয় জন্মিয়াছে হেন কুলাঙ্গার?

ওঃ! পার্থের প্রপৌত্র বলে
হইয়াছে বুঝি এত অহঙ্কার . ধিক্ ধিক্!
যে ব্রাহ্মণ-কোপে শশাঙ্কে কলঙ্ক,
যে ব্রাহ্মণ কোপে ইন্দ্রের ক্ষতাঙ্ক
যে ব্রাহ্মণ কোপে দণ্ডরাজ্য বন,
যে ব্রাহ্মণ-কোপে যযাতির জরা,
যে ব্রাহ্মণ-কোপে বিষে জরজর পরীক্ষিৎ,
যে ব্রাহ্মণ কোপে ভস্ম সগর সন্তান,
যে ব্রাহ্মণের বাড়াইতে মান,
ভৃগুপদ-চিহ্ন বক্ষে ধরেন সাদরে ভগবান্,
রাজদ্বারে দ্বারী করে
সে ব্রাহ্মণের এত অপমান?
আরে আরে, মূর্খ দ্বারিগণ!
মতিচ্ছন্ন হয়েছে সবার
কেন এত অহঙ্কার? ব্রহ্মতেজে নাহি ডর?
ব্রাহ্মণেরে উপহাস করিস্ বারবার,
জানিস্ না মুহূর্ত্তেকে পোড়াইতে পারি ত্রিসংসার?
পতঙ্গের প্রায় ভস্মীভূত হইবি এখনি

প্র দ্বা ওরে! ছোঁড়াটা কেউটের বাচ্ছা, ফোঁস্ করে চক্র তুলেছে

দ্বি দ্বা তাই ত দাদা! ছোঁড়াটার কথা শুনে আমি যেন একেবারে ভ্যাবাচাকা মেরে গেছি চল ওকে নিয়ে যাওয়া যাক, আমরা কেন আর চাকরি কর্‌তে এসে ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হই; এদের পুরুষানুক্রমে এ দগ্ধানি সওয়া আছে, তাদের কাছেই নিয়ে গিয়ে এ আপদকে ফেলিগে চল

প্র দ্বা চল্, মহারাজের কাছেই তবে নিয়ে যাওয়া যাক্ চল্ বাছা চল্, আর অমন করে গালাগালি দিস্ না, বাপু

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞস্থল।

ঋত্বিকগণ, সনক, মন্ত্রী ও জন্মেজয়।

(ঋত্বিকগণের বেদমন্ত্র পাঠ)

সনক মহারাজ। নাগবংশ ধ্বংসপ্রায়। বিপুলবংশে জীবিত এখন পন্নগরাজ বাসুকী, তক্ষকপুত্র এবং তক্ষক

জন্মেজয় প্রভো! তক্ষক এখনও জীবিত? আমার পিতার প্রাণ-ঘাতী দুর্ম্মতি তক্ষক এখনও জীবিত? এ কথা শুনে বড় ব্যথা পেলেম।

সনক মহারাজ! দুঃখিত হয়ো না, অবিলম্বেই তোমার নাগ-যজ্ঞানুষ্ঠান সফল হবে, অনতিবিলম্বেই দেখ্‌তে পাবে, তোমার পিতৃ-অরি দুর্ম্মতি তক্ষক গগনভেদী চীৎকার করতে করতে এসে যজ্ঞকুণ্ডে পতিত হবে পুনর্ব্বার আমি আহুতি প্রদান কর্‌ছি (পুনর্ব্বার যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী) ওঁ নাগমেধ মহাযজ্ঞে তক্ষকায় স্বাহা। (আহুতি অর্পণ) ওঁ নাগমেধ মহাযজ্ঞে তক্ষকায় স্বাহা। (আহুতি অর্পণ) ওঁ নাগমেধ মহাযজ্ঞে তক্ষকায় স্বাহা (আহুতি অর্পণ।)

ঋত্বিকগণ (সমস্বরে) ওই—ওই—ওই! আকাশপথে তক্ষক ওই বিঘূর্ণিত হতে হতে আস্‌ছে মহারাজ, দেখুন—দেখুন আপনার পিতৃঘাতী তক্ষক কেমন করে যজ্ঞানলে প্রাণাহুতি দিতে আস্‌ছে, দেখুন।

জন্মে কই বিপ্রেন্দ্রগণ, কই? পন্নগাধম দুর্ব্বৃত্ত তক্ষক কই? আমি তার আসন্নকাল দেখ্‌তে চাই প্রতিহিংসানলে হৃদয় জ্বলে যাচ্ছে; এ জ্বালার উপশম হবে—পিতৃহন্তার মৃত্যুকালীন চীৎকারধ্বনি শুনে

ঋত্বিকগণ এই যে মহীপাল, এই যে আপনার পিতৃ-অরি দুরাচার তক্ষক এসেছে যজ্ঞকুণ্ডে পতিত হতে আর তিন হস্ত পরিমিত ঊর্দ্ধে অবস্থান কর্‌ছে ওই—ওই যজ্ঞানলে পতিত হলো

সনক　না না, ও তক্ষক নয়—তক্ষকপুত্র　তক্ষক হলে তার গর্জ্জনে দশদিক কম্পিত হতো

তক্ষকপুত্র সুপর্ণের যজ্ঞানলে পতন।

মন্ত্রী　বিপ্রবর, আপনার অনুমান মিথ্যা নয়—তক্ষকের গর্জ্জনধ্বনি এখনও আমার কর্ণে বাজে। কীটমূর্ত্তি হতে স্বমূর্ত্তি ধারণ করতঃ যখন মহারাজ পরীক্ষিৎকে দংশন করে, তখন তার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি এবং ভীষণ চীৎকার আমি স্বচক্ষে দেখেছি, স্বকর্ণে শুনেছি　আমরা সে ভীমরবে মোহপ্রাপ্ত হয়েছিলাম।

সনক। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! কোথায় দুর্ম্মতি অবস্থান করছে? আমার আহুতি ব্যর্থ হলো?

জন্মে। বুঝেছি, প্রভো বুঝেছি, এ নরাধম জন্মেজয় হতে তার পিতৃ বৈরীর নির্য্যাতন হবে না, আর অপঘাত মৃত্যু হেতু নরকানল হতে পিতার উদ্ধার সাধনও হবে না　বৃথা আমি নাগযজ্ঞ আরম্ভ করলাম, বৃথা আমি আজ সপ্তদিবসাবধি আপনাদের ক্লেশ দিলাম।

গীত।

রাগিণী নটকিন্দ্র—তাল ধামার।

বৃথা যজ্ঞ করিলাম ওহে ঋষিবর।
যজ্ঞেতে বাড়িল জ্বালা দহিল অন্তর
দ্বিজগণে যাতনা দিলাম,　আপনি যতনা পেলাম,
আপনারে দুঃখ দিলাম, ক্ষমা কর দ্বিজবর
কে জানিত পরিণামে ঘটিবে এমন,
পিতৃবৈরী নিরাপদে রহিবে ভীষণ
কলঙ্ক রবে ভবে,　যাবৎ ইন্দ্র ভানু রবে,
মুক্তকণ্ঠে জগৎ গাবে, ধিক্ জন্মেজয় নৃপবর।

ভূদেব। আর যজ্ঞে আবশ্যক কি? যে সংকল্পসিদ্ধি হেতু যজ্ঞ করা, সে সংকল্প যখন পূর্ণ হওয়া দুরূহ বলে বোধ হচ্ছে, তখন কতকগুলি নিরপরাধী সর্পের প্রাণবিনাশ করায় ফল কি? যা হয়েছে, তা হয়েছে; আর কেন?

সনক। রাজন্! যদিও দুঃখ বা অভিমানচ্ছলে এ ভৎর্সনা বাক্যগুলি আমার উপরেই প্রয়োগ কর্‌লে, তা কর, তার জন্য তোমার উপরে আমার ক্রোধ নাই, এতে বরং বিশেষ উপকার দর্শাল, তক্ষকের প্রাণান্ত হেতু সংকল্পের দৃঢ়তা আরও দৃঢ় হলো।

জন্মে। প্রভো! নরাধম জন্মেজয়ের অপার দুর্ভাগ্য!

সনক। মহারাজ! তুমি কি মনে করেছ, ভুজঙ্গাধম তক্ষক যজ্ঞানলে দগ্ধ হবে না? তুমি কি ভেবেছ, তক্ষকোদ্দেশে সনকের আহুতি অর্পণ বিফল যাবে? তুমি কি স্থির করেছ, সনক অব্রাহ্মণ? শুন নরনাথ, এক প্রহর মধ্যে যদি পন্নগাধম তক্ষককে এখানে আনয়ন কর্‌তে না পারি—এক প্রহরের এক নিমেষ যদি অতীত হয়ে যায়, তবে যেন, সনকের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, যাগ এ সমস্ত বিফল হয়—তবে যেন, সনকের ব্রাহ্মণত্ব নরকানল আশ্রয় করে। দেখি, কোথায় সে পন্নগাধম তক্ষক নিরাপদে অবস্থান কর্‌ছে। (ধ্যানে উপবেশন—ধ্যানান্তে) তাই ভাবি, দুর্বৃত্ত তক্ষক কেন আসে না মহারাজ! পামর তক্ষক সুরপুরে গিয়ে শচিপতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে আশ্রিতরক্ষণ পরমধর্ম এই বোধে ইন্দ্র তাকে সাদরে আপন আসনপার্শ্বে স্থান দিয়েছে তদ্ব্যতীত তার মৃত্যুভয় ঘুচাবার জন্য তাকে সুধাপান করিয়েছে।

জন্মে। কি! কি বল্লেন? ইন্দ্র তাকে আশ্রয়দান করেছে? আমার পিতৃহন্তা তক্ষককে সুরেন্দ্র সাদরে আপন আসনপার্শ্বে রক্ষা করেছে? অহো! কি মর্ম্মান্তিক কথা। ইন্দ্র! দেবাধম বাসব! তুমি কি মনে ভেবেছ, পাণ্ডবগণের সঙ্গেই পাণ্ডববংশের সব শেষ হয়েছে? মূর্খ! তুমি কি জান না যে, অর্জ্জুন প্রপৌত্র জন্মেজয় এখনও জীবিত আছে?

দেখিব, দেখিব তোমা সহস্রলোচন?
কত বল ধর হৃদে বুঝিব সংগ্রামে।
এত স্পর্দ্ধা তব, দুরাচার!
মম পিতৃবৈরী রাখ নিজালয়ে লুকাইয়া?
কাঁপিল না অন্তরপ্রদেশ থর থর থরে?

কাঁপিল না শুনি এ বারতা—
জন্মেজয় অরি তক্ষক দুর্ম্মতি ?
ভাল—ভাল,
হবে শিক্ষা—হবে শাস্তি।
নাহি পরিত্রাণ কভু জন্মেজয় করে
যেই মুখে সমাদরে তুষিয়াছ পন্নগ অধমে,
যে মুখেতে পাপাচারে দিয়াছ অভয়,
সেই মুখ অস্ত্রানলে করিব দাহন ;
অথবা এ ভীম খড়্গে করিব ছেদন সে পাপবদন।
দেখিবে ত্রিলোক,
দেখিবেন ত্রিলোকপালক গোলকবিহারী,
দেখিবেন বামদেব বিধি আদি দেবগণ যত,
দেখিবে অপ্সর, কিন্নর, গন্ধর্ব্বনিকর,
সবার সমক্ষে তোমা ধরিয়া কেশেতে
নিক্ষেপিব দূরে, স্বর্গ সিংহাসন হতে ;
অথবা কেশেতে ধরি ভীম-ভুজবলে,
নিক্ষেপিব সুনিশ্চয় হস্তিনার কারাগারে
জেন মনে পাপাচার,
সুখধাম স্বর্গ হবে শ্মশান আকার—
দেখি তোমায় কে রাখে পামর ?

[বেগে গমনোদ্যোগ।

সনক। ক্ষান্ত হও মহারাজ—
স্বল্পায়াসে হয় যদি স্বকার্য্য সাধন,
কেন তবে বৃথা আর রণ আয়োজন ?

বল, এখন কি কর্‌তে চাও—একা তক্ষককে এনে যজ্ঞানলে পতিত কর্‌ব, না তক্ষক আশ্রয়দাতাকেও এনে যজ্ঞাগ্নিতে দগ্ধ কর্‌ব ? অথবা

তেত্রিশকোটী অমরকেই আনয়ন করে মরং কথাটা ভালরূপে স্মরণ করিয়ে দেবো ? বল এখন কি অভিপ্রায় ? সনক এবার যার নামে আহুতি অর্পং করবে, তার আর কোন ক্রমেই নিস্তার নাই ।

গীত ।

রাগিণী গারা ভৈরবী—তাল সুর ফাকতাল৶

বল সহ রাজ কিবা করিবে এখন ।
হয়েছে চঞ্চল জীবন ,নাশিতে তক্ষকজীবন
একেশ্বর তক্ষক ৭ মরে,
বধিতে বাঞ্ছা কর অন্তরে
অথবা ইন্দ্রসহ অমর বধিতে চাও হে রাজন ।
হের হে রাজন কেমন ব্রাহ্মণের বল,
ব্রহ্ম বলে সর্ব্বপূজ্য ব্রাহ্মণসকল,
তুমি যারে ঘোর রণে,
•'শিতে ০'ও ভ'ব মনে,,
আমি তারে মুখের বচনে পলকে করি নিধন ॥

জন্মে । প্রভো ইন্দ্র যখন আমার পরমারি তক্ষককে নিজালয়ে আশ্রয় দিয়েছে, তখন তক্ষকাপেক্ষা বাসব আমার প্রবল শত্রু ; আমি তারও প্রাং বিনাশ করতে চাই তক্ষকসহ শতক্রতুকে একবারে কাল-নিলয়ে প্রেরণ করতে চাই । আপনি বাধা দেবেন না, আমার প্রপিতামহ ধনঞ্জয় যেমন খাণ্ডবদাহনকালে একাকী অস্ত্রানলে তেত্রিশ কোটী দেবতাকে দগ্ধ করেছিলেন, আজ আমিও তদ্রূপ তক্ষক-রক্ষা অপরাধ হেতু সুরেন্দ্রসহ সংসর্গদোষে দোষী সমস্ত সুরগণকে একাকী পরাজয় করে প্রপিতামহের "অমর-বিজয়ী" নামের যশোভাতি আরও উজ্জ্বল করব । তদ্ব্যতীত আরও একটী নূতন কীর্ত্তি স্থাপন করব , দয়াময় ধনঞ্জয় দয়া করে কারেও প্রাণে মারেন নাই, আমি আজ নির্দ্দয়ভাবে অমরেরও প্রাং বিনষ্ট করব । মন্ত্রি ! যাও যাও সেনাপতিকে সৈন্যসজ্জা করতে বলগে—সারথিকে আমার যুদ্ধরথ প্রস্তুত রাখতে আদেশ দাও গে।

সনক রাজন তোমার যদি এরূপ আকাঙ্ক্ষা ছিল, তবে কেন নাগযজ্ঞ আবম্ভন ? কেন তবে সনককে সর্পসত্রে ব্রতী করা ? কি কারণে এ লক্ষাধিক ব্রাহ্মণকে নিবর্থক ক্লেশ দেওয়া ?

জন্মেজয় গুরো, তক্ষকসহ সুরেন্দ্র নিধনে আপনি যদ্যপি মনো যোগী হন, তা'হলে আর আমার চেষ্টায় ফল কি ? আপনি ইচ্ছা করলে চক্ষের পলকে কোটী কোটী তক্ষককে, কোটী কোটি ইন্দ্রকে মৃত্যুর করাল-মুখে নিক্ষেপ করতে পারতেন।

সনক ওঃ, তুমি তবে ভেবেছ, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমার পিতৃবৈরীকে বিনাশ করছি না ? ভাল মহারাজ, সাবধান হয়ে অবস্থান কর আমি দেখি, ইন্দ্রই বা কোথা থাকে, আর ইন্দ্রের শরণাগত দুর্মতি তক্ষকই বা কোথা থাকে ?

জন্মে বিশেষ সতর্ক হলেম—আপনি পুনর্ব্বার ব্রতী হোন।

সনক। ভাল মহারাজ

জন্মে। আপনি ইন্দ্রসহ তক্ষককে আকর্ষণ করুন, ইন্দ্র যেন পরিত্রাণ না পায়।

সনক। ভাল (উদ্দেশে) দেবরাজ! তুমি এমন ভেব না যে, সনক হস্তে নিস্তার পাবে। আজ তক্ষককে আর তোমাকে একসঙ্গে এই নাগযজ্ঞে আহুতি দেব (যজ্ঞে ব্রতী হওন) এইবার পূর্ণাহুতি দান করবো এই শেষ এই শেষাহুতি যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে অনন্ত জগৎ হতে সনকের নাম উঠে যাবে দেখি, যজ্ঞেশ্বর হরি কি করেন (ঘৃতপূর্ণ কোষা হস্তে লইয়া) ওঁ নাগমেধ মহাযজ্ঞে ইন্দ্রায় তক্ষকায় স্বাহা (আহুতি দান) ওঁ নাগমেধ মহাযজ্ঞে ইন্দ্রায় তক্ষকায় স্বাহা (আহুতি অর্পণ) ওঁ নাগমেধ মহাযজ্ঞে ইন্দ্রায় তক্ষকায় স্বাহা। (আহুতি অর্পণ ও দূরে গভীর গর্জ্জন।)

ঋত্বিকগণ (সভয়ে) ওকি, ওকি, অহো অহো কর্ণ বধির হয়ে গেল! কি ভীষণ গর্জ্জন!

মন্ত্রী। ওই—ওই মহারাজ—ওই তক্ষকের গর্জ্জন—ওই আপনার পিতৃহন্তার কণ্ঠবোল।

সনক ঋত্বিকগণ! সাবধান হোন, সকলে সতর্ক হয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করুন দুর্মতি ইন্দ্র তক্ষকসহ আকাশদেশে বিচরণ কর্‌ছে

জন্মে প্রভো অপার আনন্দ। এ আনন্দ রাখবার আর স্থান নাই

সনক। মহারাজ! এ সময়ে বৃথা আনন্দে আনন্দিত হয়ো না; এ সময়ে পরমানন্দময় শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণ হৃদয়ে অনুক্ষণ ভাবনা কর

জন্মে শিরোধার্য্য গুরুবাণী

সনক। ঋত্বিকগণ। আকর্ষণী মন্ত্র পাঠ করুন।

ঋত্বিকগণ যে আজ্ঞা, যে আজ্ঞা (সকলের মন্ত্রপাঠ)

সিংহাসনসহ কাঁপিতে কাঁপিতে ইন্দ্র ও তক্ষকের প্রবেশ।

ঋত্বিকগণ। (সভয়ে) অহো অহো! কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হয়ে উঠ্‌লো উঃ! কি ভীষণ!

সনক। মহারাজ জন্মেজয়!
হের ঐ দুর্ম্মতি তক্ষকে—
হের ওই রাজা,
দেবাধম ইন্দ্রে,
যজ্ঞকুণ্ডে পড়িবারে আসিয়াছে দোঁহে।

জন্মে। গুরুদেব!
কত যে আনন্দ পাইলাম প্রাণে,
এক মুখে তাহা কি কব বিশেষি?
হে ব্রহ্মর্ষি! হে দয়াময়!
জন্মজন্মান্তরে তব ঋণ শুধিবার নয়

সনক। মহারাজ! সনকের বচন সত্য কি না? পিতৃহন্তাসহ অরাতির আশ্রয়দাতাকে একত্রে নয়নপথে দেখ্‌তে পেয়েছ কিনা? বল, এখন কি কর্‌তে হবে।

জন্মে প্রভো! কি কর্‌তে হবে, তাকি আবার বাক্যের দ্বারায় প্রকাশ কর্‌তে হবে? যে সংকল্প স্থির করেছি—যে সংকল্পে আপনি অনুমোদন

করেছেন, সে সংকল্প অপূর্ণ থাকবে না—পূর্ণ কর্‌তেই হবে যত শীঘ্র পাবেন, দুর্ম্মতি বাসবকে তক্ষক সহিত যজ্ঞানলে পাতিত করুন

সনক তোমার অভিলাষ পূর্ণ হোক্ (পুনরপি ঘৃতপূর্ণ কোষা হস্তে লইয়া) ওঁ নাগমেধ মহাযজ্ঞে ইন্দ্রায় তক্ষককায় স্বাহা (আহুতি প্রদান) ওঁ নাগমেধ মহাযজ্ঞে ইন্দ্রায় তক্ষকায় স্বাহা (আহুতি প্রদান)

তক্ষকসহ ইন্দ্রের কাঁপিতে কাঁপিতে যজ্ঞকুণ্ডের নিকটস্থ হওন

ইন্দ্র। রক্ষা কর রক্ষা কর।

সনক। কে তুমি? কোন্ মহাজন? ইন্দ্র—চতুর্দ্দশ ভুবনের অধিপতি দেবরাজ? তুমি কেন এখানে এসেছ? ও কে? তোমার পশ্চাতে ও কে? তক্ষক বলদর্পিত বাসব সঙ্গে বিষম বিষধর তক্ষক? কেন, এভাবে এখানে এসেছ কি জন্য? বজ্রধর ইন্দ্রের মুখেই বা কাতর বাণী কেন?

ইন্দ্র। তাপসেন্দ্র! অন্যায় করেছি। কুকর্ম্ম করেছি, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন

সনক কতবার রক্ষা করা হয়, বাসব? মনে আছে কি, সনক হস্তে আর একবার এইরূপ দুর্গতি ভোগ করেছিলে? মহারাজ পৃথুর যজ্ঞ-হয় চুরির কথা এখনও বোধ হয় বিস্মৃত হও নাই। আমি দেখ্‌ছি, চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের সঙ্গে তোমার চিরশত্রুতা; কিন্তু শেষ রক্ষা কর্‌তে পার কি? পরিণামে ফল অতীব শোচনীয় হয়ে উঠে

ইন্দ্র মুনীন্দ্র ক্ষমা প্রার্থনা করি—ক্ষমা করুন

সনক। ক্ষমা? আমি তোমাকে ক্ষমা কর্‌ব? আমার কাছে আর তোমার ক্ষমা নাই, তবে যার পিতৃবৈরীকে মহাদরে আপন সিংহাসন পার্শ্বে রক্ষা করেছিলে, তার কাছে ক্ষমা চাও, সে যদি তোমায় ক্ষমা করে, তবেই ক্ষমা পাবে; নতুবা তোমার ক্ষমা নাই—তক্ষকসহ অচিরাৎ যজ্ঞানলে প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌তে হবে

জন্মে বিপ্রর্ষে! আপনি স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করুন। শত্রুর কথায় কর্ণপাত কর্‌বার আবশ্যক কি?

সনক ভাল কথ মহারাজ! (পুনর্ব্বার বেদমন্ত্রাদি পাঠ)

ইন্দ্র উঃ হুঃ মলেম! বাসব জীবনের এতদিনে শেষ! হায় হায়! কেন এমন কাজ কর্‌লেম? তক্ষককে আশ্রয় দিয়ে আজ নিজে যে নিধন প্রাপ্ত হই কোথায় হে নিদানবন্ধু হরি আজ নিদানকালে তোমার অভয়পদে স্মরণ নিচ্ছি। দীনবন্ধু! এ দীন পুরন্দরের দুর্দ্দিনে দেখা দাও— এ দারুণ বিপদে শ্রীপদদানে বিপদ মোচন কর।

গীত।

রাগিণী সরফর্দ্দা—তাল দাদ্‌রা।

কোথ হে দীনবন্ধু হরি দয়াময়
দীনে দেহ পদাশ্রয়
পড়িয়ে বিপদ সাগরে,
ডাকি কর্ণধার তোমারে, (তরি রাখ নাবিক, এ দুস্তারে)
(তরি যায় যায় হয়েছে হে)
কৃপা করে তরি রাখ দিয়ে পদাশ্রয়
না বুঝিয়ে করেছি হে পাপ কর্ম্ম,
এখন যজ্ঞানল দেখে ত্রাসে কাঁপে দেবরাজ—
এস এস দীনবন্ধু অসময়ের তুমি বন্ধু,
(আর এ সময় কেহ নাই হরি)
(তোমা বিনা আপনার জন) (আত্মবন্ধু সকল মিছা)
(দারা সুত আদি সব বৃথা)
কৃপা সিন্ধু এ সময়ে হও হে উদয়॥

সনক। (ঘৃতপূর্ণ কোষা হস্তে) ওঁ, নাগমেধ মহাযজ্ঞে ইন্দ্রায় তক্ষকায় স্বাহা। (আহুতি অর্পণ)

সিংহাসনসহ ইন্দ্রও তক্ষকের যজ্ঞকুণ্ডের দিকে আরও অগ্রসর

ইন্দ্র। আর রক্ষা নাই ঐ ঐ যজ্ঞানল! কি করি—কার আশ্রয় গ্রহণ করি? হরি! হরি বিপদ কালের সখা! বাসবে দেখা দাও

স্তব।

(জয়) নিত্য নিরঞ্জন, সত্য সনাতন, সঙ্কটভঞ্জনকারী।
(জয়) দীন দয়াময়, বিপন্ন আশ্রয়, ভবভয়ক্ষয়কারী
(জয়) দেব শিরোমণি, প্রভু নীলমণি, নিখিল ভুবনত্রাতা
(জয়) ভকত বৎসল, পরম দয়াল, বিপদ কলুষত্রাতা।
দেব শিরোমণি, প্রভু নীলমণি, নিখিল ভুবনত্রাতা।
ভকতবৎসল, পরম দয়াল, চতুর্বর্গফলদাতা
সঙ্কট সাগরে, পড়িয়ে তোমারে, কাতরে ডাকি শ্রীধর।
রাখ পুরন্দরে, এ বিপদ ঘোরে হে দেবেশ দামোদর

সনক দেখ দেবরাজ যতটুকু অন্যায় করেছ, ততটুকুর ফলভোগ তোমায় কর্‌তেই হবে ঋত্বিকগণ! আপনারা মন্ত্রোচ্চারণ করুন।

ঋত্বিকগণ (সমস্বরে) ওঁ নাগমেধ মহাযজ্ঞে ইন্দ্রায় তক্ষকায় স্বাহা (আহুতি অর্পণ)

ইন্দ্র ও তক্ষকের সিংহাসনসহ যজ্ঞকুণ্ডের দিকে আরও অগ্রসর

ইন্দ্র। মুনিবর প্রাণ রাখ, অভয় দাও, আমি তক্ষককে পরিত্যাগ কর্‌ছি।

সনক। আমাকে সে কথা বলা বিফলমাত্র, রাজা জন্মেজয় এক্ষণে তোমার এবং তক্ষকের রক্ষাকর্ত্তা তুমি ওকে সে কথা বল।

ইন্দ্র। শ্রীমান জন্মেজয়! আমি তোমার নিকট কৃত অপরাধের মার্জ্জনা চাচ্ছি, তোমার পিতৃঘাতী অরাতী তক্ষককেও পরিত্যাগ কর্‌ছি। নরেন্দ্র! দেবেন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাকে বিমুক্ত কর।

জন্মে। সে কি সুরপতে! আশ্রিতরক্ষণ পরমধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম পালন কর্‌বে বলে প্রতিজ্ঞা করে এ কি নীচতা প্রকাশ কর্‌ছ? ছি! ছি একি দেবরাজোচিত কাজ? প্রাণ যায় যাক্, আশ্রিত, শরণাগতজনকে কদাচ ত্যাগ করো না।

ইন্দ্র। আর আমার প্রতি শ্লেষ-শেল নিক্ষেপ করো না নৃমণি! আমার যথেষ্ট শিক্ষা ও শাস্তি হয়েছে—আমাকে রক্ষা কর।

জন্মে তোমার রক্ষা কিছুতেই নাই ; বরং তক্ষকের প্রাণ রক্ষা হলেও হতে পারে, কিন্তু দেবরাজ, তোমাকে যমাগারে নিশ্চয় প্রেরণ করাব বিপ্রদেব। যাতে দুরাচার দেবেন্দ্র তক্ষকসহ তৎপর যজ্ঞানলে দগ্ধ হয়, তার ব্যবস্থা করুন

সনক আর বাকী কি মহারাজ, যজ্ঞানলে পতিত হতে আর ত্রিপদ-মাত্র অবশিষ্ট আছে

জন্মে অবিলম্বে পাতিত করুন—অবিলম্বে পাতিত করুন

(জয়ন্ত, জয়সেন, শচী ও পবনাদি দেবগণের প্রবেশ।

শচী কই কই রাজা জন্মেজয় কোথায় ? শচীর স্বামীপীড়নকারী নিষ্ঠুর ভূপাল কোথায় ?

জন্মে দেবি, এই যে আমি উপস্থিত আছি

শচী মহারাজ, তুমি আমাকে পতিহীনা কর্‌তে মনন করেছ ?

জন্মে কি কর্‌ব মা, আপনার স্বামী যেরূপ কার্য্য করেছেন, তদনুযায়ী ফলপ্রাপ্ত হবে

শচী ক্ষমা কর রাজা আমায় পতি-প্রাণ ভিক্ষা দাও

জয়ন্ত মহারাজ! আমি স্বর্গপতি বাসবের জ্যেষ্ঠপুত্র আমার নাম জয়ন্ত আমি আজ আপনার নিকট পিতৃ-প্রাণ ভিক্ষা কর্‌ছি আপনি দেবরাজ-কুমারের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তার মনোভিলাষ পূর্ণ করুন

জয়সেন। সদয় হোন, সদয় হোন নরনাথ দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র বালক জয়সেন আপনার নিকট পিতার মুক্তি ভিক্ষা চাইছে, বালকের প্রার্থনায় কর্ণপাত করুন।

পবন রাজন এ দুর্ভাগ্যের নাম পবন—সুররাজ ইন্দ্র আমার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা আমি ভ্রাতৃগতপ্রাণ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পূজা বা তাঁর চরণ চিন্তা আমার সার চিন্তা আপনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের দ্বারায় আজ আমার সেই মহা প্রাণটিকে আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছেন, কাজেই সেই প্রাণের আধার দেহটিও এখানে আকর্ষিত হয়ে এসেছে রাজন, পবন আজ

বিনয়বচনে আপনার নিকটে আবেদন করছে, আপনি অমরনাথের প্রাণরক্ষা করুন আর দেখুন, তেত্রিশকোটীদেবতা আপনার মুখের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে আছেন, তাঁদের মনের ভাব মুখে প্রকাশ পাচ্ছে, আপনি সে ভাব বুঝে সুবিধান করুন

জন্মে দেব প্রভঞ্জন। আমার নিকটে কোন বিধান হবে না। আমি সম্পূর্ণই পরাধীন, এ নাগযজ্ঞের ভার সম্পূর্ণরূপে আমি মহর্ষি সনকের করে নির্ভর করেছি ভাল-মন্দ যা সুবিধান, সবই ঋষি হস্তে কোন বক্তব্য থাকে, ওঁর নিকট প্রকাশ করুন।

সনক সাবধান! এ নাগযজ্ঞে কারও উপরোধ-অনুরোধ শোন্‌বার যো নাই, যে কোন অনুরোধ করতে আস্‌বে, আমি বিনাবিচারে, বিনা করুণায় তৎক্ষণাৎ তাকে অভিশাপানলে দগ্ধ করব।

জয়সেন। কাকে ও ভয় দেখান ঋষিবর, পিতৃপ্রাণরক্ষা হেতু পিতৃবৎসল পুত্র হাস্‌তে হাস্‌তে শত সহস্র অভিশাপানলকে বুকে নিতে পারে আমি আপনার নিকটে আমার পিতার প্রাণরক্ষার জন্য অনুনয়-বিনয় করছি, আপনি আমাকে অভিশাপানলে ভস্মীভূত করুন

গীত

রাগিণী ভৈরবী তাল ঝাঁপতাল

ওহে ঋষিবর, মম কলেবর দগ্ধকর অভিশাপাগুনে
অসি প্রফুল্লিত হয়ে, তনু তেয়াগিয়ে অগ্রণী হব পিতৃসন্নিধানে
পিতামাতার ঋণ শুধিবার নয়,
সে পিতার এই বিপদ্ সময়,
পুত্র প্রাণ দিলে যদি হয় পিতার জীবন রক্ষণ এক্ষণে ;
দিব আমি প্রাণ সৌভাগ্য জানিয়া,
কি ফল হইবে এ জীবন বহিয়,
শুভকাজে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে রাখিব সুকীর্ত্তি এ তিন ভুবনে॥

সনক। দেবেন্দ্রকুমার আমি তোমাকে অভিশাপ দিতেও চাই না, আর তোমার পিতাকে অব্যাহতি দিতেও চাহি না, আমার স্থিরসংকল্প

তক্ষকসহ তক্ষকরক্ষাকারী মহেন্দ্রকে যজ্ঞানলে নিক্ষেপ কর্‌বই কর্‌ব ঋত্বিকগণ। আপনারা মন্ত্রোচ্চারণ করুন।

ঋত্বিকগণ (সমস্বরে) ওঁ নাগমেধ মহাযজ্ঞে ইন্দ্রায় তক্ষকায় স্বাহা
(আহুতি প্রদান)

সিংহাসনসহ ইন্দ্র তক্ষক যজ্ঞকুণ্ডের নিকটস্থ হওন।

ইন্দ্র। অহে অহে! মলেম, মলেম আর পরিত্রাণোপায় নাই কই শচী, কই প্রিয়তমে কইরে বাপ জয়ন্ত, জয়সেন, কোথা ভ্রাতা সুরগণ এস এস সকলকে একবার জন্মের মত আলিঙ্গন করি অহো অহো! কি ভীষণ যজ্ঞানল? এখনি এ দেহ ভস্মসাৎ হয়ে যাবে আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না, আকর্ষণী মহামন্ত্র মহাবলে আমায় যজ্ঞানলে পাতিত কর্‌লে হা গোবিন্দ হা মধুসূদন! মুরহর দেখা দাও—দেখা দাও একবার তুমি বিনা পুত্র, পত্নী ভ্রাতা আদি আত্মীয়-স্বজন এ সঙ্কটে কেউ রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না রক্ষা কর হরি, অভয়পদে এই শেষ নিবেদন করি

শচী ঋষি! ঋষি! পাষাণে কি মন বেঁধেছেন? সতীর পতি ভিন্ন কি গতি হবে, তাকি একবার ভাব্‌ছেন না ঋষি. দেবেন্দ্রকামিনী আজ কাঙালিনী—তার কাতরবাণী করুণা কোরে একবার শুনুন।

সনক শান্ত হও সতি! সতীর কাতরবচন এ হৃদয়ে বড় বাজে আমি পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি, তোমার পতির কর্ম্মানুযায়ী দুর্গতি বিধান কর্‌বই কর্‌ব, এখন সে প্রতিজ্ঞা কেমন কোরে ভঙ্গ কর্‌ব যাও দেবি! যাও মাতা, অমরলোকে পুত্রগণসহ গমন কর, সনকের সমীপে কোন অভিলাষ পূর্ণ হবে না

জয়সেন। ধিক্ আপনাকে ব্রাহ্মণ! আপনি ব্রাহ্মণ নাম বৃথা ধারণ করেছেন যে ব্রাহ্মণের হৃদয়ে দয়া নাই, মায়া নাই, যিনি ক্ষমা কর্‌তে আদৌ শিক্ষা করেন নাই, তাঁর আবার ব্রাহ্মণত্ব কোথায়?

শচী ওরে অবোধ সন্তান! চুপ্ চুপ্, মহর্ষি সনক যে-সে ব্রাহ্মণ নন, ওঁর কোপে বৈকুণ্ঠের প্রহরী জয় বিজয় নিষ্কৃতি পান নাই ওঁর হস্তে তোমার পিতার কি শোচনীয় দশা ঘটেছে, তাকি তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না, বাপু?

জয়সেন   মাগো, দেখ্‌তে পাচ্ছি বলেই ত এ কথা বল্‌ছি; মা, ঋষি সনকের হৃদয় তমোগুণপূর্ণ! উনি জীবের দুর্গতি বিধানেই তৎপর, জীব উদ্ধারের দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন।

শচী   ক্ষান্ত হ বাপ, ঋষিনিন্দা করিসনে ভূদেব! জয়সেন আমার অবোধসন্তান, অবোধের অপরাধ গ্রহণ কর্‌বেন না।

সনক   সুরেন্দ্রমাহিষ, তার জন্য মিনতি বাক্য কেন? আমি শিশুর দোষ গ্রহণ কর্‌ব না। ঋত্বিকগণ! আপনারা নিশ্চিন্ত কেন, মন্ত্রোচ্চারণ করুন

ঋত্বিকগণ   (সমস্বরে) ওঁ নাগমেধ মহাযজ্ঞে ইন্দ্রায় তক্ষকায় স্বাহা (আহুতি প্রদান   )

সিংহাসনসহ ইন্দ্র ও তক্ষকের যজ্ঞকুণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী হওন

ইন্দ্র। দীনবন্ধু দীনবন্ধু! এইবার মলেম, যজ্ঞানলে এইবার পতিত হলেম। ওঃ ওঃ! অনলতাপে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল দগ্ধ হলাম তক্ষক, এইবার তুমি আত্মরক্ষা কর, আমি অশক্ত

গীত গায়িতে গায়িতে আস্তিকের প্রবেশ।

গীত।

নমঃ নারায়ণ নারায়ণ—নারায়ণ
সৃজনপালনলয়কারণ নিরঞ্জন
মোহের সাগরে, ভাসায়ে সংসারে আপনি ভাসিছ অনুক্ষণ।
ভাব বোঝা ভার, ঘোর অন্ধকার, কি দেখিবে অন্ধ নয়ন
সাকার আকার, সব নিরাকার ওঁকার রূপ সনাতন
পরম কারণ, পতিত পাবন, নিত্য সত্য সনাতন
চন্দ্র তপন তারকাগণ, মহিমা প্রকাশে নিশিদিন,
যাগ যজ্ঞ ফল, হে নীলকমল, দাও জীবে শ্রীমধুসূদন

আমার কাছে কেউ হরি কথা শুন্‌বে গা? আমি তোমাদের হরি কথা শুনাতে এসেছি তোমাদের রাজা নাকি ভারি হরিভক্ত, তিনিই নাকি হরিভক্ত পাণ্ডবগণের বংশধর কই সে বৈষ্ণব ভূপতি কই?

জন্মে। কেবা এই বিপ্রসুত ?
মোহন মুরতি, মধুর ভারতী মুখে,
ভুলে গেল প্রাণ মন ;
ইচ্ছা হয়, ও চাঁদবদন হেরি অনুক্ষণ
বালক।
হস্তিনার রাজা আমি,
মোর নাম জন্মেজয় ?

আস্তিক তোমার নাম রাজা জন্মেজয় ? তুমিই পিতৃভক্ত মহীপাল ? তুমিই বুঝি, নাগযজ্ঞ করেছ ; আহা ! তোমার পিতৃভক্তির পরিচয় পেয়ে আমি তোমাকে দেখ্‌তে এসেছি, তোমাকে মধুর হরিনাম শুনাতে এসেছি। শুন্‌বে মহারাজ, হরিনাম কীর্ত্তন শুন্‌বে ? শুন্‌বে বইকি, তুমি যে হরিগত প্রাণ পাণ্ডবগণের বংশধর আহা। মধুর হরিনামে তোমার প্রাণ এখনি গলে যাবে শুন রাজা হরি মহিমার কিয়দংশ শুন।

আস্তিকের গীত।

রাগিণী যোগিয়া—তাল জলদ একতালা।

হরি বল মন আমার, কর নামসুধা পান।
মজনা মজনা হরিনামে, কর না কর না নাম গান
ধীর সমীর মধুর মধুর অহঃরহ বহে যায়,
কাহার মহিম, অনন্ত অসীম, বল না যে যশ বরিছে হায়,
বিশ্ব-জীবন, বিজন বিপিনবিহারী জগৎ-প্রাণ

জন্মে। কি মধুর কি মধুর. আত্মহারা হলেম। হে বিপ্রকুমার ! কে তুমি ? কোন্ বংশ অলঙ্কৃত করেছ, তোমার পিতার নাম কি ?

আস্তিক আমার পরিচয়ে কাজ কি রাজা, হরিদাসের পরিচয় হরি গুণানুকীর্ত্তনে (সুরে) হরিবোল। হরিবোল ! হরি হরিবোল !!

জন্মে সুধাবর্ষণ হলো ! অমৃতবর্ষণ হলো ! কর্ণকুহর পবিত্র হলো।

ঋত্বিকগণ (সমস্বরে) ধন্য ধন্য বালক। তোমার মুখের হরিনাম, সুধা হতেও সুধা। আহা নাম শুনে প্রাণ, মন অতিশয় শীতল হলো।

জন্মে বিস্ময়ে পূরিল হৃদয় !
মনে লয় নিজে নারায়ণ
বালকরূপেতে বুঝি হইল উদয়
আহা আহা . পবিত্র আনন, মধুর বচন
মদনমোহন শ্রীবঞ্জন বিনা কাহারে সম্ভবে ?
মনে হয় হরি এল ছল করি,
দীনবন্ধু হরি ছল কেন কিঙ্করের সনে ?

আস্তিক। তুমি কি ভাব্ছ রাজা ? আমার মুখের হরি গুণগান শুনে সুখী হয়ে আমাকে বুঝি কিছু ভিক্ষা দেবে ?

সনক। সাবধান মহারাজ বিপ্রকুমারের কথায় মোহিত হয়ো না

জন্মে প্রভো। ক্ষমা করুন, আমি এই নয়নমনোরঞ্জন ব্রাহ্মণ-নন্দনকে সর্ব্বস্ব দান কর্ব অধিক কি এই দ্বিজকুমার যগুপি আমার প্রাণ চায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ আমি প্রাণ দেব

সনক নরনাথ ! ওই দ্বিজসন্তান তোমার যজ্ঞ পণ্ড কর্বে বলে এসেছে ওকে কোনরূপ ভিক্ষা দিয়ো না

জন্মে দেব ! বাধা প্রদান কর্বেন না।

সনক। তোমার পিতার মুক্তি হবে না।

জন্মে হে মহর্ষে . ব্রাহ্মণের মনোবাসনা পূর্ণ কর্লে যদি আমার পিতা অপঘাতমৃত্যুজনিত নরকানল হতে নিষ্কৃতি না পান, তবে সে কলঙ্ক আমার নয়, সে কলঙ্ক সেই কলঙ্কমোচনকারী মধুসূদন হরির।

সনক (স্বগত) নারায়ণের খেলা ! কার সাধ্য আর জন্মেজয়ের মনের বেগ ফিরিয়ে দেয়। হোক্, নারায়ণের যা অভিলাষ তাই পূর্ণ হোক্ , তবে রাজা পরীক্ষিতের উদ্ধারের জন্য সেই পাপতাপহারী মোহনবংশীধারী হরিকে হস্তিনাপুরে আনতে হবে (প্রকাশ্যে) মহারাজ ! তুমি এ ঋষি-কুমারকে বল, ঐ বিপ্রনন্দন যদি তোমার নিকটে কোন বিষয় প্রার্থনা করে, তুমি তা ওকে প্রদান করবে ; পরে তুমিও ওর নিকটে কোন বিষয় প্রার্থনা কর্লে ওকে তা প্রদান কর্তে হবে।

জন্মে। যে আজ্ঞা, প্রভু ওগো ঋষিবালক তুমি আমার নিকট যা প্রার্থনা করবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহ দিব, পরে তোমার কাছে যা চাহিব, স্বীকার কর, তুমি তাই আমাকে অর্পণ করবে?

আস্তিক নিশ্চয় নিশ্চয়

জন্মে তবে কি চাই, বল।

আস্তিক। দেবে ত রাজা? সনক ঋষির মানা শুনবে না?

জন্মে উনি ত অনুমতি করছেন

আস্তিক তবে তুমি খুব সম্মত হয়েছ?

জন্মে। সন্দেহ হচ্ছে, দ্বিজকুমার? চন্দ্রবংশে আজ পর্য্যন্ত কোন রাজা সে কলঙ্ক শিরে ধরে নাই

আস্তিক আমার হরি সাক্ষী। তবে শুনবে রাজা, আমি কি ভিক্ষা করছি শুনবে?

জন্মে বল।

আস্তিক তোমার পিতৃবৈরী তক্ষকসহ দেবরাজ ইন্দ্রের প্রাণ ভিক্ষা।

জন্মে হা নিদারুণ বালক। তুমি সত্য সত্য আমার নাগযজ্ঞ পণ্ড করলে দেখছি যাক্ ব্রাহ্মণের বাসনা পূর্ণ হোক। যাও দেবরাজ, যাও তক্ষক, তোমরা আজ পুনর্জ্জীবন লাভ করলে

ইন্দ্র হে মুনিকুমার, হে আস্তিক! জন্ম-জন্মান্তর তোমার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রইলেম তবে এই মহোপকারের কিঞ্চিৎমাত্র প্রত্যুপকার করবে, হে তাপসতনয়! তুমি যখন তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হবে, আমি তখন অদৃশ্যে থেকে তোমার দেহরক্ষা করব তক্ষক, তোমার হয়ে বলছি, আস্তিক আজ যেমন নাগবংশ রক্ষা করলে, আজ হতে তেমনি ওর মানবৃদ্ধির জন্য এই কথাটি স্মরণ করে রেখো, যে ব্যক্তি প্রাতঃ মধ্যাকালে, "আস্তিক" নাম স্মরণ করবে, তার যদি সর্প দংশনে মৃত্যু ঘটে, তবে যেন সেই দংশনকারী সর্পের মস্তক শিংশপা বৃক্ষের ফলের ন্যায় দ্বিখণ্ড হয়ে যায়।

জন্মে। ব্রাহ্মণপুত্র, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো ত?

আস্তিক পূর্ণ পূর্ণ।

সনক　মহারাজ। এইবার আস্তিকের নিকট তোমার পিতৃ-উদ্ধার-বর প্রার্থনা কর

জন্মে　বিপ্রনন্দন। এইবার দয়া করে আমাকে এই বর দান কর, যেন আমার পিতা মহারাজ পরীক্ষিৎ তক্ষকদংশন হেতু নিরয়গামী না হয়ে চন্দ্রবংশীয় ভূপালগণের স্থানে স্থানলাভ করেন

আস্তিক　মহারাজ। শুভফলপ্রদানকারী যজ্ঞেশ্বর হরি ভিন্ন অন্যে শুভফল দান করতে সম্পূর্ণ অক্ষম　তুমি ও বর ছাড়া আর যা প্রার্থনা করবে, আমি তাই তোমাকে প্রদান করব

সনক　আস্তিক. কোন্ সন্তান পিতৃ উদ্ধার-বাসনা ছেড়ে অন্য কামনা করে থাকে? তোমাকে "নৃপতি-উদ্ধার বর দান" করতেই হবে

আস্তিক। বিপ্রদেব। আপনি কি জানতে পারছেন না, আমি ও বর দান করতে অক্ষম?

সনক। তবে প্রতিজ্ঞাপালনের উপায়? তুমি নৃপতিপাশে স্বীকার করেছ, নৃপতি-প্রার্থিত বরদান করবে

আস্তিক। মহারাজ কি অন্য বর গ্রহণ করবেন না?

সনক　কদাচ না, যদি বরদানে অশক্ত হও আস্তিক, তবে পুনরপি "ওঁ নাগমেধ মহাযজ্ঞে ইন্দ্রায় তক্ষকায় স্বাহা" এই বলে আহুতি দি।

ইন্দ্র　(স্বগত) না দুর্ভাগা ইন্দ্রের আজ আর নিস্তার নাই দেখ্‌ছি।

আস্তিক　মহর্ষে! ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, আমি এ বিপদসাগর হতে উদ্ধার পাবার জন্য আমার প্রাণের হরিকে একবার ডাকি

সনক　উত্তম কথা, ডাক　(স্বগত) এইবার এ নাগযজ্ঞ করা সার্থক হবে　ইক্ষুদণ্ডকে পীড়ন না করলে যেমন সুরস আস্বাদন করে পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না, তেমনি হরিকে দর্শন করতে হলে হরিভক্তের প্রাণে ব্যথা দিতে হয়। আস্তিকের কাতর আহ্বানে সেই ভবারাধ্যধন নীরদবরণ হরিকে এখনি ছুটে আস্‌তে হবে

আস্তিক। *কোথায় হে সত্যময় হরি! একবার এই হস্তিনায় উদয় হও* এই হস্তিনা তোমার সুপরিচিত স্থান, ভক্ত পাণ্ডবগণের ডাকে কত শত বার

তোমাকে এখানে আস্‌তে হয়েছিল দীননাথ! পাণ্ডবগণ তোমার ভক্ত আমি যে হরি অতি অজ্ঞ দুরাচার! আমার কথায় কর্ণপাত কর্‌বে কি?

স্তব।

হে কৃষ্ণ কংসারে কালীয়নাগগঞ্জন,
হে হরি ভয়হারী ভবভয়ভঞ্জন
জগৎ-তারণ, যশোদানন্দন হরি,
যমভয়নিবারণ জন্মমৃত্যুবারি
কমললোচন, কুসুমকাননচারী,
কশ্যপনন্দন কনককুণ্ডলধারী
পড়িয়ে বিপদে, তোমার শ্রীপদে প্রভু,
যাচিছে করুণা, পূরাও বাসনা বিভু।

গীত।

গুজরাটী ভজন

হরি এস হে একবার
এস দয়াময় দয়াধার
বিপদ ঘোরে পড়েছি হে—
আকুলপ্রাণে তাই ডাকি হে—
সদয় হয়ে, দেখা দিয়ে কর এ বিপদে পার।

গায়িতে গায়িতে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

গীত।

নট-নারায়ণ—পোস্তা।

ছাড় ভাবন, পুরাব কামনা তোমার।
জাননা কি ভকত হৃদয় হার
তুই বাছা ভক্তিডোরে,
বেঁধেছিস রে আমারে,
রহিতে কি পারি তোরে ছেড়ে হৃদয়-আধার।

সনক। এস এস দয়াময়,
এস এস নিত্যসত্যসনাতন,
আন্তিক কৃপায় শ্রীচরণ করিনু দর্শন

শ্রীকৃষ্ণ। সনক! হয়ে ভক্তোত্তম
শিশু ভক্তে কেন দেছ ব্যথা ?

সনক। ওহে ব্যথাহারী হরি!
ভক্তে তব ব্যথা নাহি দিলে
পূরে না যে মনের কামনা।
নারায়ণ! কিনা জান মনে,
মরে রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষকদংশনে
হৈল অধোগতি তার
কৃপার আধার,
তুমি না করিলে উদ্ধার
কে করিবে আর ?

শ্রীকৃষ্ণ কহি আমি ঋষি,
মম সখা অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের হউক সদ্গতি;
এই দেখ দিব্যমূর্ত্তি তার

পরীক্ষিতের দিব্যমূর্ত্তিতে প্রবেশ।

গীত।

মহীশূরী ভজন।

কি দিয়া পূজিব পদ নারায়ণ।
আমি অতি দীন, দীনবন্ধু আছে কিবা ধন
ফলে ফুলে গঙ্গাজলে, বিশ্ব পূজে পদ কমল,
ভকতি শতদলে হর পূজে ঐ শ্রীচরণ
আমার নাই কোন ধন ওহে অখিলের রতন,
আছে যেই ধন করিনু অর্পণ করহ গ্রহণ

পরীক্ষিৎ দীন দয়াময়!
নরক ভয় হলো বিমোচন
হেরিয়ে প্রভু মৃদু চরণ?
দেহ নারায়ণ, দেহ প্রভু শিরোপরে
ও রাঙ্গা চরণ

শ্রীকৃষ্ণ হে রাজন! তুমি ধার্ম্মিক সুজন।
তোমার উদ্ধার করিতে সাধন,
বহু আয়োজন করি,
এতদিনে হৈনু পূর্ণকাম
(জন্মেজয়ের প্রতি)
বল রাজা, আর কিবা করিব সাধন?

জন্মে। হে মুরারি! বাসনা আর এক জাগে হৃদে,
হেরিব যুগলরূপ আঁখি ভরি।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ হোক ভক্তের বাসনা

(রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন।)

সকলের সমবেত গীত।

সিন্ধুড়া—ধামার।

এই ত সেই রূপরাশি হের সবে নয়ন ভরি।
ত্রিভঙ্গের সঙ্গে রাজে অনুপমা কিশোরী
বন কুসুম মালা গলে,
শিখীপুচ্ছ চূড়া বামে হেলে
রাইকিশোরী মেঘকোলে
যেন সৌদামিনী খেলে
মিটিল মনের সাধ, বল সবে হরি হরি

সমাপ্ত।